আমি।

কতিপয় সামাজিক প্রবন্ধময় গদ্যকাব্য।

(প্রবাহ হইতে সঙ্কলিত।)

শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত।

কলিকাতা;

১১ নং সিম্‌লা ষ্ট্রীট, নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১।

উৎসর্গ পত্র।

পরমার্চ্চনীয় ৺চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত কুলাচার্য্য
মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

হে স্বর্গস্থ পিতৃদেব, —

আপনার চরণে সংখ্যাতীত প্রণাম করি। আমি আপনারই; এই জন্য আমার 'আমি' আপনার চরণ কমলে অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। যেমন আমার এই লৌকিক আমিত্ব আপনার চরণে অর্পণ করিলাম, সেই রূপ যাহাতে আধ্যাত্মিক আমিত্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ করিতে সমর্থ হই, সেই আশীর্ব্বাদ করিলে কৃতার্থ হইব। শ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

রাণাঘাট;
১০ই আষাঢ়,
চৈতন্যাব্দ ৩৯৯।

একান্ত দীন সেবক
শ্রীকালীময় ঘটক।

সূচী।
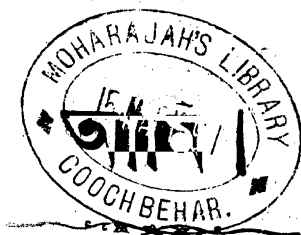
প্রথম পত্র।

ভুমিকা।

কে জানে আমি কে! কেহ বলেন, আমি ভক্ত; কেহ বলেন, আমি ভোগী; কেহ বলেন, আমি কিছুই নয়; কেহ বলেন, আমিই সব। আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর দানে ইত্যাদি বিবিধ মতবাদের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। যিনি যাহাই বলুন, যাঁহারা আমিই সব বলিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের দলভুক্ত। কেন না

"——মন এবহি সর্ব্বেষাং
কারণং যৎ ক্রিয়াস্বচ।—"

আমি যেরূপ সেইরূপ কাজ করি এবং

"——আত্মবন্মন্যতে জগৎ।—"

জগৎকেও সেইরূপ মনে করি, অতএব আমিই সব নয় ত কি?

ইতি শ্রী "আমিত্ব" নির্ণয়ে ভুমিকা।

মহত্তত্ত্ব।

আমার কি আছে? ভাবিয়া পাই না, আমার কি আছে? বিদ্যা নাই, রূপ নাই, জ্ঞান নাই, ভোজ্য নাই, ভোজনের সামর্থ্য নাই, উপভোগের শক্তি নাই, সুন্দরী রমণীগণে আমার গৃহ-শোভা বর্দ্ধিত করে না,— বিভব নাই, দান শক্তি নাই; ইত্যাদি অনন্ত তপস্যার ফল স্বরূপ সৌভাগ্য সকল আমার কিছুই নাই। আবার যে সকল সামাজিক শিক্ষায় লোকের মন আকর্ষণ করা যায়, আমার তাই বা কোন্ আছে? আমি গাইতে বাজাইতে পারি না; আপনার রসে আপনি রসিয়া আপনার কথায় আপনি হাসিয়া গল্প করিতে জানি না; তথাপি আপনাকে বড় লোক বলিয়া বোধ হয় কেন? এই জটিল তত্ত্বের উদ্ভেদ করিবার জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। শুনা ছিল, বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রথম গঠন কালে চিন্তা শক্তিকে প্রখরা ও তেজস্বিনী করিবার জন্য সর্ আইজাক্ নিউটন্ কিছু কালের নিমিত্ত মৎস্য, মাংস, সুরা ও গুরু ভোজন এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমার বুদ্ধি আবার এত সূক্ষ্ম যে, কখন কখন আছে কি না সন্দেহ হয়। সেই জন্য ভাবিলাম; যখন না খাইয়া নিউটনের এত বুদ্ধি বাড়িয়াছিল, তখন উত্তমরূপে আহার করিলে যে কত বুদ্ধি বাড়িবে, তাহা বলা যায় না। এই যুক্তি অনুসারে তিন দিন তিন রাত্রি উত্তমরূপে আহার, ও রণোন্মাদী ঋষভ-রাজের ন্যায় নাসা-শব্দে দিক্ আকুল করিয়া নিদ্রা ভোগ করিলাম। দেখি! আমার প্রতি,

উপবেশ-শাখাচ্ছেদী, মূর্খতম ব্রাহ্মণ-তনয়কে যিনি কবিবর কালিদাস করিয়াছিলেন, সেই মূর্খ-তারিণী বাগ্বাদিনীর কৃপা হইয়াছে। তত্ত্ব বিনির্ণয়ে সমর্থ হইলাম। বুঝিলাম, বড়লোক হইবার কতগুলি সদুপায়, অজ্ঞাতসারে, আমার বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়াছে। সেই জন্যই আপনাকে বড় লোক বলিয়া বোধ হয়। উপায় গুলি এই ;—

১সূত্র। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বদ্ধ-মূল মত খণ্ডন।

২সূত্র। মহত্ত্বানুসারিণী অস্পৃহার পোষকতা।

৩সূত্র। সাধারণ-প্রিয় প্রণালীর অনুসরণ।

৪সূত্র। গবর্ণমেন্টের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ।

আমি এতাদৃশ সকল উপায়গুলি প্রকাশ করিতে পারিব না, এবং করিব না। সকলেই তদবলম্বনে বড় লোক হইয়া যাইতে পারেন ; তাহাতে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করা হইবে। যাহা হউক, যে চারিটী সূত্র প্রকাশ করিলাম, তাহা ঠিক গৌতম সূত্রের ন্যায় বড়ই উৎকৃষ্ট হইয়াছে ; কেন না, বুঝিতে ললাট-দেশ ঘর্ম্মাক্ত হয়। বুঝিবার প্রয়োজন হইলে গদাধর, জগদীশাদির চরণে তৈল প্রদান করিতে হইবে। পাছে কেহ আমার উপর্য্যুক্ত তত্ত্বাবিষ্করণে সংশয় করেন, এই জন্য প্রমাণ প্রদর্শনেও ত্রুটি করিলাম না।

তুমি হয়ত, মনে মনে বেদকে অপৌরুষের মনে কর না ; অথচ সাধারণ বিশ্বাসে আঘাত করিবার ইচ্ছা না থাকায়, অথবা নৈতিক সাহসের অভাব-প্রযুক্ত বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা প্রকাশ্যরূপে করিতে পার না। কিন্তু আমি দেখিলাম, শিথিল-ধর্ম্ম-বন্ধন হিন্দু-সমাজে

বেদের মস্তক চূর্ণ করিতে পারিলে জ্ঞানী, চিন্তাশীল ও দার্শনিক বলিয়া খ্যাতি লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এজন্ত বেদকে মনুষ্য-রচিত, ভ্রমসঙ্কুল এবং পবিত্র ধর্ম্মার্থি-গণের অনবলম্বনীয় বলিয়া লোকের সহিত তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে প্রস্তাব রচনা করিয়াও কাগজে প্রকাশ করিয়াছি।

বিখ্যাত দার্শনিক অগষ্ট্ কোম্‌টির প্রত্যক্ষবাদ (১) ইউরোপে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়াছে; কেবল বদ্ধমূল নহে, ইউরোপের উচ্চশ্রেণী যাহার বিশেষ আদর করেন এবং যাহাকে ফরাসি সমাজের তাদৃশী উন্নতির নিদান বলিয়াই বোধ হয়, সেই প্রত্যক্ষবাদ ধর্ম্মকে কিছুই নহে বলিতে পারিলে অনেক বড় বড় সাহেবকে বোকা বানান যাইতে পারে। এই জন্য অনেক যত্নে তদ্বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা পাঠ করিবা মাত্র সকলে বুঝিতে পারিবেন আমার বুদ্ধির কত দৌড়।

অসূয়া মহত্বের অনুসারিণী। যেখানে মহত্ব, সেই খানে অসূয়া। একজনের মহত্ব, আর এক জনে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। স্বীকার করিতে না চাহা মনুষ্যের প্রকৃতি। এই জন্য প্রথমে কেহ মহতের কৃত সৎকার্য্যের উপযুক্ত গৌরব করে না; বরং তাহার সৎকার্য্য সকল অসদভিসন্ধি-মূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়। আমি মনুষ্যের এই গুপ্ত প্রকৃতি যেই বুঝিলাম, অমনি

(১) Positive polity.

দেশ শুদ্ধ বড় লোককে 'বানর' বলিয়া গালি দিলাম। কিন্তু এই গালি দিয়া একটু গোলে পড়িয়াছিলাম; শেষে, উহা গালি নহে বিলাতী আমোদ বলিয়া নিস্তার পাইলাম।

বনমালী বিদ্যাসাগরকে অনেকে বড় লোক বলে। আমি ভাবিলাম, অনেকে বাধ্য হইয়াই বড় বলে; বড় না বলিতে হইলেই সুখী হয়। এই বিবেচনায় সাগরেও কয়েকখানি লোষ্ট্র প্রহার করিলাম। কিন্তু সেই আঘাত-বিক্ষোভে আমাকে অনেক ঢেউ খাইতে হইয়াছিল। সাধু কার্য্যের সূচনা ভাল!

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই ইংরাজীতে অগাধ বিদ্যার প্রমাণ। আমি কথায় কথায় প্রমাণ করিয়া দেই, এখনকার বি-এ, এম্-এ ইহারা কিছুই জানে না—সাবেক ছাত্রেরা ইংরাজী বিদ্যায় পণ্ডিত; যেহেতু আমি একজন সাবেক লোক। এই জন্য যখন যাহা বলি বা লিখি, বি-এ এম-এরা কিছুই জানে না বলিয়া সকল প্রবন্ধের উপসংহার করি। এমন কি, এক দিন তাহাদিগকে স্পষ্ট "চিনির বলদ" সাজাইয়া দিয়াছি।

"কমলা-কান্তের দপ্তর" পাঠ করিয়া লোকে হাসিল আমিও "ন্যাতা গ্যাভার হাঁড়ি" লিখিয়া তাহাদিগকে হাসাইবার চেষ্টা দেখিলাম। আমি ছাড়িবার পাত্র নহি কমলাকান্ত মানুষকে ফল বলিলেন, আমিও পশু বলিয়াছি।

আমি কোনরূপে একটু রাজকীয় শক্তি হস্তগত করিতে পারিলে আমার পরম শত্রু নসু মণ্ডলকে জব্দ করিতে পারি। ভাবিতে ভাবিতে চতুর্থ সূত্র মনে পড়িল। সেই

জন্য বিগত দুর্ভিক্ষে অনেক লোককে অন্নদান করিয়াছিলাম; অর্থাৎ আমার যে সকল বাড়ী (১) ধান্য আদায়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না, আমি তাহা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। এই বিষয়টী গুছাইয়া লিখিবার জন্য একজন নাম-জাদা এডিটারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতেও ত্রুটি করি নাই। কিছু দিন পরেই রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়া এবং অনায়ারি মাজিষ্টর হইয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধ করি।

বিদ্বন্মণ্ডলীতে "কলিকা পাই না" এবং বুদ্ধিমান্ বলিয়াও লোকে প্রসংশা করে না; কিন্তু আমি সাত লাঠীতে ফড়িঙ্গ মারিতে পারি, আমার নিজের এই বিশ্বাস। আফিসের কর্ত্তা সাহেব আমার বশ,—আমার পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করেন না। কেহ কেহ বলে, একটা সাহেব বশ করিলে বড় লোক হওয়া যায় না। তাহারা জানে না যে, বড় বড় আফিসের কর্ত্তা সাহেব আর গবর্ণমেণ্টে বড় তফাৎ নাই। তবু কি আমি বড় লোক নই?

যখন দেশে বিধবা-বিবাহের ঢেউ উঠিয়াছিল, আমি যদি বিদ্যাসাগরের গড়ে গড় দিয়া বিধবার দুঃখে রোদন করিতাম, তা হইলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি সাগরের তরঙ্গে অন্তর্লীন হইয়া থাকিত। কিন্তু আমি দেখিলাম, বৈধব্য প্রণালীই অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ দায়ে অদায়ে যাহাদের সাহায্য পাওয়া যায়, তাদৃশ অনেক ধনশালীর অতীব প্রিয়। আমি ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিলাম, বড় পণ্ডিত বলিয়া আমার

---

(১) বাড়ি—কৃষককে যত ধান্য ঋণ দেওয়া যায়, বৎসর বৎসর তাহার দ্বিগুণ আদায় হয়।

নাম বাহির হইল। হে বাঙ্গালা কাগজের পাঠকগণ! তোমরা ছোটলোক, কেন না তোমরা বাঙ্গালা কাগজ পাঠ কর। আমি বড় হইয়া তোমাদের কাছে কিরূপে বিদায় লই?

ইতি মহত্তত্ব নাম প্রথমাধ্যায়।

দ্বিতীয় পত্র।

জীবন্মৃত্যু।

সকলেই মরে। মরিবার সময় হইলে মরে। কেহ রোগে, কেহ যুদ্ধে, কেহবা আত্মঘাতে মরে। কেহ মনোদুঃখে মরিয়া থাকেন। মরিবার মত মনোদুঃখ তাঁহার মনে থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হস্তপদ-সঞ্চালনে মশা ছার-পোকা সকল অন্যত্র গমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করে এবং তাঁহার বচন-বিন্যাসে রজনীতে কাহারও নিদ্রা হয় না। তবু তিনি মরিয়া আ-ছেন। কেহ কাহার প্রেমে মরিয়া থাকেন। "মরিয়া" এটী মিছা কথা, "থাকেন" ইহাই সত্য। যাঁহাকে অন্যে প্রেম করে এবং যিনি অন্যকে প্রেম করেন, এ জগতে তিনিই আছেন; তিনি মরেন নাই, অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। যে প্রেমে মরে, সে কি মরে? এ মরার অর্থ কি? যিনি ভাল বাসিতে জানেন,—তিনিই প্রেমে মরিতে পারেন। যিনি

প্রেম-ভাজনের প্রীতি-কামনায় আত্মনাশ করিয়াছেন ;— মানসিক চিন্তা ও দৈহিক চেষ্টা সকলকে ভালবাসার হাড়িকাটে ফেলিয়া বলিদান দিয়াছেন, জীবনের জীবন-স্বরূপ কর্তৃত্বকে প্রেমরূপ মহা মখে আহুতি দিয়াছেন, তিনিই প্রেমে মরিয়া এই নশ্বর পৃথিবীতে অক্ষয় স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। বিধাতা এরূপ মৃত্যু আমার কপালে লেখেন নাই। নাই লিখুন, তথাপি আমার একটু নূতন প্রণালীতে মরিবার সাধ হইয়াছে। পিতামহগণ যে প্রণালীতে মরিয়াছেন, সে প্রণালীতে মরিবার সাধ কেনই বা হইবে ? আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ধুতি চাদরে সন্তুষ্ট হইতেন, আমি সে প্রথা রহিত করিয়া কোট্‌ হ্যাটের ব্যবস্থা করিয়াছি। পিতৃগণ গৌড়ী, পৈষ্টী প্রভৃতিতেই পরিতৃপ্ত হইতেন, আমি লতাবিতান-বিহারিণী লোহিতাক্ষী সুরাঙ্গনা ভিন্ন অপরের পরিচর্য্যা গ্রহণ করি না। পিতৃগণ গোরস মাত্র পান করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, আমি গোবংশ নির্ব্বংশ করিবার চেষ্টায় আছি।

তবে ওল্‌ড ফ্যাসনে মরিব কেন ? লোকে মরিয়া মরে, আমি জীয়ন্ত থাকিয়াই মরিব। বড়লোকে মরিয়াও জগতের উপকার করেন ; কিন্তু সে মরায় মৃতের কোন লাভ নাই। আমি সেরূপ নিঃস্বার্থ উপকারী নহি। আমি কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশা রাখি। বন্ধুগণ, আমি মরিলে হয়ত তোমরা মৃত্যুর পর দিনই সত্বর আমার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া সম্বাদ-পত্রে প্রকাশ করিবে ; কতকগুলি লোক একত্র দলবদ্ধ হইয়া আমার কোনরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিবে ; সেই চাঁদার কিয়দংশ

দ্বিতীয় পত্র।

হয়ত আমার বিধবা পত্নী ও অনাথ পুত্রগণের জন্য রাখিয়া দিবে; তুই চারিদিন আমার জন্য যেখানে সেখানে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। বঙ্গ-কবিগণ আমার মৃত্যু উপলক্ষে শোক-সূচক কবিতা লিখিয়া প্রকাশ করিবেন; ইত্যাদি যাহার যাহা মনে আছে, করিবে। তখন পৃথিবী তোমাদের হইবে, আমার রহিবে না। হয়ত, ঐ সকল কার্য্য দ্বারা তখন তোমাদের পৃথিবীর কিছু উপকার হইবে। তাহাতে আমার কি? এই জন্য আমার মৃত্যু দ্বারা পৃথিবীর যে উপকার হইবে, আমি তাহার বিনিময়ে কিছু চাহি। বিনিময় হাতে হাতে বুঝাইয়া দিলাম। অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। অতএব প্রার্থনা,——আমি মরিলে তোমারা কে কি বলিবে, এখন একবার বল, শুনিয়া লই। ইহাই আমার স্বর্গ বা নরকবাস। ইহাই আমার ভিক্ষা। ইহা ছাড়া আর কিছুই চাহি না। আমার চিরকালের সাধ, জীয়ন্ত থাকিয়া শুনিব, মরিলে কে কি বলে। মানুষের এটা বড়ই অভাব, তাহারা মরণান্তরিক সমাচার পায় না। আমি এ অভাব দূর করিব। আমি বোধ করি, এস্থলে তোমরা এই আপত্তি তুলিবে, আমি যদি জীয়ন্তে মরিতে পারি, তবে তোমরা ছড়াঝাঁট দিতে প্রস্তুত আছ।

এখন দেখা যাউক, জীবনে মরা যায় কি না। যাইবে না কেন? মরণের আগেই যার শরীর মনে চিতাদাহ উপস্থিত, তার মরণের বাকি কি? এখনও বাকি অনেক। এখনও কারাবাসী বরদারাজের দুঃখ দেখিয়া কান্না পায়,— এখনও চা-ক্ষেত্রের কুলিদিগের উপর ইংরাজের অত্যাচার

শুনিয়া রাগ হয়;—এখনও ইংরাজ ও বাঙ্গালী সম্পাদক-দিগের সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক অর্থাপহরণ দেখিয়া হাসি পায়,—এখনও ভারতবাসীর শোণিত-জলকারী অর্থ দ্বারা ইংলণ্ডের বিলাস-লালসা চরিতার্থ হইতে দেখিয়া দুঃখ হয়;—এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গড্ডলিকা-প্রবাহ রুদ্ধ হইল না দেখিয়া মনে ক্লেশ পাই;—ইত্যাদি কতই আর ব্রাহ্মী বক্তৃতা করিব! তাই বলিতেছিলাম, এখনও মরণের বাকি অনেক। জীয়ন্তে মরিতে হইলে. পা থাকিতে পঙ্গু,—হাত থাকিতে নিষ্কর্ম্মা,—চক্ষু থাকিতে অন্ধ,—কর্ণ থাকিতে বধির,—স্নেহ থাকিতে কর্কশ,—দয়া থাকিতে নিষ্ঠুর,—সাধু ইচ্ছা থাকিতে মূঢ়,—উৎসাহ থাকিতে উদাসীন,—বাক্-শক্তি থাকিতে অবাক হইতে হইবে। প্রবাহে গা ঢালিয়াছি তাই আমার রচনা আজ প্রবাহের ন্যায় চলি-ছে,—মাঝে আল বাঁধ কিছুই নাই। যদি, সব আছে অথচ কিছুই নাই,—ইহাই জীবন্মৃত্যুর লক্ষণ হয়, তবে আমি মরিয়াছি, তোমারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অয়োজন দেখ। ইন্দ্রি-য়গণ বিষয় হইতে উপরত হইয়াছে, মনের ইচ্ছা সকল বিষয়ের প্রাঙ্গণে শবাকারে পতিত রহিয়াছে,—হৃদয়-জলধির সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হইয়াছে। সুধাবর্ষী বংশীধ্বনি শুনিতে ইচ্ছা নাই,—শুনিলে তৃপ্তি নাই। শরৎ-পার্ব্বণ-পূর্ণেন্দুর জগন্মো-হিনী শোভা শবের নেত্রে যে আনন্দ প্রদান করে, আমাকে তদধিক সুখ দেয় না। বর্ষাবারি-বিধৌত মালতীর মধুর সুরভি জগৎকে মোহিত করে; কিন্তু আমার বোধ হয়, বর্ষার জলে তাহার সকল গন্ধই ধুইয়া গিয়াছে,—কেবল পাতা

পোড়া সাদা ছাই অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে এবেলার কাজ ওবেলা করিতে কর্ত্তব্য শৈথিল্য প্রযুক্ত ক্লেশ হইত,—এখন কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা, গণনাও করি না। পূর্ব্বে একটা অন্যায় দেখিলে রাগ বা দুঃখ হইত, এখন শত শত অন্যায় অত্যাচার চক্ষুর উপর ভাসিয়া যাইতেছে,—মন শান্ত ও মৃত।

তুমি বলিবে, যদি আমি মরিয়া থাকি, তবে আবার বাজারের খবর লই কেন এবং অন্যের সুখ দুঃখকে মনে স্থান দেই কেন? আমিত নকল মরা, রাজ্যের কাণ্ড কারখানা দেখিলে মনের আবেগে আসল মরা নড়িয়া উঠে! যদি এমন প্রশ্ন হয়, এই সুখের সংসারে মরিবার আগে মরি কেন? আমি বাঙ্গালী, আমার মরণই মঙ্গল। কেন না, রাশি রাশি পৈতৃক অর্থ নষ্ট করিয়া মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া ১০। ১৫ বৎসর বিদ্যা উপার্জ্জন করিলাম,—বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া "রামকৃষ্ণের চসমা" ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া দেখি, প্রকাণ্ড লাঙ্গুল বাহির হইয়াছে,—আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া উঠিলাম। কিছু দিন পরে বিদ্যার ভাণ্ডার খুলিয়া দেখি, প্রায় শূন্য;—সেক্ষপির বা মিল্টনের দুই একটী কবিতা এবং এডিসন্ বা মিলের দুই একটী গৎ রাখিয়া কে যেন ভাণ্ডার-গৃহ ঝাঁট দিয়া গিয়াছে। ঐ অবশেষ আর কোন কাজে পাই না; কেবল মজলিসে জ্যাঠামি করিবার একটু সুবিধা হয়। বালক কালে আমার কি রোগ হইয়াছিল, স্মরণ হয় না; কিন্তু (আহ্নিকের মাদুলীর ন্যায়) চিরকাল ধারণ করিতে হইবে বলিয়া

পিতা মাতা একটী পর-গাছার লতা আমার গলায় জড়াইয়া দিয়াছেন ; সেই লতা এখন গলায় এমন আঁটিয়া ধরিয়াছে যে, মধ্যে মধ্যে আমার শ্বাস রোধের উপক্রম হয়। বোধ হয়, লতাটী বিষময়ী আলগ-লতাই হইবে। কেন না তাহার মূল নিজে খাদ্য (জল, মৃত্তিকাদি) অনুসন্ধান করে না, পরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে ও নিয়ত ফল ফুল প্রসব করে। ঐ সকল ফলের অধিকাংশই গোয়ালন্দের তরমুজ, কেবল ভারী ও অসার শাঁসজলে পূর্ণ। আবার ঐ ফলের বিশেষ গুণ এই, উহা নিজে নিজে খাইতে নাই,—পরকে দিতে নাই। কেবল ঘাড়ে করিয়া বহিতে হয়—আর কখন খসিয়া পড়িবে তাহাই ভাবিতে প্রাণ যায়। প্রসূতি যত প্রসব করেন, ততই তাঁহার ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। ঐ কণ্ঠলম্বিতা বিষলতা আমার নিজের যাহা ছিল, শোষণ করিল ; পরে তাহার জন্য কর্ম্মদেবীর দ্বারস্থ হইলাম। সেখানে দেখি ইংরাজ, য়িহুদী, ওসোয়াল, মাড়োয়ারী প্রভৃতি জাতিরা বড় বড় টাকার মোট বাঁধিয়াছে ; তন্মধ্যে ইংরাজেরা আমিষলুব্ধ শ্যেনের ন্যায় সকলের মস্তকেই কুলিশ-কঠোর চঞ্চুর আঘাত করিতেছে। সেই চঞ্চুর আঘাতে ভূমি ও পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে রত্ন-খনি দেখাইয়া দিতেছে। আমি বাঙ্গালী,—আশ পাশ কুড়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিলাম। গৃহে আসিতে উত্তমর্ণে তাহার অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইল। যখন কালেজে পড়ি, তখন হইতেই মামার অনুগ্রহ ; সেই ঋণ পরিশোধের জন্য মামী ঠাকুরাণীকে প্রায়ই প্রণামী দিতে হয়। এই সকল

খরচ পত্র করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে গৃহিণীর মন উঠে না। সুতরাং সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থাটা নিত্য হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম, বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া,—সংসার-ধর্ম্ম করিয়া,—অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখ ত যথেষ্ট হইল; ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজ সংস্কারে হাত দিয়া দেখা যাউক। ধার করিয়া চোগা চসমা সংগ্রহ করিলাম,—সমাজে গিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। ঘরে ঝাঁটা খাই, আর বাহিরে গিয়া বক্তৃতা করি। একটু একটু আমোদও হইতে লাগিল। ভাবিলাম, এ বেশ কাজ। ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি,—শেষে চসমা নাকে দিয়া পথে বাহির হওয়া ভার হইল,—চসমা দেখিলেই লোকে "বেম্মা" বলিয়া বিদ্রূপ করে। পরে পরাধীনতা বিমোচনের শিক্ষা দিবার জন্য থিয়েটারে অবতীর্ণ হইলাম,—নিতে ফকিরের গর্ভিণী অশ্বীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া,—ভোঁতা তলোয়ার ঘুরাইয়া কতই বীরত্ব করিলাম,—কিছুতেই কিছু হয় না,—বাঙ্গালীর বীরত্ব থিয়েটার ছাড়িয়া বাহিরে আসে না। কত রাজনৈতিক বক্তৃতা করিলাম, গবর্ণমেন্টের কত কার্য্যের প্রতিবাদ করিলাম, শাসনকর্ত্তৃগণকে কত সৎপথ দেখাইয়া দিলাম,—সকলই বৃথা। এই ত আমার আগা গোড়া সুখের পরিচয় দিলাম। ইহার কোন্‌খানটী সুখের সংসার বলিয়া দেও। যখন আমার কোন কাজের ফল নাই,—কোন কথার ফল নাই,—তখন বাঁচনে ফল কি? তাই শান্তি পথ আশ্রয় করিয়াছি,—তাই জীবনে মরিয়াছি। কোন কাজে সুখ পাইলাম না, এখন দেখি মরিবার আগে মরিয়া সুখ পাই কি না!

ইতি জীবন্মৃত্যু নাম দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ।

তৃতীয় পত্র।

সতীদাহ।

লর্ড রিপণ বাহাদুর সিমলার উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে বসিয়া স্বায়ত্তশাসনের ঢোল বাজাইতেছেন, কাঁসিদার টমসন্ দার্জ্জিলিঙ্গের পাহাড় হইতে তাল দিতে দিতে কলিকাতায় আসিলেন; তোমরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছ। কেহ বা ক্ষণেক নৃত্য-বিরত হইয়া কাঁসিদারের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইতেছ। কেহ বলিতেছে, 'সাপও না মরে,—লাটিও না ভাঙ্গে কাঁসিদারের এই চেষ্টা!' ফলে কাঁসিদার উন্মত্ত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে নামজাদা বাজিয়ের সঙ্গে তাল দিতে আরম্ভ করিয়া বড় মুস্কিলে পড়িয়াছেন। যাঁহাদের 'হিতুঁর পরবে' আমোদ হয় না, তাঁহারা ঢুলিকে বলিতেছেন,—'তুমি ছাই বাজাইতেছ।' কাঁসিদারকে বলিতেছেন,—'তোমার কাঁই কাঁই শব্দে মাথা ধরিল।' তোমাদিগকে বলিতেছেন, 'তোমরা মহু ফুলের মদ খাইবে, আর মাদোলের বাজনা শুনিবে, তোমরা এ বাজনা শুনিবার যোগ্য নও।' আবার তোমাদের মধ্যে যাঁহাদের বাহিরে কথার মহোৎসব হয়, ঘরে পিপীলিকায় একাদশী করে, এরূপ শিক্ষিতবর্গকে রঙ্গভূমির বাহির করিবার জন্য কাঁসিদার অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিতেছেন। তোমরা এমনি নির্লজ্জ যে, তথাপি কোন রূপে রঙ্গে প্রবেশ করিবার জন্য গোলযোগ করিতেছ। অগ্র-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া পর-কর্ত্তব্যের

অনুসরণ করা তোমাদের বিষম রোগ। এ রোগ তোমাদের একপুরুষে নহে, এই রোগের বিষ পুরুষানুক্রমে তোমাদের অস্থি শোণিতের উপাদান নষ্ট করিয়া আসিতেছে। নহিলে অদ্য আহ্লাদ পূর্ব্বক জুরির পদ গ্রহণ করিয়া কল্য বিচারাসনে বসিবার উপযুক্ত একটী পোসাক নাই বলিয়া ভাবিয়া আকুল হইবে কেন এবং জুরির শমন আসিতেছে শুনিয়া মফঃসল হইতে জেলায় যাইবার পথ খরচের অভাবে ভিটা ছাড়িয়া লুক্কায়িত হইবে কেন? অদ্য বোর্ডের মেম্বর হইবার জন্য মহাব্যস্ত, হয়ত কার্য্যকালে অন্নচিন্তার নিষ্ঠুর কশাঘাতে স্বায়ত্তশাসন শিকায় তুলিবে। এই জন্যই টমসন্ সাহেব তোমাদের মধ্যে কতকগুলিকে আপনার 'সূত্র যন্ত্রে' তৈল প্রদানের উপদেশ দিতেছেন।

তোমরা যে কেবল বিষয় ব্যাপারেই এরূপ অমানুষের পরিচয় দিয়া আসিতেছ, তাহা নহে; তোমরা পারিবারিক নীতি সম্বন্ধেও তদধিক অমানুষ। আজি কালি চারিদিকে ডাক্তার বৈদ্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু তোমাদের এ রোগের ঔষধ দিতে কাহারও যত্ন দেখি না। কিরূপে আয়র্লণ্ডের অত্যাচারী কৃষকেরা শান্ত হইবে, আলেকৃজন্দ্রিয়ায় গোলাবর্ষণ ইংরেজদিগের যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অদ্যাপি আমেরিকা ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে দাসব্যবসায় প্রচলিত রহিয়াছে ইত্যাদি ভাবনা ভাবিয়া কয়েকজন সুপান্ন-ভোজী বঙ্গবাসী বৈদ্যের নিদ্রা হইতেছে না। নিজ-গৃহে আত্মপরিজনের নাড়ী ছাড়িয়াছে, সে তত্ত্ব লইবার অবকাশ নাই। আমি ব্যবসায়ী বৈদ্য নহি, এক

জন হিন্দু বিধবা, দায়ে ঠেকিয়া কয়েকটা টোটকা ঔষধ শিখিয়াছি; তাহা তোমাদিগকে দিবার জন্য মাথার কাপড় ফেলিয়া প্রবাহে অবতীর্ণ হইলাম। ভক্তি করিয়া ঔষধ খাও, বাবা তারকেশ্বরের কৃপায় সকল রোগ ভাল হইবে, মানুষ গড়িয়া যাইবে। অবোধ অবলার বাচালতায় রাগ করিও না।

ইংরাজ এডিটরেরা কাজের লোক বলে না বলিয়া তোমাদের মহারাগ। আমিও বলি, যদি তোমরা পরের কাজ করিতে সমর্থ হইবে, তবে নিজের কাজে অপটু কেন? তোমরা যে কেমন অগ্র-কর্ত্তব্য বিস্মৃত, বিষম-কর্ম্মা, আত্মবঞ্চনাভীত, স্বসুখপর, সহানুভূতি-শূন্য, পর-বেদনানভিজ্ঞ, অব্যবস্থিত-চিত্ত ও অদূরদৃক্, তাহা আমার পরিচয়ে জানিতে পারিবে। এই যে বিশেষণের মালা তোমাদের গলায় পরাইলাম, ইহার এক একটী বিশেষণ এক একটী স্বর্গীয় কুসুম, সহসা ম্লান বা শুষ্ক হইবার নহে। ইহার সুরভি যতই মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে, ততই আরাম পাইবে। পরনিন্দার বাড়া সুখ নাই। আইলাম ছুটো নিজের কথা বলিতে, কিন্তু তোমাদের নিন্দা-সুখে মোহিত হইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছি। আর তোমাদের কথায় থাকিব না, আপনার কথা বলি।

আমি পতিপুত্র বিহীনা হিন্দু রমনী। ষোলবৎসর বয়সে স্বামীর পরলোক হয়। স্বামীর মৃত্যু কালে পাঁচ মাস গর্ভবতী ছিলাম। স্বামী স্বর্গে গমন করিলেন, আমি একেবারে অন্ধকারময় পাতালে পড়িলাম। পাঁচ মাস পরে

একটী পুত্র প্রসব করিলাম। পুত্রটীকে সেই নিবিড় অন্ধকারে একটী খদ্যোত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনের ভাল; দৃষ্টি বিশ্রামের স্থান পাইল। পুত্রটীকে পাঁচ বৎসরের করিয়া যমের মুখে দিলাম। আবার যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার।

স্বামীর মৃত্যু হইলে তোমরা—শ্বশুর, ভাশুর, দেবর, জ্ঞাতিগণ এক দিক্ দিয়া তাঁহার শব স্থানান্তর করিলে, অন্য দিক্ দিয়া আমাকে একখানি ঠেঁটিমাত্র দিয়া যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কার কাড়িয়া লইলে। মাথার সিঁদুর, দাঁতের মিসি টুকু পর্য্যন্তও তুলিয়া লইলে। বৈধব্য ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া বলিলে, 'অল্প বয়সে কপাল পুড়িল, যেন বংশের মাথা হেঁট করিও না।' বুঝিলাম আমাকে সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া চিরবিরহিণী, ব্রহ্মচারিণী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে। বিধবার সকলই; বিচিত্র, ভাগ্য বিচিত্র, আচার ব্যবহার বিচিত্র, ধর্ম্মও বিচিত্র। যাহা করিলে পুণ্য নাই, না করিলে পাপ হয়, সেই ভীষণ একাদশী-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। স্বামী বর্ত্তমানে তিনবার আহার করিতাম; হঠাৎ একাহার, একাদশী এবং দুশ্চিন্তায় ক্লেশের সীমা রহিল না। নূতন নূতন একদিন শাশুড়ী ঠাকুরাণী দশমীর রাত্রে জল খাবার জন্য চারিখানি রুটী দিয়াছিলেন। ঠাকুর জানিতে পারিয়া কহিলেন, 'আমার ভিটায় গাল ফলারে রাঁড় থাকিতে পাইবে না। সেই অবধি রাত্রের জল খাওয়া এককালে ত্যাগ করিয়াছি। মধ্যাহ্নে একমুষ্টি আতপ আর একখানা কাঁচকলা সার

হইয়াছে। অথচ আমার শ্বশুরের রাজার সংসার, ঘি, দুধ, মাছ, মাংস, সন্দেশ, মিঠাইয়ের ছড়াছড়ি; আয়ন্ত্রী ঝি বৌরা সকলেই খায় মাখে, কেবল আমিই সেই ভোজ্য ভোগ্যের মধ্যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দন্তশূলের যাতনায় অস্থির হইয়া একদিন বড়দিদির উপদেশে দাঁতের গোড়ায় একটু গুঁড়ে দিয়াছিলাম। পরদিন বড়দিদি বলিলেন, 'ওলো, তোর দাঁতে মিসি দেখে তোর বড়ঠাকুর বড় খাপ্পা হয়েছে।' আমি বলিলাম,—'দিদি, তুমি ত সব জান; আমি কি দাঁতে মিসি দিইছি?' দিদি বলিলেন, 'তা বলিলে কি হয়, রাঁড় মানুষের ও সব ভাল নয়।' তখন বুঝিলাম, হিন্দু বিধবার রোগ হইলেও চিকিৎসা করিতে নাই।

একদিন বাড়ীর আর পাঁচ মেয়ের সঙ্গে বৈষ্ণবের গান শুনিতেছিলাম। বড়ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন, 'হবিষ্যান্ন ভোজন, কুশাসনে শয়ন এবং ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান ভিন্ন এ সংসারের আর কোন বিষয়ে বিধবার অধিকার নাই। বেশ-বিন্যাস, অঙ্গ সেবা, সুগন্ধানুলেপন, গীত-বাদ্য শ্রবণ, উৎসব দর্শন ইত্যাদি বিধবার অকর্ত্তব্য।' আমি বুঝিলাম, এ কথা আমাকেই বলিলেন। আর এক দিন,—আমার ভাসুরপোর বিবাহের দিন—যখন ছেলেকে 'আগুড়ি' করে, আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। বড়দিদি বলিলেন, 'ছোট বউ, তুই যেন ভাই কি! এ কি রাঁড় মানুষের দেখিতে আছে? এ যে শুভকর্ম্ম। আমার যে কেমন কপাল মন্দ! মঙ্গল কর্ম্মের বিঘ্ন কথায় কথায়।' তখনই সেই সমারোহ-পূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে

কাঁদিতে ঘরে গেলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, যদি স্বামীর অভাবে এত হীন হইয়াছি, তবে রহিয়াছি কেন? লোকে বলে, বেণ্টিঙ্ক্ বাহাদুর ভারতহিতৈষী, তিনি সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন। আমি বলি, তিনি বড় নিষ্ঠুর, তাই সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন। আরও ভাবিলাম, এ যমপুরীতে যে আমার আপনার ছিল, সে এখন নাই। আমার পেটের ছেলে নাই, আমাকে বিষয়ের ভাগ দিতে হইবে না, তা এরা জানে; তবু বুঝি আমার আলোচাউল কাঁচকলা এদের চক্ষুশূল হইয়াছে, তাই এরা এরূপ করে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার লোক বাপ মার কাছে গেলাম।

আগে সাজ গোজ করিয়া বাপের বাড়ী যাইতাম। বাবা 'মা, আমার ভুবনেশ্বরী' বলিয়া আহ্লাদ করিতেন। আজ আমার কাঙ্গালিনীর বেশ দেখিয়া কাঁদিলেন। ভাইও অনেকক্ষণ মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন। পিতা সাহস দিলেন;—বলিলেন, 'তুমি আমার ঘরের গৃহিণী, তোমার ভাবনা কি?' এইরূপে কিছু দিন যায়। একদিন ভাইজ বিবাদ করিয়া বলিলেন, 'এক কুল খাইয়াছ, আর এক কুল খাইতে আসিয়াছ!' কাঁদিতে কাঁদিতে দাদার কাছে নালিস করিলাম। দাদা আনুপূর্ব্বিক বিবাদের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'বউ মন্দই কি বলিয়াছে।' বউর প্রতাপে মা একটী কথা কহিতেও সাহস করিলেন না। পিতা কুপিত স্বরে একটু তর্জ্জন করিলেন। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র এবং গৃহিণীবৎ পুত্রবধূর প্রতি বৃদ্ধ পিতামাতার তর্জ্জন, শরৎকালীন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় সততই নিস্ফল। বিবাদের

কারণ শুনিলে তোমরা হয়ত আমাকেই দোষী করিবে। সংসারের সকল কাজ আমার ঘাড়ে। খাটিতে খাটিতে জালাতন হইয়া একদিন আমি বলিয়াছিলাম, 'একটী চাকরাণী না রাখিলে আর কাজ হইয়া উঠে না।' বউ বলিলেন, 'তোমাকে খাইতে পরিতে দিবে, আবার চাকরাণী রাখিবে, তোমার দাদার এত বিষয় নাই।' এই কথায় আমি বলিয়াছিলাম যে, 'রাঁড় বোন্‌কে এক মুটো খেতে দিতে যদি দাদা কাতর হন, তবে তাঁর বিষয়ে যেন ছাই পড়ে।' এই আমার অপরাধ।

একদিন একাদশীর উপবাস করিয়া দিবাভাগে সমস্ত রন্ধন পরিবেশনাদি করিলাম। সন্ধ্যার পর জ্বর হইল। নিতান্ত কাতর হইয়া শয়ন করিয়া আছি, নিদ্রাও নাই, বিশ্রামও নাই। মধ্যরাত্রে পিতা আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন এবং কহিলেন, 'মা, একটু ক্লেশ করিয়া উঠিতে হইবে, বউমা কি তোমার গর্ভধারিণী সকলেই ত নিদ্রা যাইতেছেন, দেখিতেছি; উঠিয়া আমাকে ও তোমার দাদাকে খাবার দাও।' পিতা ডাকিতেছেন, উঠিবার শক্তি না থাকিলেও দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলাম।

বিধবা হইয়া যতদিন শ্বশুরবাড়ী ছিলাম, ক্রমে বুঝিয়াছিলাম, আমার কেহ নাই। বাপের বাড়ী আসিয়া প্রথম প্রথম বোধ হইল, আমি বুঝি নিতান্ত নিরাশ্রয় হই নাই। এখন দেখিতেছি, আমার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা মনুষ্যের হইতে পারেনা। এই সময়ে বউ'র এবং আমার পীড়া হইল। বউ'র ঘরে লোক ধরে না, বাড়ী শুদ্ধ মহাব্যস্ত। ডাক্তার

বৈদ্যের হুড়াহুড়ি, ঔষধ পথ্যের ছড়াছড়ি। বউ সাত আট দিনের মধ্যে চাঙ্গা হইয়া উঠিল। আর সেই পীড়ায় আমি একুশ দিন বিছানায় এক কাপড়ে ছিলাম। একুশ দিন আমার কাপড় কাচা হয় নাই। যে ঘটি পাইখানায় লইয়াছি, পিপাসার জ্বালায় সেই ঘটির জল পান করিয়াছি। জলের জন্য ডাকিয়া কাহারও উত্তর পাই নাই। বোধ হয়, পীড়ার প্রথম পনের দিন লোকের মুখ দেখি নাই। পীড়া সারিলে যখন শয্যা তুলিলাম, দেখি শয্যায় উই ধরিয়াছে এবং তাহার তলে ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে। সারিয়া কয়েক দিন পরে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, রাঁড় মেয়ের প্রতি মাবাপেরও স্নেহ থাকে না? এত বড় ব্যামটায় একদিন একবার বৈদ্য দেখালি না? বউ'র জন্যে কত টাকা খরচ হলো, আমাকে ত এক দিন এক পয়সার বাতাসাও দিলি না।' মা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'বাছা, বউ গেলে একটী ঘর মজিবে, আর ছেলে সন্ন্যাসী হইবে; ব'উর যত্ন দেখে হিংসা করিতে নাই।' মার কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ক্ষণেক পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া ভাবিলাম, 'এতদিনে আমার অবস্থা বুঝিয়াছি।'

বিধবার প্রতি এ বিধান কাহার? বিধাতার না মানুষের? একজন যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের সব ফুরায়, বিধাতার কি এমন সঙ্কুচিত বিধি? পৃথিবীতে ত অনেক প্রকার নিরাশ্রয় আছে, আমার ন্যায় নিরাশ্রয় কে? আমার জীবন—জীবন নয়, স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্য নয়, শরীর—শরীর নয়, সুখ—সুখ নয়। আমার দুঃখই সর্ব্বস্ব, যাতনাই জীবন

বিড়ম্বনাই নিত্যব্রত। যদি এ বিধান বাস্তবিক বিধির হয়, আমি তোমাদের কাছে বিন্দুমাত্র সুখ প্রত্যাশা না করিয়া ইহা মাথায় করিয়া বহিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহা ত নহে. এ নিষ্ঠুর বিধি তোমাদের। তোমাদের এরূপ বিধি করিবার অধিকার সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যখন আমার মনের ভাব এইরূপ, তখন পশ্চিম দেশে একজন মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া তোমার আমার মধ্যে যে জুগুপ্সিত বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তোমাদের মধ্যেও অনেকে সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এদেশেও তাহার নিশান উড়াইলে। 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ' মনুবচন বাহির করিয়া স্ত্রী শিক্ষা আরম্ভ করিলে। কেহ বা আমার দুঃখ মোচনে কৃত-সংকল্প হইয়া আমার পরিণয়ের আয়োজন করিতে লাগিলে। আমার পুনর্ব্বিবাহের জন্য কত শাস্ত্রীয় বচন সংগৃহীত, কত গ্রন্থ প্রণীত, কত বিচার আচার হইতে লাগিল। তোমাদের গুণেরও কসুর নাই, বিধবার গর্ভজাত সন্তান পিতার ধনাধিকারী হইবে, এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা আইনও পাস করাইয়া লইলে। আমি আহ্লাদে আটখানা,— ভাবিলাম, এতদিনে কপাল ফিরিল। বিধবার সপ্তজন্মার্জ্জিত পাপের অবসান হইল। এ যোগাড় না হইলেও আমি অন্য উপায় স্থির করিয়াছিলাম। তথাপি পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ী ভ্রাতাদি আত্মীয় শত্রুগণের সংসর্গে আর রহিব না। যাহা হউক, বিবাহের ধূয়া উঠায় অন্যান্য দিক্ হইতে মন কুড়াইলাম। প্রতিদিন শিব পূজা করি আর

একান্ত মনে তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি। করিলে কি হয়, আমারও কপাল মন্দ, তোমাদেরও হাত-বশ নাই। আবার তোমাদের ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী চাপিল। কেহ বলিলে, কেবল শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করিয়া হিন্দু বিধবার বিবাহ দিবার চেষ্টা করা সম্যক্ অভিজ্ঞতার কার্য্য নহে। এরূপ চেষ্টাকারিগণ হিন্দু বৈধব্যের মূল অবগত নহেন। স্রোতের গতি একদিকে রোধ করিতে হইলে অন্য দিকে তাহার পথ দিতে হইবে। সমাজের যে প্রাকৃতিক শক্তি হিন্দু বৈধব্যের সৃষ্টি করিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই সে শক্তি নষ্ট করা যাইতে পারে না। বিধবাকে স্বামী দিতে হইলে, অনূঢ়াকে বিধবা করিতে হইবে। যদি বৈধব্যের সঙ্কোচ কর, তবে কুমারীকাল বর্দ্ধিত করিতে হইবে। এই সঙ্গে লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি, শস্যোৎপাদন, ম্যালথস্,—বিকার্ড ইত্যাদি তোমার মাথা মুণ্ড কত কথা বলিলে। সে ঢেঁকির কচ্‌কচি শুনিলে আমার গা জ্বালা করে, আর তোমাদের উপর ঘৃণা হয়। এই পৃথিবীতে একটী কীটাণুর যে সারবত্তা ও সমাদর আছে, আমার তাহা নাই। অথচ গুরুত্বে আর কাহারও সহিত যে কার্য্যের তুলনা হয় না, এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণ হইতেও নীচ হিন্দু বিধবার শিরে সেই কার্য্যের ভার চাপাইয়াছ। প্রতি পঞ্চবিংশতি বর্ষান্তে লোক-সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়, কিন্তু শস্যের পরিমাণ সেরূপ বর্দ্ধিত হয় না। শস্য পরিমাণের সহিত লোক সংখ্যার সামঞ্জস্য না থাকিলে মনুষ্যেরা অনাহারে মরিয়া যায়। লোক জন্মিয়া অনাহারে মরিয়া যাওয়া অপেক্ষা না জন্মানই ভাল। এই জন্য তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার মাথা খাইয়া লোক-

স্রোত বন্ধ করিয়াছেন। কথাটা ভাল হইলেও আমার তাতে কি? আমি কোথাকার কে যে, সমাজের এই মহত্তম কার্য্যভার আমার ঘাড়ে? 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলা।' আমি ভাঙ্গা কুলা বটে, কিন্তু তোমার লোক-স্রোত রোধ কি ছাই? তুমি পিতা, যখন তোমার অসময় উপস্থিত হইবে, তোমার শয্যার পূতি-গন্ধে মা নাকে কাপড় দিয়া সরিয়া পড়িবেন, তখন আমাকে ডাকিও। তুমি ভ্রাতা, যখন বউ খালাস হইবে, নবপ্রসূতার সেবা 'আপনার' লোক ভিন্ন ভাল হয় না, তখন আমাকে ডাকিও। তুমি শ্বশুর, যখন তোমার ত্রিকুলে কেহ না থাকিবে, অথবা স্বামী-পুত্রবতী বধূগণ, তোমাকে শৃগাল কুকুরে টানিয়া খাইলেও ফিরিয়া চাহিবে না, তখন আমাকে ডাকিও, আর বউমা বলিয়া আদর করিও। তুমি দেবর বা ভাশুর, যখন তোমার স্ত্রী কতকগুলি কাঁচাকচি তোমার ঘাড়ে চাপাইয়া স্বর্গে যাইবেন, তাহাদের মেথরগিরি করিবার জন্য আমাকে ডাকিও আর 'ছেলেপুলে ঘরকন্না সবই তোমার' বলিয়া আদর করিও। 'ভাত দিবার কেহ নও, কিল মারিবার গোঁসাই? আমারে একখান আট আনার থান, আর একমুটো আলোচাউল দিতে তোমার সর্ব্বনাশ হয়, আমার ঘাড়ে কিনা এই ভার? আমি স্ত্রীলোক, এইজন্য তোমার মনুষ্য সমাজে লোকাতিশয্য নিবারণার্থ মানুষের স্বত্বে যাবজ্জীবন বঞ্চিত রহিব; আর তুমি পুরুষমানুষ, এইজন্য পৃথিবীর সুখ সৌভাগ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে? তোমরা আবার আপনাদিগকে সুচরিত্র ও সভ্য বলিয়া লোকের কাছে বড়াই কর।

তোমাদের 'ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন।'

তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার এতই চতুরম্মন্য যে, আমার চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা কর। বল, হিন্দু বৈধব্য আচারের নিয়ম যে কেবল পক্ষপাত দূষিত ও বিধবার প্রাণ-নাশক, তাহা নহে। প্রস্তরময় পর্ব্বতপার্শ্বেও মনোহর ফুল ফুটে। ঐ কঠিন নিয়ম হইতেও একটী সুন্দর ফুল পাওয়া গিয়াছে। হিন্দু দাম্পত্য যে সাগর-সেঁচা মাণিক, স্বর্গভ্রষ্ট পারিজাত, হিন্দু বৈধব্যই তাহার কারণ। স্বামী যে হিন্দু রমণীগণের এত সুখের সামগ্রী, স্বামিভক্তি করিয়া তাঁহারা যে কৃতার্থ হয়েন, হিন্দু বৈধব্যই তাহার কারণ। তাঁহারা ধর্ম্ম বা পরকাল ভাবিয়া যে স্বামীর তত সেবা করেন, এরূপ বোধ হয় না; স্বামীর পরলোক হইলে আর স্বামী পাইবেন না, এই জন্যই স্বামীর প্রতি তাঁহাদের তত যত্ন। আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য আরও বল, গৃহশূন্য পুরুষদেরও দারান্তর গ্রহণ করা উচিত নহে। তাহা হইলে, একবার স্ত্রী মরিলে, আর স্ত্রী পাইব না, এই ভাবিয়া পুরুষদেরও স্ত্রীর প্রতি ভক্তি ও যত্ন হইবে। দাম্পত্য অধিকতর মাধুর্য্যময় হইয়া উঠিবে। আমার বাল্যকালে বৈধব্য সম্বন্ধে যেরূপ ধর্ম্মভয় ছিল, যদি তাহা বজায় রাখিতে পারিতে, তাহা হইলে সকল দিক বজায় থাকিত, তোমাদেরও চতুরতা অপ্রকাশ থাকিত। বিদ্যা প্রকাশ করিতে গিয়া আপনিই আপনার দাম্পত্যরূপ মধুর চক্র, সুধার কলস ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।

এককালে তোমরাই বলিয়াছিলে, মৃত পতির মূর্ত্তি

হৃদয়ে স্থাপিত করিয়া যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করাই বিধবার ধর্ম্ম। আবার তোমরাই শিখাইলে, বৈধব্য সামাজিক নিয়ম মাত্র, উহার সহিত পাপ পুণ্যের কোন সম্বন্ধ নাই। এককালে ধর্ম্মের প্রলোভন দেখাইয়াছিলে বলিয়াই হিন্দু বিধবা এতকাল এই হৃদ্‌বিদারণ আত্ম নিগ্রহ সহ্য করিয়া আসিল। নতুবা তোমার মধুময় দাম্পত্যের গায়ে অমৃতের ছিটা দিবার জন্য, কি জনস্রোত রোধের জন্য তাহার সে প্রবৃত্তি কথনই হইতে পারে না।

তোমরাই বল, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে আধ আধখানা, উভয়ের মিলনে পূরা মানুষ। সমাজ তোমারও যেমন আমারও তেমন। সমাজের হিতসাধন আমার যেমন কর্ত্তব্য, তোমারও তেমনি কর্ত্তব্য, বরং বেশি ;—কেন না তুমি পুরুষ মানুষ,—তোমার ক্ষমতা অধিক। তবে সকল ভার আমার ঘাড়ে দিয়া নিশ্চিন্ত কেন? 'তুমি খাবে মাছের মুড়ো, আমার ভাগ্যে শুধুই নুড়ো?' চল্লিশ বৎসরে তোমার প্রথম স্ত্রী মরিল, একচল্লিশ বৎসরে বিবাহ করিলে। ষাইট বৎসরে সে স্ত্রী মরিল একষট্টি বৎসরে আবার বিয়ে! পঁচাত্তর বৎসরে সে স্ত্রী মরিল, ছিয়াত্তর বৎসরে বিয়ে ;—পৌত্রবধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিল! গৃহিনী পদসেবা না করিলে তোমার নিদ্রা হয় না, গৃহিনী পাতের গোড়ায় বসিয়া 'খাও, খাও আমার মাথা খাও' না বলিলে তোমার আহার হয় না। আর আমি বিধবা-বিবাহের বই পড়িয়াছিলাম বলিয়া তুমি লজ্জায় দুমাস বাড়ীর বাহির হইতে পার নাই। এখন আমার সহিত পদ বিনিময় কর। যতদিন আমি ঐ ভার

বহিয়া আসিলাম, তোমাকে ততদিন বহিতে হইবে। এতদিন যে শাসনে আমাকে রাখিয়াছিলে, অতঃপর সেই শাসনে তোমাকে থাকিতে হইবে। স্ত্রী মরিলে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী হইবে, পরস্ত্রীর মুখ দেখিলে জাতিচ্যুত হইবে, কোন রমণীর প্রণয়ে আসক্ত হইলে সমাজচ্যুত হইবে, তোমার সহিত যে কথা কহিবে, সে পর্য্যন্ত ঘৃণিত হইবে। আর আমি, যতবার স্বামী মরিবে, ততবার বিবাহ করিব। ইচ্ছা হয়ত, কোন বার বিধবা থাকিয়া দাম্পত্যের "মাধুর্য্য" বৃদ্ধি করিব। এই সকলের ব্যবস্থা না করিয়া যদি বিলাত যাও, সমুদ্রে ডুবিয়া মরিবে,—টাউনহলে বক্তৃতা করিতে গেলে ছাদ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িবে,—ধর্ম্মপ্রচারে বাহির হইলে বাঘে ধরিবে,—স্বায়ত্তশাসনের গোলযোগে উন্মত্ত হইলে চখের মাতা খাইবে!!

আর যদি আমার অবস্থা পরিবর্ত্তন নিতান্তই তোমাদের অসাধ্য হয়, আপনিই আপনার উপায় করিব। সমাজের প্রাকৃতিক শক্তির যে অবমাননা ভয়ে তুমি আমার মাথা খাইতেছ, সমাজের প্রাকৃতিক শক্তির সেই অবমাননা করা আমারও অসাধ্য; সুতরাং আমাকেও সে বিষয়ে যত্ন করিতে হইবে। তবে তোমার পদদলিত হইয়া লোকের কাছে হীন হইয়া, আর আলোচাউল কাঁচকলা খাইয়া নহে। তোমরাই বলিয়া থাক, হিন্দু বৈধব্য দ্বারা সমাজের যে উদ্দেশ্য সাধিত হয়, পুরুষগণের বহুবিবাহ দ্বারাও কিয়ৎ পরিমাণে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তবে বহু পুরুষাবলম্বিনী স্ত্রীর দ্বারাই বা কিয়ৎপরিমাণে তাহা না হইবে কেন? কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপন না করা এবং উক্ত বীজকে ভ্রূণাবস্থায় বিনষ্ট করণ

এই উভয় প্রক্রিয়াই ফলাংশে এক, অর্থাৎ উভয় দ্বারাই শস্যবৃদ্ধি সংযমিত হইয়া থাকে। অতএব উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের ভারটীও আমি লইব এবং গর্ভস্থ বালক বালিকাগণকে বলিদান পূর্ব্বক সমাজশক্তির পূজা করিয়া জনসংখ্যা সংযত করিব! কেমন? বোধ হয়, ইহাতে তোমাদের কোন আপত্তি হইবে না, কেন না সমাজের ষোল আনা কাজ বুঝাইয়া দিব।

ইতি সতীদাহ নাম তৃতীয়াধ্যায়।

চতুর্থ পত্র।

সৌরচক্র।

যে কারণে মানবজাতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, সেই কারণেই সুরাপায়িগণকে নানা শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। আমি * বাঙ্গালার সমস্ত মাতালকে স্থূলতঃ

---

* আমারও বড় সাধ ছন্দ মঞ্জরী. জয়দেব চরিত, অধ্যাত্ম রামায়ণ, পাণিনি প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় এমন করিয়া টীকা লিখি যে. মূল খুঁজিয়া না পাওয়া যায়। তবে ঐ সকল গ্রন্থ প্রণেতৃগণের ন্যায় বিদ্যার বাড়াবাড়ি না থাকায় টীকার ছড়াছড়ি করিয়া উঠা আমার পক্ষে দুষ্কর। তথাপি চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। এই টীকায় একটী ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় নূতন তত্ত্বের শিক্ষা দেওয়া হইল। তোমরা সকলেই জান, 'আমি' অস্মদ্ শব্দ সম্ভূত এক বচনান্ত সর্ব্বনাম। কিন্তু স্থল বিশেষে উহা বহুবচনান্ত 'আমরা' অর্থ প্রকাশ

তিনভাগ করিয়াছি। তন্মধ্যে এই প্রবন্ধে দ্বিতীয় শ্রেণীর আখ্যায়িকা বিবৃত হইবে। আমি ঐ দ্বিতীয় ক্লাসের ছাত্র।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল,—চপলালোকে চতুর্দ্দিক চকিত হইতে লাগিল, জলদের গভীর গর্জ্জনে মেদিনী মুখরিত হইতে লাগিল, অন্ধতমসে সকলই অদৃশ্য; তরু শ্রেণীতে মেঘমালা, খদ্যোতিকায় বিদ্যুৎ, উচ্চ ভূমিতে সমতলের ভ্রম হইতে লাগিল; ঝটিকাশব্দে মূষলধারে বৃষ্টি আসিল; ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর "নরম" হইয়া আসিল; এমন দিন আর হইবে না, আইস আজি মনের সাধে গা গরম করি। এই কথা বলিয়া আমাদের দল আমোদের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন।

সৌর চক্রাধিষ্ঠিত বাবুরা ইস্তক স্রুক নাগাইদ্ আখিরি যেরূপে আমোদ করিবেন, তাহা অবিকল বলিবার চেষ্টা করিলে আমাকে অপরাধী হইতে হয়। কারণ তাঁহাদের অনেকে মানুষ বলিয়া গণ্য, অনেকে সম্ভ্রমজনক পদে অভিষিক্ত, কেহ কেহ লোক-হিতৈষী, কেহ কেহ বহুদিন বহু পরিশ্রম করিয়া বিপুল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন,

---

করে। শিষ্ট 'প্রয়োগ,—আমরা লর্ড রিপনের স্বায়ত্তশাসন নীতির অনুমোদন করি।' হলধর বিদ্যাবাগীশ, কোন কাগজের সম্পাদক, তিনি বাস্তবিক এক জন হইয়াও 'আমরা' লিখিয়াছেন। এইরূপ অনেক গ্রন্থেও 'আমি' স্থলে 'আমরা' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যখন দেখা যাইতেছে, একবচনান্ত 'আমি' স্থলে বহুবচনান্ত 'আমরা' প্রয়োগ ব্যবহার সিদ্ধ, তখন বহুবচনান্ত 'আমরা' স্থলে একবচনান্ত 'আমি' প্রয়োগ অযুক্ত নহে। এই টীকাটী যে অন্যান্য পুস্তকের টীকা অপেক্ষা অল্প সরল বা অল্প সসার হইয়াছে, পাঠকগণ যেন এরূপ মনে না করেন।

কেহ বা ধনিসন্তান, কেহ বা ধার্ম্মিক প্রবর, কেহ বা বক্তৃতা বাজারের একচেটে মহাজন, আবার কেহ কেহ 'মাতাল ও সবলোট' বলিয়া বিখ্যাত; যথা—"আমি"। এই দলের অবশিষ্ট যদিও বিদ্যা বুদ্ধি পদ ক্ষমতাদিতে নিকৃষ্ট, কিন্তু নিয়ত বিদ্বান ও বড় মানুষের সঙ্গে চলাফেরায় 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল'; সুতরাং তাঁহারাও—'বড় কেও' নহেন। আমিত সৌর চক্রের বিবরণ অবিকল বর্ণন করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি, কিন্তু তাহা কি বলিবার পথ আছে? সে ব্যাপারের কোন কোন অংশ মনে চিন্তা করিতেও এখন আমার বাধ বাধ ঠেকে।

ক্রমে রাত্রি ৮টা বাজিল। দোকানে যায় কে? বড় অন্ধকার, বাজারে কে যাইবে? আলো চাই, পাঁঠা কোথা? কয়টা চাই? ক্যাষ্টিলিয়ান্ না এক্সা? নম্বর কত? কি রান্না হইবে? রাঁধিবে কে? বাবুর দলে এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সব প্রস্তুত। দ্বার রুদ্ধ হইল, পৃথক্ ঘরে রান্না চড়িল, দুই এক জন করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি দেখা দিতে লাগিলেন, বোধ হয় কোন কোন বাড়ীর মেয়ে পুরুষের নিমন্ত্রণও ছিল, সদর দরজায় পাহারা বসিল, নিঃশব্দে কার্য্যারম্ভ! যেন এক দল ভূত আসিয়া সমস্ত যোগাড় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কেবল আমরা বলিয়া নয়, নেসাখোর মাত্রেই নেসা করিবার পূর্ব্বে এক বিজাতীয় ভাব ধারণ করে। যিনি গাঁজা খান, এক ছিলুম গাঁজা তৈয়ার করিবার সময় তাঁহাকে যেমন উদ্যোগী ও উৎসাহী দেখা যায়, যাঁহার বাড়ী দুর্গোৎ-

সব, বা যাঁহার পিতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ উপস্থিত, তাঁহাকেও তত ব্যস্ত দেখা যায় না! গুলিখোরের পঞ্জরের অস্থি গণা যাইতেছে, স্ফীতোদরে নীল শীরা লাঞ্ছন বিরাজিত, গলা সরু—কৃষ্ণপল্লবাবৃত চক্ষু কোটরগত—পায়ের শির টানা অর্থাৎ গোড়ালী মাটীতে পড়ে না, বাতাসে পড়িয়া মরিতে উদ্যত, এক কড়ার কাজ বলিলে নড়িয়া বসে না; আর কিছুই ভাল লাগে না, বাদলা হইলে বোধ হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিনাশ দশা উপস্থিত, কেননা সেদিন ভাল নেশা জমে না। পরিবার উচ্ছিন্ন যাউক, শরীর মাটী হউক, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গাবস্থা হউক, গৃহাভাবে গাছতলা সার হউক, একাগ্র মনে সেই তোড় যোড়ের মোহিনী মূর্ত্তি ধ্যানে নিরত—মুক্তিমণ্ডপে যাইতে মত্ত হস্তীর বল। পূর্ণ যোগাড়ে বসিতে পারিলে সশরীরে স্বর্গ ভোগ! আমাদের বাবুদিগের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত বাবু, অর্থাৎ ভানু-তনয় কর্ণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কবচ কুণ্ডল জন্মিয়াছিল, তেমনি উহাঁদের সঙ্গে গদি বালিশ জন্মিয়াছিল; এবং ঘুমাইতে পরিশ্রান্ত হয়েন—অনেকে বলবীর্য্য সম্পন্ন হইয়াও পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে ক্লেশ বোধ করেন। তাঁহারা আজ এই ভীষণ রাত্রে যেরূপ শ্রম ও উদ্যোগে শরীর গরম করিবার আয়োজন করিলেন, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়, [সবিশেষ বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়!

বাবুর দল যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, দেখিয়া বোধ হইল, সে ঘরের টিক্‌টিকিটী পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিবে না। ক্রমেই অগ্রসর! লোহিত লোচনে, অস্ফুট স্বরে আচার নেবু মুড়ি লুচি কচুরির সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ

হইল। যাঁহার মনে যে কিছু সাংসারিক দুশ্চিন্তা তুষানলের ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, সুধা-সেকে তাহা নির্ব্বাপিত হইল! যিনি শীতলাবস্থায় সাত চড়ে কথা কহেন না, এখন তাঁহার মুখে খই ফুটিতে লাগিল। যিনি স্বভাবতঃ অতি গম্ভীর, রসের কথায় হাসিতে জানেন না, এখন তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। একটী আধটী কথা হইতে হইতে এত গোল হইয়া উঠিল যে, ঘর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। অনেক রাজারুজির কথা, অনেক ধর্ম্মের কথা, অনেক খোস গল্প হইয়া গেল;—এক জন চৈতন্য মঙ্গলের গান ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর একজন বাজাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সকলেই গায়ক, নর্ত্তক ও বাদ্যকর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যতক্ষণ গাওনা বাজনা করিবার বা শুনিবার শক্তি ছিল, ততক্ষণ ইহাতে বেশ আমোদ হইল। অবশেষে তবলা ভাঙ্গিয়া তানপুরার তার ছিঁড়িয়া তাল ঠাণ্ডা হইল। ঠাণ্ডাই বা হইল কৈ? যিনি নাচিতেছিলেন, তিনি কেবলই নাচিতেছেন; যিনি গাই-তেছিলেন, তাঁর গান আর থামে না,—কেহ বা নাচিতে নাচিতে 'পপাত ধরণীতলে।' কেহ বা গাহনার বদলে চীৎকার, কেহ বা হাসির বদলে কান্না ধরিলেন। পর-স্পর কথায় কথায় বিবাদ বাধিয়া উঠিল, চুলোচুলি কিলো-কিলি চড়াচড়ি আরম্ভ হইল, গোলমালে গৃহ পর্য্যাকুল। শরীর ও মন আগুণ হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের উপর একদফা উত্তম মধ্যম হইয়া গেল। অবশেষে দক্ষ-যজ্ঞ উপস্থিত! কেহ শয্যায় মলত্যাগ করিলেন,—কেহ

পাক দিয়া প্রস্রাব করিতে লাগিলেন। কেহ বা আপনার বমনের উপর 'মুখ সংমর্দ্দণ' লীলা আরম্ভ করিলেন। কে কাহার কথা শুনে? কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। কেহ কাহার খবর লয় না। উনানের রান্না উনানেই রহিল, আহারাদি মাথায় উঠিল, ঝাড় লণ্ঠন দেওয়ালগিরি প্রায় নিঃশেষ আলো নিবিয়া ঘর অন্ধকার,—কে কোথা তার ঠিকানা নাই।

কাপড়ে মলত্যাগ না করিলে এবং যে উঠা সেই পড়া না হইলে অনেকের মদ খাওয়া মঞ্জুর নহে। আমাদের অনেক বাবুরই আজ সেইরূপ হইয়াছে। দরওয়ান, পরিচারক, পাচকাদি কাহাকেও নিরামিষ রাখা হয় নাই; সুতরাং রন্ধনশালায় মাছ মাংস উনানে পড়িয়া মড়িঘাটার ন্যায় গন্ধ বাহির করিতেছিল। পরিচারকগণ হাতে রাখিয়া কাজ করে; তাহারা খাদ্যসামগ্রী, রন্ধনের ও পানের মসলাদি স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিয়া বাবুদিগের পকেটে হস্তপরামর্শ করিতেছিল, দরজায় দরওয়ান মেতরাণীকে আপনার চারপাইতে বসাইয়া গুড়গুড়িতে তামাকু সাজিয়া দিতেছিল।

সুরাসক্তি অদ্ভুত পদার্থ! সুরার শত শত দোষ হৃদয়ঙ্গম হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে পারি না। মত্ততা দূর হইলে কুকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, 'আর মদ খাইব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেও ক্রটি করি না, কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইলেই 'আজিকার দিনটা খাই, আর খাইব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞার পিণ্ড দান করিয়া থাকি। এই

রূপে আমার জীবন কাটিয়া গেল। পান করিতে বসিয়াও যে একটু আধটু খাইয়া উঠিব, তাহার যো নাই। 'চৈতন্য' থাকিতে বোতলের বিরহ সহ্য হয় না। কি বিষাদ! আমার মনে সদ্বিবেচনার উদয়, অন্ধকারে খদ্যোৎ প্রকাশবৎ ক্ষণিক। যেমন কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থকে অনবরত প্রসারিত করিলে আর সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ অধিক সুখের আশায় সুরাপান করিয়া মনকে নিরন্তর প্রমথিত করিলে আর সে কোন ক্রমেই প্রকৃতিস্থ হয় না।

আমি কে? কোথায় ছিলাম। কোথা যাইতেছি? রাত্রি কি দিন? কি করিব? কেন এমন হইল? বাবুদের কিছুই বোধ হয় নাই; কেবল মত্ততাময়—আনন্দময়—ক্লেশময় একাগ্র মনে নানা খেয়াল উঠিতেছে। অর্দ্ধনিমীলিত লোহিত লোচন পাগল মনের অনুগামী হইয়াছে; মন যে দিকে যাইতে বলে, সেই দিকেই যায়,—অন্যদিকে তাকায় না। যেমন বাবুরা মত্ত হইয়া পরস্পর পৃথক হইলেন, ইন্দ্রিগণও পরস্পর নিরপেক্ষ হইয়া পৃথক্ হইল. কেহ কাহার সাহায্য করে না। কোন দিকে যাইবার প্রয়োজন হইলে, পা চলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে দিকে যাইবার যো আছে কি না, চক্ষু তাকাইয়া দেখিলেন না। নর্দ্দামায় পড়া এই রূপেই ঘটে! কর্ণ বিপদসূচক শব্দ শুনিলেন, পলাইবার প্রয়োজন হইল, কিন্তু পা গটু হইয়া বসিলেন। নেসার সময় সকল দিকেই এই রূপ বিভ্রাট্ বাধিয়া উঠে। প্রথম যিনি যেখানে ছিলেন, অনেক ক্ষণাবধি তিনি সেই খানেই রহিলেন। পরে সকলেই বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে লাগিলেন।

এই অবকাশে দেখা যাউক, নেসা প্রবৃত্তির কারণ কি? বোধহয়, যাহার আহার হউক—শাসনে থাকিতে গেলেই কিছু না কিছু কষ্ট আছে; বালকগণ পিতা, মাতা ও শিক্ষকের শাসনে কষ্ট বোধ করে, ভৃত্যগণ প্রভুর শাসনে, যুবতী পতির, শাসনে, প্রজা রাজার শাসনে ক্লেশ বোধ করে; সেইরূপ মানুষের মনও নিরন্তর বুদ্ধি, বিবেক, ন্যায়পরতা, পরোক্ষদৃষ্টি ইত্যাদির শাসনে থাকিতে কষ্টানুভব করে। যুক্তি পথ অপেক্ষা অযুক্তির পথ প্রশস্ত, সত্য পথ অপেক্ষা ভ্রমের পথ রমণীয়। এই জন্য মানুষের মন মাদকসেবনে মত্ত হইয়া সংযমের বল্গা ছিন্ন করিয়া বিলাসের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বিচরণ করে। আমরা নিরন্তর সত্যপথে চলিতে চলিতে শ্রান্ত হই, বিবেকের শাসন পথ অতিক্রম করিয়া ভ্রমের তরুচ্ছায়ায় বসিতে পারিলে অধিক-তর সুখ বোধ করি। এই জন্যই সত্য বিবরণ অপেক্ষা অসত্য ও কল্পিত গল্পাদি শ্রবণে লোকের অধিক আমোদ হয়। মিথ্যা 'গল্প' শ্রবণে মনকে বিশ্রাম করিতে দিলে তাদৃশ অনিষ্ট নাই, কিন্তু মাদক সেবনে উন্মত্ততার সাহায্য লইয়া মনকে বিশ্রাম সুখসেবায় নিযুক্ত করিলে অনিষ্ট আছে। মাদকের, বিশেষতঃ সুরার, সহিত নিকৃষ্ট বৃত্তিগণের এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, উহারা প্রায় পরস্পরের সঙ্গ ছাড়া হয় না। এই কারণেই মাতাল বিবিধ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মত্তাবস্থায় বাহ্য অনুভব-শক্তিরও হ্রাস হয়, তজ্জন্য সুরোন্মত্তেরা কতই শারীরিক ক্লেশ সহ্য করে। কথাগুলি জ্যেষ্ঠতাতের ন্যায় কহিলাম; কিন্তু বোতল দেখিলে 'বিশ্‌ করম্‌' ছাড়ে।

যেমন শিশুর কাঁচাঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বিহ্বল হয়, চক্ষু

মেলিতে পারে না, উঠিবার চেষ্টা করিলে পড়িয়া যায়, সেইরূপ এক বাবু গাত্রোত্থানের চেষ্টামাত্রেই গোটা দুই আছাড় খাইলেন, হাড় গুঁড়া হইয়া গেল, জড়িত স্বরে গাড়ী তৈয়ারের হুকুম দেওয়া হইল, গৃহ মনে পড়িয়াছে। আনন্দের সীমা নাই, বাড়ী গিয়া আস্তে আস্তে শয়ন গৃহে যাইবেন, পিতামাতা কেহই জানিতে না পারেন, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শকটারোহণ। কোচ্‌ম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। যাইতে যাইতে বাবুর প্রস্রাব পীড়া হইল, কথাটী নাই; পবন-পুত্রের সাগর লঙ্ঘনবৎ এক লম্ফ! যে পতন, সেই শয়ন! গাড়ী বাড়ী পৌঁছিল, বাবু নামেন না। আলো ধরিয়া দেখা গেল, শকট শূন্য! বাড়ীর মধ্যে সম্বাদ গেল, হাহাকার রব উঠিল, লোকে লোকারণ্য, চারিদিকে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কতকগুলি লোক রায়েদের বড় বাবুকে ধরাধরি করিয়া গৃহে আনিল, মাথাটী দ্বিধা বিদীর্ণ, কলেবর শোণিতে ভাসমান, সাদা কাপড় চেলি হইয়াছে, বাম পাখানি জন্মের মত গিয়াছে, বাবু অচেতন! তিনি এইরূপ নীরবে ও গোপনে গৃহ প্রবেশ করিলেন।

যাহারা জানিতে পারিল, তাহারা ত জানিলই। বাবু যদি জীবিত থাকেন, আর অনবগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পাভাঙ্গা মাথা ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তিনি হয়ত বলিবেন, 'গ্রহের কথা কেন কও! যেমন অন্ধকারে তাড়া-তাড়ি উপর হইতে নীচে আসিব, সিঁড়িতে পা সরিয়া পড়িয়া গেলাম, পায়ের দফা ত রফা হইয়াছে, এই দেখ! মাথার ঘা আজও শুকায় নাই।'

এক বাবু, যখন তিনি এলাহাবাদের কোর্টে ওকালতী করিতেন, তখন তত্রত্য কোন মোগল কামিনীর সহিত তাঁহার প্রণয় হয়। কার্য্যসূত্রে বিরহ ঘটিয়াছে, প্রায় পাঁচ বৎসর দেখা সাক্ষাৎ নাই, খোঁজ খবর নাই, প্রণয়িনী পৃথিবীতে আছেন কি স্বর্গে গমন করিয়াছেন, তাহারও ঠিক নাই। আজ আমাদের প্রণয়শীল বাবুর সেই প্রণয় সাগর উথলিয়া উঠিল! ধৈর্য্যবাঁধ ভগ্ন হইল, কাঁদিয়া আচ্ছন্ন, এখনি যাইতে হইবে। তত রাত্রে ট্রেন্ কোথায়? নৌকা দেখ্, মাজিরা আসিয়া উপস্থিত, 'বাবু জোয়ার বয়ে যায়, লায় আসেন।' বাবু সত্বর নৌকায় উঠিলেন, মনে সেই মদনমোহিনীর মোহিনীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে! প্রিয়াকে অনেক দিন দেখেন নাই, আজ সাক্ষাতে বড় সুখী হইবেন, প্রথম সাক্ষাতে কি রূপে কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহাও একবার ভাবিলেন। ক্ষণেক পরে মাজিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় এলাম?' মাজিরা বলে, 'কর্ত্তা গুপ্তিপাড়া।' বাবু চটিয়া লাল! তিনি হয়ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন, কুঠী আছে, কাল দশটার মধ্যে আসিতেই হইবে! এরূপ ভাবও অসম্ভব নহে যে, এখনি প্রত্যাগত হইয়া রাত্রের বাড়া ভাত খাইয়া গৃহিণীর নিকটও হাজিরা দিবেন। বিলম্ব দেখিয়া মাজিদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইল, পদাঘাত, চপেটাঘাত, আঁচড়ানি, কামড়ানির ধূম পড়িয়া গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে তসিল আরম্ভ হইল দেখিয়া মাজিরা অনেক যত্নে বাবুর অভিপ্রায় ও অবস্থা বুঝিল। দেখিতে জমকাল বাবুর মত,—মাজিরা হঠাৎ প্রতিশোধের কোন ব্যবস্থা করিতে পারিল না; কিন্তু বড়ই

চটিল। মুখে বলিল, "বাবু, এখনি আল্লাবাদে পৌঁছি দিব, বক্সিস্ কত্তে হবে।" বাবু বড় খুসী। কিছু ক্ষণ পরে, অম্বিকার ঘাটে গিয়া বলিল, "বাবু, এই আল্লাবাদ।" মাজিদের বক্সিস্ হইল। "কেহ আমার সঙ্গে যাইবে না। আমি একা যাইব।" মাজিরা তাহাই চায়, ভাড়ার টাকা অগ্রে লইয়াছে, বাবু যেমন তীরে উঠিলেন, তাহারা অমনি প্রস্থান করিল। বাবুর চলিবার শক্তি কোথা? চড়ায় গড়াগড়ী! রাত্রিও গভীর হইল, কোথাও কেহ নাই। ক্ষণেক পরে দুই জন চোর আসিয়া উপস্থিত, তাহারা নিকটে আসিয়াই তাঁহার অবস্থা জানিতে পারিল, বাবুর পোসাকে বেশ জুৎ ছিল; চোরেরা হার, আংটী, ঘড়ি, চেন, ধুতি, চাদর পর্য্যন্ত হস্তসাৎ করিয়া বাবুকে গঙ্গার স্রোতে শয়ন করাইল। চীৎ-কারের শঙ্কায় একজন সবলে কণ্ঠরোধ করিয়াছিল, তাহাতে মদোন্মত্তের অবশিষ্ট চৈতন্য টুকুও লুপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় দিন পূর্ব্বাহ্নে শুকসাগরের সৈকত পুলিনে শব পাওয়া গেল! শরীরের ছাল উঠিয়া সাদা রং বাহির হইয়াছে, পেট ফুলিয়া জয়ঢাক হইয়াছে, জলজন্তু শরীরের অর্দ্ধেক নিকাশ করিয়াছে। ঘোষেদের ছোট বাবু মোগল প্রণয়িনীর বিরহানল এইরূপে নির্ব্বাণ করিলেন!!!

অনেকে বলেন, সুরাপানে মনের একাগ্রতা জন্মে, সেই একাগ্রতা নিবন্ধন গভীর চিন্তায় সমর্থ হওয়া যায়। ইহার অধিক ভ্রম আর কি আছে? সুরাপানে একাগ্রতা হইলেও তাহাতে লাভ কি? সে ভাবে অনিষ্ট ভিন্ন কোন ইষ্টের প্রত্যাশা নাই।—সুরা-মত্ত চিত্তে সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে

মকরধ্বজের বিজয় ধ্বজই উড্ডীন দেখা যায়! সুরাপায়ীরা পানের পূর্ব্বে মনের যে ভাব প্রত্যাশা করেন, পানের পরে, প্রায়ই তাহার বিপরীত দাঁড়াইয়া যায়।

ইতি সৌরচক্রনাম চতুর্থাধ্যায়।

পঞ্চম পত্র।

শুক্রবীজ।
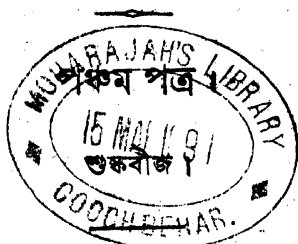
আমার পিতা দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন, তন্ত্র ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে অদ্বিতীয় বলিয়া দেশে তাঁহার খ্যাতি ছিল। পঞ্চনবতি বৎসর বয়স কালেও মুগ্ধবোধের সূত্র সকল মুখে মুখে বলিতে পারিতেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ সন্তান, সুতরাং বড় আদরের। শুনিতে পাই, যখন ছয় মাসের, তখন আমার জন্য কি দৈবানুষ্ঠান করিয়া তাহার পূতি-ভস্ম আমার ললাটে দিয়া বলিয়াছেন,—"আমার এই ছেলেটী বড় কবি হইবে।" বোধ হয়, সেই ছাই এখন ললাট হইতে মুখে পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমার বাল্য জীবনের গুণগ্রাম অন্বর্থ করিয়া পিতা "রাসভরাজ" নামকরণ করিলেন; অনন্তর যৌবনে কালেজ হইতে গলাবাজী নৈপুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ "চীৎকার-চুঞ্চু" উপাধি পাইলাম। অতএব সাকল্যে আমার নাম, রাসভরাজ চীৎকার চুঞ্চু। আমি স্বকীয় জীবন চরিত বর্ণন

করিতেছি বলিয়া তোমরা যেন বিরক্ত হইও না, কেন না বড় বড় কবি ও গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থারম্ভের ধরণই এই।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া "দেশোদ্ধারিণী" সভার সভ্য হইলাম। চাঁদার বহিতে এককালীন ও মাসিক চাঁদা স্বাক্ষর করিলাম। প্রাণ পণে দেশের হিতসাধন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম। প্রবন্ধ লিখিতে ও বক্তৃতা করিতে পারি বলিয়া খ্যাতি ছিল, এজন্য প্রতি মাসে দুইটা করিয়া বক্তৃতা দিবার ভারগ্রহণ করিতে হইল। যেদিন পুঁথির গৎ আগা গোড়া মুখস্থ করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া ইংরাজীতে বক্তৃতা করি, সেদিন শ্রোতৃবর্গের সমবেত করতালি ও আনন্দ ধ্বনিতে গৃহ বিদীর্ণ হয় এবং "চিৎকরা-চক্ষু বড় বহুক্তিমে করেছে" বলিয়া দেশময় সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। আবার যেদিন, "সাহেবরা বিলাতি দেশলাই ও কারপেটের ব্যাগ দিয়া আমাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিল,—তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য" বলিয়া আমার গুরুদত্ত উপাধি সার্থক করি, সেদিন শ্রোতৃবর্গ আমাকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে উদ্যত হন। কিন্তু যেদিন বাঙ্গালায় বক্তৃতা করি, সেই দিন যেন সভ্যগণের জলের পুকুরে আগুণ লাগে, কিম্বা লবণের কিস্তী জলমগ্ন হয়। অনেকে মুখ বেজার করিয়া বসিয়া থাকেন,—কেহ গৃহ ধর্ম্মের গল্প ফাঁদেন,—কেহ "এই অবকাশে তামাক খাওয়া যাউক" বলিয়া ভৃত্যকে আহ্বান করিতে ব্যস্ত হন,—কেহ বা অপরিহার্য্য কার্য্যানুরোধের ভাণ করিয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন। যেদিন ইংরাজের নিন্দা করিয়া,—ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিন্দা করিয়া ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করি,—

সেদিন চালানে গোরুর পালের ন্যায় স্কুলের বালকগণ দলে দলে হৈচৈ করে,—কিন্তু বাঙ্গালা বক্তৃতার দিন সে ছেলেগুলাকেও দেখিতে পাইনা। সভাগৃহে এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া একদিন অপরাহ্নে বিডন্ পার্কে বেড়াইতে গেলাম। সেখানে বহু লোকের সমাগম দেখিয়া কেয়াকুঞ্জের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া "গঙ্গাস্নান" ও "দুর্গোৎসবের" বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। যেমন চাকের বাদ্য শুনিলেই চড় কেদের পিঠ চড়্ চড়্ করে, সেইরূপ বিডন্ পার্কে প্রদোষ কালে অনেককে বক্তৃতা করিতে দেখিয়া আমার মুখ চুলকাইয়া উঠিল। আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া দক্ষিণে চৌরঙ্গী, পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে বাগবাজার ও পূর্ব্বে রেলওয়ে এই চৌহদ্দির মধ্যস্থ সমস্ত লোক ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় "ঘ্যান ঘ্যান" করিতেছি শুনিয়া যে দিকে পাদরি সাহেব দাউদের গীত আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিকে চলিয়া গেল। আমি আর অন্ধকারে কেয়াবনে একাকী দাঁড়াইয়া কি করিব, গৃহে চলিয়া গেলাম।

রাত্রে ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলাম,—যাহারা বক্তৃতা শুনিতে আইসে তাহাদের সাড়ে পনের আনা হুজুকে ও অসার,—ইংরাজী বক্তৃতার অধিকাংশ বুঝিতে পারে না বলিয়া তাহাদের তাহা ভাল লাগে; আর বাঙ্গালা বক্তৃতার কতক কতক বুঝিতে পারে বলিয়া তাহা ভাল লাগে না। এ কথাটা কতক হিঁয়ালির মত হইল। দেখা যাউক, এই হিঁয়ালির গ্রন্থি শিথিল করা যায় কিনা। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি। আমিত এক নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের

সন্তান, মায়মাছের ঝোল ও সজল দুগ্ধ আমার সম্বল! কিন্তু ইংরাজী বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে আমারও শরীরে অসুরের বল ও মুখে অগ্নির তেজ উপস্থিত হয়। আমার লাফালি ঝাঁপানি টেবিল চাপড়ানি দেখিয়া শ্রোতারা মনে করে আমি খুব বক্তৃতা করিয়াছি। আর এক কথা, ইংরাজের রাজ্যে ইংরাজী না জানা বিড়ম্বনা। যাঁহারা পিতা মাতার পুণ্য বলে ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাঁহাদের পসার দেখিয়া আমার ইংরাজী বক্তৃতায় ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ শুনিয়াও তাহারা আনন্দ প্রকাশ করে ও মুহুর্মুহু করতালি দেয়;—কেন না লোকে বলিবে তাহারা খুব ইংরাজী বুঝে। আর বাঙ্গালা,—দুর্ব্বল বাঙ্গালীর ভাষা—হীনতেজা ও দুঃখিনী; দুঃখিনীর হীন বেশ দেখিয়াই অশ্রদ্ধা হয়। বাঙ্গালা বক্তৃতার দুই চারি কথা শুনিয়াই মনে করে—আমরা বাঙ্গালীর ছেলে—বাঙ্গালা বক্তৃতার কি শুনিব,—ও সব আমাদের জানা আছে। ততক্ষণ পারিস্ মিষ্টী পড়িলে কাজ হইবে।

কি সভা, কি ময়দান সর্ব্বত্র বাঙ্গালা বক্তৃতার সমান দুর্দ্দশা দেখিয়া ভাবিলাম, বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র হয়ত অনেক লেখা পড়া জানা লোকে পাঠ করেন। একজন সম্বাদ পত্র সম্পাদকের ডিলিবরি বহিতেও অনেক বড় লোকের নাম দেখিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার বাঙ্গালা বক্তৃতা সকল সম্বাদ পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। ভাবিলাম, এইবার বেশ সুবিধা হইল; কেননা উপাধি সার্থক করিতে গিয়া কণ্ঠনালী শোণিতাক্ত করিতে হইবে না,—অথচ সহজে বক্তৃতা কণ্ডূয়ন মিটিয়া যাইবে।

একদা কার্য্যোপলক্ষে কোন বন্ধুভবনে গমন করিলাম। বন্ধু বড় মানুষের ছেলে ও শিক্ষিত,—তাঁহার মতামতে আমার শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া কি অন্বেষণ করিতে ছিলাম। দেখিলাম, তন্মধ্যে কতকগুলি প্যাক করা বাঙ্গালা খবরের কাগজ ডাকঘর হইতে যেমন আসিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে। তাহার মধ্যে ছয় সাত মাস পূর্ব্বের কাগজও ঐরূপ রহিয়াছে। কপালে হাত দিয়া বন্ধুকে বলিলাম, একি? ঐ কাগজে আমার বক্তৃতা ছাপা হইত, বন্ধু তাহা জানিতেন। অপ্রতিভ ভাব গোপন করিয়া কহিলেন,—"বাঙ্গালা কাগজ পড়িবার সময় পাই না,—দুই তিন খানা 'ডেলি পেপার' আইসে। তবে এডিটর্‌-দের অনুরোধে সম্ভ্রম রাখিবার জন্য দুই তিনটা বাঙ্গালা কাগজেরও চাঁদা দিতে হয়।" আমি মনে মনে বন্ধুকে বলি-লাম, হরয়ে নমঃ। যাহার সহিত প্রত্যেক মানসিক ভাবের বিনিময় করিয়া থাকি,—তুমি আমার সেই বন্ধু;—তুমিও আমার বক্তৃতা পড় না;—তবেত অন্যে যত পড়ে তাহা মা গঙ্গা দেখিতেছেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা বক্তৃতার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়াছি এবং বক্তৃতা সম্বন্ধীয় যত কাগজ পত্র আমার কাছে আছে, সমস্ত দামোদরের প্রবাহে নিঃক্ষেপ্ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

বালকেরা নদী-কূলে বসিয়া কাষ্ঠ, তৃণ, পত্র, কাগজ, কুসু-মাদি এক একটা করিয়া স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছে। একটী কিয়দ্দূর যাইলে আর একটী দিতেছে, তৎপরে আর একটী দিতেছে। কেহ বা একটী পদ্মফুল হস্তে লইয়া পাপড়িগুলি

এক একটী করিয়া ভাসাইয়া দিতেছে। প্রবাহ সেই কমল-দল-মালা বক্ষে ধারণ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে; বালকেরা নিজ নিজ কীর্ত্তি দর্শনে করতালি দিয়া নাচিতেছে। সেই স্বভাব-কবি নব স্রষ্টা বালককুলের ন্যায় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ক্ষমতা আমার নাই। বালকের ন্যায় খেলিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কাগজ বা কচুর পাতার নৌকা গড়িতে লজ্জা করে। এই জন্য একটী কীটাকুলিত শুষ্ক-বীজ জলে ভাসাইলাম। প্রবাহ স্বীয় সলিল-সেকে সরস করিয়া তাহাকে কোন বৃক্ষের নবাঙ্কুর রূপে পরিণত করিবে, কি জলমগ্ন করিয়া মৃত্তিকাসাৎ করিবে, তাহাই বা কে জানে?

শুষ্কবীজ।

জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা, সমাজ ও স্বদেশের হিতসাধন ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যসাধনের প্রয়োজন হইলেই তোমরা দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যক বোধ কর। কারণ তোমাদের বিশ্বাস আছে, পরস্পর ঐক্য বন্ধন ব্যতিরেকে মহৎ কার্য্য সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিকও মানব সাধারণের একতা হইতেই সংসারের সমস্ত মহদ্ব্যাপার সংঘটিত হইতে দৃষ্ট হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে একটী একতা স্থাপন নিতান্ত প্রার্থনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য ঐক্যের প্রয়োজন ও গুণবর্ণন করিয়া কত লেখক কত গ্রন্থ ও কত প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। তোমরা যেন মনে করিয়া

ফেলিও না যে, আমি ঐরূপ ঐক্য বিষয়িণী রচনারম্ভ করিলাম। কিরূপ একতা স্থায়িনী ও কার্য্যকারিণী হয়, তাহা প্রদর্শন্ করাই এই প্রস্তাবের লক্ষ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান অংশের মহিমা অপার! এই কালে যিনি ধার্ম্মিক,—তিনি অকর্ম্মণ্য। যিনি ধর্ম্ম বক্তৃতা করেন,—তিনি বক্কেশ্বর। ধর্ম্ম কথা কাহার ভাল লাগে না, —ধর্ম্ম কথায় মন প্রশস্ত হয় না। যিনি বুদ্ধিমান্—তিনি ধর্ম্মকথা ছাড়িয়া রাজনীতি নাড়া চাড়া করেন। বুদ্ধি ও জ্ঞানের অজ্ঞাতসারে ধর্ম্মের আলোচনা বা অনুষ্ঠান হইয়া যাউক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু প্রকাশ্যে ধর্ম্মের কথা কহিতে আপত্তি আছে। যিনি ধর্ম্মের আঁচ গাত্রে না লাগাইয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে পারেন, আজিকার দিনে তিনিই বাহাদুর! বর্ত্তমান কালীন শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই মনের ভাব ঐরূপ, একথা বলিতে আমি সাহস করি না। কিন্তু আমি যে তোমাদের এক সম্প্রদায়ের মনশ্চিত্র প্রদান করিয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপর সম্প্রদায় সমাজ বা স্বদেশের উপাসক। সমাজ বা স্বদেশই তাঁহাদের উপাস্য দেবতা। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সকলেই যে, স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার উপযুক্ত পূজোপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, আমার এরূপও বিশ্বাস নাই। ফলে এই সম্প্রদায়ই বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের শিরোভূষণ। ক্রমশঃ এ সকল কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা আছে।

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের বাজারে যখন এরূপ মহা প্রলয় উপস্থিত, তখন আজিকার দিনে সুশিক্ষিত সমাজে কোন

রূপ ধর্ম্মের প্রস্তাব উত্থাপিত করা সাধারণ দুঃসাহসের কর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম বর্ত্তমান কালের উপযোগী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টিকর, অদ্যকার প্রস্তাব এ সকল কথার বিচার করিতেও অগ্রসর নহে। মনুষ্যের মধ্যে একতা বন্ধন বিষয়ে ধর্ম্মের কোনরূপ সহায়তা আছে কি না, এ প্রস্তাব তাহারই অনুসরণ করিবে।

এককালে ধর্ম্মের নামে ভারত কম্পিত হইত। রাজা, সেনাপতি, বিচারক, দার্শনিক, ব্যবস্থাপ্রণেতা, যাজক, যজমান, বনে ব্যাধ, শস্যক্ষেত্রে কৃষক,—ধর্ম্মের নামে সকলের মস্তক সমভাবে অবনত হইত। ধর্ম্মই তখন এক মাত্র ভয় ও ভক্তির আস্পদ ছিল। তখন ধর্ম্মের নামে সকলে ধন-মান-প্রাণ পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত হইত না। শ্রীবৎস, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, পঞ্চ পাণ্ডব প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ কাহারই কিছু অকর্ত্তব্য ছিল না। এই জন্য হিন্দুগণের লোক যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংস্রব দৃষ্ট হয়। এখন আর সেকাল নাই। ধর্ম্ম কি, তাহার কোন প্রয়োজন আছে কি না, এখন সে বিষয়ের অনুসন্ধান করাও অনেকে অনাবশ্যক বোধ করেন। এখন হয়ত ধর্ম্মের কথা যিনি বলেন তিনিও মনে মনে হাসেন, এবং যিনি শ্রবণ করেন তিনিও মনে মনে হাসেন। এখন পত্রের শিরোভাগে দুর্গা বা হরি নামটী লিখিতেও লজ্জিত হও; কিন্তু যাহাদের সংসর্গে এ রোগ জন্মিয়াছে তাহাদেরও পতাকা, মুকুট, অঙ্গুরীয় ইত্যাদিতে "স্বর্গীয় জ্যোতিঃ আমাদের রক্ষা কর্ত্তা"

এইরূপ বচন লিখিত দেখা যায়। ঐ রোগের ঔষধ আছে এবং সেই ঔষধ সেবনের কাল ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে।

এপর্য্যন্ত পৃথিবীর যে যে স্থানে যত প্রকার ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, যে ধর্ম্মে যাহাই বলুক, তাহাদের প্রকৃতি এক। সকল ধর্ম্ম হইতেই একটী নির্দ্দিষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়। এই উপদেশ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যথা—

১। পরোপকার সাধন ও পরানিষ্টের নিরাকরণ।

২। পরানিষ্ট হইতে নিবৃত্ত থাকা।

৩। কেবলমাত্র আত্ম দুঃখ নিবারণ করিয়া ঐহিক সুখের সন্ধান করা।

যথাক্রমে নিম্নলিখিত ধর্ম্ম সকল হইতে উল্লিখিত উপদেশ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

১। হিন্দু, খৃষ্ট, বৈষ্ণব, কোম্‌ত্ ইত্যাদি।

২। বৌদ্ধ, আর্হত, জৈন ইত্যাদি।

৩। চার্ব্বকাদি।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মে ধর্ম্মের কয়েকটী পৃথক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু সকলই এক প্রকৃতিক। খৃষ্ট মানবজাতির পাপের জন্য প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। দধীচি স্বীয় অস্থি প্রদান পূর্ব্বক দেববীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র প্রজার হিতার্থ আত্ম-বঞ্চনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ জীবের দুঃখ বিমোচন মানসে প্রেম-রূপ মহামন্ত্রের প্রচারার্থ জগতের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কম্‌টি দয়া, স্নেহ, পিতৃমাতৃভক্তি ও হিতৈষার উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম অহিংসা, অস্তেয়,

সত্যপালনাদির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়াছে। যদিও চার্ব্বা-কাদি 'সুখমেব পুরুষার্থং' এই কথা বলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে পরের অপেক্ষা, সুতরাং প্রকারান্তরে হিতেচ্ছা, করিতে হয়। অর্থাৎ আত্মহিতসাধন সংকল্পেও কিয়ৎপরিমাণে পরের ইষ্ট সাধনে বাধিত হইতে হয়। আমি একবার বলিয়াছি, এটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ নহে, সুতরাং ইহাতে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল না। কিন্তু আমার বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার পূর্ব্বেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনে স্বভাবতঃ এরূপ বিশ্বাস হয় যে, পরের হিত-সাধন, ধর্ম্ম সকলের জীবন না হউক, উত্তমাঙ্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন মস্তক বিরহে জীবন অকিঞ্চিৎকর, তেমনি যে ধর্ম্মে পরোপকার নাই সে ধর্ম্মও নাই। এই ধর্ম্মই সমাজ বন্ধনের মূল। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, মানবগণের বন্যদশায় জড়োপাসনার সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু পরোপকার জনক কোনরূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি না হও-য়ায় তাঁহারা প্রথমাবধি রীতিমত সমাজবদ্ধ হইতে পারেন নাই। পরে যে পরিমাণে সামাজিক ধর্ম্মের উন্নতি হই-য়াছে, সেই পরিমাণেই সমাজ বদ্ধমূল হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মই এই সুবিশাল মনুষ্য সমাজের নেতা। অধুনাতন কোন কোন দার্শনিকের মতে সমাজ কাহারও কৃত নহে,—সমাজ আপনিই হয়। আপনিই হয় বটে, কিন্তু পরোপকার সাধন-ধর্ম্ম তাহার আত্ম-শক্তি।

এই মনুষ্য সমাজ ও সাময়িক সভ্য সমাজাদির মধ্যে

অনেক অন্তর। সামাজিক ধর্ম্মের কোন কোন নিয়ম অপ্রচলিত হইলেও বোধ হয়, এখন আর বদ্ধমূল মনুষ্য সমাজের বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্তু বিশেষ সভা বা দলের মূলে কোনরূপ ধর্ম্ম না থাকিলে কোনক্রমেই চলিতে পারে না। যদি তোমরা কোন কার্য্য সাধনার্থ দলবদ্ধ হও, তোমাদের একহৃদয় ও একমনা হওয়া আবশ্যক। পরস্পর মিত্রতা বদ্ধ দুই ব্যক্তির বন্ধুত্বকে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ করিলে প্রস্তাবিত দলের বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে। মিত্রদ্বয় পরস্পর সাহায্য সাপেক্ষ;—একজনের অভাব ও দুঃখ, আর এক জন আপনার বলিয়া মনে করেন। একজন শত বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াও আর একজনের উপকার করিতে যত্ন করেন। একজন আপনার হৃদয়-দর্পণে আর এক জনের হৃদয়-প্রতিবিম্ব অবলোকন করেন। কদাচিৎ একজনের জন্য আর একজনকে প্রাণ দিতেও দেখা যায়। তোমরা যদি এরূপ মিত্রতা-সূত্রে হৃদয় বাঁধিতে পারিয়া থাক, তবে একজন যে কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবে, আর একজন তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবে না। সকল ধর্ম্মের সারভূত উপচিকীর্ষা রূপ মহামন্ত্রের সাধন প্রভাবেই পৃথিবীতে এরূপ অপূর্ব্ব প্রেম ও অপূর্ব্ব সম্মিলনের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ দম্পতি বা অন্যবিধ প্রণয়িযুগলের মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেম দেখিতে পান। সময়ে সময়ে ঐ সকল স্থানে উক্তরূপ ভ্রম হয় বটে; কিন্তু গভীর চিন্তায় প্রতীত হয় যে, যিনি কখন কাহার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম প্রকাশ করিতেছেন, তিনি হয় তাঁহার

নিকট বিশেষ উপকার পাইয়াছেন, নয় কখন না কখন উপকার পাইবেন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে আছেই আছে। যদি কোন দলকে ঐরূপ প্রীতি ও ঐরূপ সম্মিলনের আস্পদ করিতে চাও, তাহা হইলে উহার সহিত কোন রূপ ধর্ম্মের সংযোজন নিতান্ত আবশ্যক।

যখন যে দল কোন ধর্ম্মকে অধিষ্ঠান ভূমি করিয়া সম্বদ্ধ হইয়াছে, তখন সেই দলের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, পুরাবিৎ মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। পাঞ্জাবের শিখ, কাস্পিয়ান্ তীরবর্ত্তী যাযাবর সম্প্রদায়, দিল্লীর নিকটস্থ সত্নরামী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের একতা ও দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমের বিষয় মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মহম্মদের শিষ্য আদিম মুসলমানেরাও ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। ধর্ম্ম বন্ধন ব্যতীত কি তেমন একতা ও তেমন দৃঢ়তার উদয় হইতে পারে? তোমরা যদি কোন দলকে ঐ রূপ দৃঢ়তা ও ঐ রূপ একতার আস্পদ করিতে পার তবেই তদ্দারা কোন মহৎ কার্য্য সাধনের আশা হইতে পারে। তোমাদের ঐ রূপ দল কল্পতরু স্বরূপ হইবে। সহস্র সহস্র বঙ্গবাসী ঐ কল্পতরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবে। তখন তোমরা ঐ কল্পপাদপের নিকট যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, অধুনাতন শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকে সমাজ বা স্বদেশকেই উপাস্য মনে করিয়া থাকেন। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে,

হঠাৎ এ মতে আপত্তি করিয়া উঠা যায় না। কারণ সকল ধর্ম্মেই মানবগণকে একতা সূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করে এবং সেই একতা হইতে সমাজ বা স্বদেশেরই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে; এমন স্থলে সমাজ ও স্বদেশের মঙ্গল সাধনই, প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। এই তর্ক দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, কোন ধর্ম্মকে ছাড়িয়া সমাজ বা স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার উপায় নাই। যিনি আছে বলেন তাঁহাকে অবশ্যই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি সৌধের শিখর দেশে উঠিবার জন্য দ্বিতল বা ত্রিতলে উঠিয়া যদি প্রথম তল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ দেন, তাঁহাকে যেরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, ধর্ম্মে আস্থাহীন সমাজ বা স্বদেশের হিতৈষীকে সেইরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। ধর্ম্ম উন্নতি-মন্দিরের প্রথম তল।

স্বদেশের হিত সাধন করিতে হইলে যেরূপ শক্তির প্রয়োজন, আপাততঃ নানা কারণে আমরা সেই শক্তিতে হীন হইয়াছি। আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সেই শক্তির উপার্জ্জনে যত্নবান্ হইতে হইবে। অধিক শক্তি সহকারে কাহাকে আঘাত করিবার জন্য বা কোন কিছু উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য কিয়দ্দূর পশ্চাৎ গমন করা আবশ্যক হয়। আমার বোধ হয় আমাদিগকে ঐ শক্তি লাভার্থ একটু পশ্চাতে হটিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকে আপনাদিগকে পৃথিবীর অনেক জাতি অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিশালী দেখিয়া গর্ব্বিত হন। এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তনকে আমাদের অধঃ-

পতন মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা উহাকে ভবিষ্যৎ উন্নতির পূর্ব্বায়োজন বলিতে পারি। তীক্ষবুদ্ধি দেব দুর্লভ সামগ্রী, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা উহার সুফল লাভে বঞ্চিত হইতেছি। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য, ঐ তীক্ষ ছুরিকায় একটু মরিচা ধরাইতে পারিলে ভাল হয়। আমরা আপন ছুরিকা দ্বারা আপন অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিতেছি। আমরা নীরস ও উদাসীন যুক্তির দাস হইয়া পড়িয়াছি। ঐ যুক্তিতে আমাদিগকে জীবন-হীন করিয়াছে। আমাদের হৃদয় নাই, আমাদের বিশ্বাস নাই। "এ করিলে কি হইবে,—তা করিলে কি হইবে" এই আমাদের বিষম রোগ। ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ লালসাই এ রোগের নিদান। এই রোগের প্রতিকার করিয়া, প্রাগুক্ত শক্তিরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য কিছুদিন অন্ধ বিশ্বাস রূপ ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ঔষধ সেবন করা না করা রোগীর ইচ্ছা; কিন্তু ঔষধ না খাইলে রোগ সারিবে না, ইহা নিশ্চয়। এই জন্যই বলিয়াছি, আমাদিগকে একটু পশ্চাৎ হটিতে হইবে। বালকেরা পিতা মাতার আদেশে ক, খ লিখে। ক, খ, লিখিলে কি হয় তাহারা জানে না, তবু লেখে। আমাদিগকে আবার সেই ক, খ ধরিতে হইবে। কেমন করিয়া ঙ-র সহিত ক-এর যোগ করিয়া "আঙ্ক" লিখিতে হয়, কেমন করিয়া স-এর সহিত কয়ের যোগ করিয়া "আস্ক" লিখিতে হয় আমরা সব ভুলিয়া গিয়াছি। লক্ষ্মণঠাকুর পাকা গুরু মহাশয়। তোমরা তাঁহার নিকট ঐ "আঙ্ক" "আস্ক"

শিক্ষা কর। রাম তাঁহাকে "ধর" বলিয়া ফল দিতেন, তিনি তাহা না খাইয়া সঞ্চয় করিতেন। কেন, তাঁহার কি এ সিদ্ধান্ত করিবার শক্তি ছিল না যে, রাম তাঁহাকে খাইবার জন্যই ফল দিতেছেন, রাখিবার জন্য নহে? সীতা কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত আভরণের মধ্যে লক্ষ্মণ নুপুর ভিন্ন আর কিছু চিনিতে পারিলেন না। কেন না, তিনি সীতার চরণ ভিন্ন অন্য অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতেন না। কেন, তাঁহার কি এ বুদ্ধি ছিলনা যে, সীতার অন্যান্য অঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার ও সীতার জাতি যায় না? তোমাদের মতে লক্ষ্মণ বড় বোকা; তুমি ঐ চতুর্দ্দশ বর্ষ অনাহারী, স্ত্রী-মুখাবলোকনে বিরত এবং নির্ব্বিকার চিত্তে ও অন্ধ বিশ্বাসে গুরূপদেশ পালনকারী বোকা লক্ষ্মণের "আঙ্ক" আঙ্ক" কি শুনিবে? সুরাসুর বিদ্রব ত্রিলোক বিজয়ী মেঘনাদ বধ!!!

আর একটি কথা বলিয়াই অদ্যকার প্রস্তাব শেষ করিব। তোমাদের সাময়িক সভার উদ্দেশ্য বোধ হয়, সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন এবং একতা সূত্রে বদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ একটী প্রচুর ক্ষমতাশালী সম্প্রদায় রূপে পরিণত হওয়া। উন্নতি বিষয়ক কোন না কোন রূপ ভাব সকলের মনেই আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ ভাব ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিতি করাই সম্ভব, এই জন্য আমার মনে ঐ বিষয়ক যে ভাবের সংস্থান হইয়াছে আমার তাহা প্রকাশ করা উচিত। উন্নতি কি? আমি ইহার এইরূপ উত্তর দিই, বাহিরে সমস্ত জগৎ ও অন্তরে সমস্ত মনোবৃত্তির সহিত

উৎকর্ষ লাভই উন্নতি। এই উন্নতি ধ্রুবতারার দিকে নয়ন রাখিয়া অনন্তস্রোতঃ অনন্ত পথে ধাবিত হইতেছে। এই উন্নতির জন্যই বিদ্যা, জ্ঞান, সামাজিক নিয়ম, রাজা ও রাজ্য শাসনপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই উন্নতির বাধা বিঘ্ন নিবারণার্থেই ধর্ম্ম ও অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সময়ে সময়ে ধর্ম্ম বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব, রাজবিদ্রোহ, রাজ পরিবর্ত্তন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। অনেকে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য পাগল। স্বদেশীয় রাজসিংহাসনে স্বদেশীয় লোককে বসাইতে পারিলেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। আত্মোন্নতি ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধন, রাজা ও রাজ্য শাসন প্রণালীর উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। স্বদেশীয় রাজা হইলে স্বদেশের উন্নতি পক্ষে তাঁহার বেশি দৃষ্টি থাকা সম্ভব। এই জন্যই ঐরূপ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, কোন দেশে ভিন্ন দেশীয় রাজা থাকা নিতান্ত অনুচিত ও স্বদেশীয় রাজা হওয়াই বিশেষ আবশুক। রাজ্য শাসন প্রণালী যদি আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে বাধা না দেয়, তবে রাজা যে দেশীয় বা যে জাতীয় হউন তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কারণ নাই। বরং সময় ও অবস্থা বিশেষে তাহাতে যথেষ্ট উপকার আছে। তবে আমাদের এতদূর শক্তি সম্পন্ন হইতে হইবে যে, সেই শক্তির প্রভাবে রাজা আমাদের ইষ্ট সাধন করিতে ও অনিষ্ট সাধনে নিবৃত্ত হইতে বাধিত হন। যদি আমাদের মঙ্গলের অবিরোধে কোন বিদেশীয় সভ্য ও

পরাক্রান্ত রাজা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে রাজ্য-শাসন, তাহার ভার গ্রহণ করেন, সেটী বরং সুবিধার বিষয় মনে করাই উচিত। অতএব যে সকল দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের শাসন হইতে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে তাঁহাদের মস্তিক বিলোড়ন ও হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। যতদুর একতা ও ক্ষমতা লাভ করিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের অনিষ্ট করিতে অর্থাৎ উন্নতির ব্যাঘাত না করিতে পারেন, ততদূর সম্মিলিত ও শক্তি সম্পন্ন হইলেই যথেষ্ট হইবে। এই সম্মিলন ও শক্তির জন্যই আমাদের ব্যাকুল হইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের অনেক শিক্ষা ও অনেক সাধনের প্রয়োজন আছে। উন্নতির যে সকল উপায় সাধন ও অনিষ্ট নিরাকরণের প্রয়োজন আছে, তন্মধ্যে সমাজ ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধীয় চিন্তা মহীয়সী বটে, কিন্তু একমাত্র নহে। আমাদের জীবনের আরও শিক্ষা আছে, আরও সাধন আছে।

ষষ্ঠ পত্র।

এক লাঠিতে সাত সাপ।

বন্ধু বান্ধবকে পত্র লেখা কি কাহারও পত্রের উত্তর দেওয়া আমার কোষ্ঠীতে লেখে না। তবে যিনি অপরাধ গ্রহণ করেন না, নিতান্ত পায়ে রাখেন, তাঁহার নিকট

হইতেই মধ্যে মধ্যে এক এক আধ খানা পত্র পাই। আজ এক খানা পত্র পাইলাম। পত্র খানার মর্ম্ম তোমা-দিগকে শুনাইয়া দি—

—"দেশের এমন হেঙ্গাম—এমন ডামা ডোলের সময় 'চিৎকরা চক্ষু' মহাশয় যদি নিদ্রিত রহিলেন, তবে তাঁর 'বক্তিমে' আর কোন্ কালে কি কাজে লাগিবে?"

ভদ্র লোকের পত্রের উত্তর দান একটা অপকর্ম্ম বা অধর্ম্ম হইলেও, এ পত্র খানার উত্তর দিতে হইল। কেন না পত্র-লেখক অকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যে বে-আদবী করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে একটু শিক্ষা দিতে হইবে। অকালে নিদ্রা ভঙ্গের কথা শুনিয়া তোমরা যেন মনে করিও না যে, আমি কুম্ভকর্ণের স্থায় ছয় মাস ধরিয়া নিদ্রা গিয়া থাকি। আমি শেষ নিশায় নিদ্রিত হইয়া পর দিন পূর্ব্বাহ্ন আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাই। এই আটটার মধ্যে যিনি আমার নিদ্রা ভঙ্গ করেন, আমি তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়া যাই। গত নিশায় নিদাঘ-পীড়ায় উত্ত্যক্ত হইয়া বহির্ভাগে নিদ্রিত হই,—সুতরাং পত্র লেখকের পত্র লইয়া ডাক হরকরা সহজেই আমাকে গ্রেপ্তার করিল। সে তাহার কর্ত্তব্য সাধন করিল, তাহার দোষ কি? যত দোষ পত্র লেখকের। এই জন্যই পত্র লেখক আমার কোপ দৃষ্টির পথিক হইয়াছেন। হরকরার কঠোর চীৎকারে নিদ্রাভঙ্গ হইল; দেখিলাম, মশারির তিনটী কোন খুলিয়া আমার গায় জড়াইয়া গিয়াছে,—জালে জড়ান পুরুষ-সিংহ 'আমি' শয্যায় শয়ান রহিয়াছি।

তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর পাঠক, কারণ জিজ্ঞাসা ও যুক্তি জিজ্ঞাসা তোমাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। যেখানে বুদ্ধি খাটিবে না, সেখানে বুদ্ধি খাটাইবে,—যেখানে জ্ঞান চলিবে না, সেখানে জ্ঞান চালাইবে,—যেখানে তর্কের স্থান হইবে না, সেখানে তর্ক ছড়াইবে। নিজের বুদ্ধিকে কষ্টিপাতর ও নিজের জ্ঞানকে তুলা-দণ্ড মনে করা তোমাদের আর একটী শিক্ষাঙ্গ। সোনা * মাত্রেই ঐ পাতরে কষিয়া এবং ঐ দণ্ডে ওজন করিয়া লইয়া থাক। যাহা আপনার জ্ঞান বুদ্ধিতে ধরিবে না, তাহা অগ্রাহ্য কর। তোমাদের জ্ঞান,—তোমাদের বুদ্ধি,—তোমাদের যুক্তির অতীত বিষয়ের অস্তিত্বও তোমাদের মনে স্থান পায় না। ফলতঃ তোমরা বড় "কে ও" নও। তোমাদের সহিত কথায় কথায় কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কথা কহিতে হইবে। আমি শেষ নিশায় নিদ্রিত হইয়া বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাই, তোমরা অবশ্যই তাহার কারণ জানিতে চাও। আফিঙ্গের নেশা যতক্ষণ না ছুটে, ততক্ষণ নিদ্রা হয় না। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একটু অহিফেন সেবন করিয়া থাকি,—রাত্রি তিনটার এ দিকে সে ঝোঁক কাটে না। কাজেই শেষ রাত্রি ভিন্ন নিদ্রা হয় না। আবার এই স্থলে তোমাদের সম্ভাব্য ভ্রম সংশোধনের প্রয়োজন হইল। তোমরা নিশ্চয়ই মনে করিবে, কমলাকান্ত কাঁচা আফিং খাইয়া দপ্তর সাজাইয়াছেন,—আমিও সেই কাঁচা আফিং খাইয়া পত্রের জবাব লিখিতেছি। ক্রমোৎকর্ষই জগতের

---

* শ্রুত বিষয়।

স্বভাব। 'সে-কেলে' কমলাকান্ত কাঁচা আফিং খাইতেন,—আমি তাঁহার অপেক্ষা উন্নতিশীল,—ক্রমোৎকর্ষ-বিধায়িনী প্রকৃতির স্রোতে ভাসমান—আমি পাকা আফিং খাইয়া থাকি। পাকা আফিং খাই শুনিয়া তোমরা নিন্দা করিবে,—কর। কিন্তু পক্ক অহিফেনসেবন বিষয়ে আমার প্রচুর অকাট্য যুক্তি আছে, তোমরা অপ্রাকৃত তত্ত্ব বিচার কালেও সেই রূপ অকাট্য যুক্তি সকল ব্যবহার করিয়া থাক। দুই একটা শোন। অপক্ক আর আর পক্ক। সকলেই বলিবে, অপক্ক অপেক্ষা পক্ক ভাল। পাকা আম ফেলিয়া কে কাঁচা আম খায়? পাকা আফিং খাইবার এই অকাট্য প্রথম যুক্তি। দ্বিতীয় যুক্তি এই;—একদা গৃহিণী বলিলেন,—"ঘরে এত দুধ হয় যে তোমাতে আমাতে খাইয়া উঠিতে পারি না, প্রাণ ধরিয়া ২।১ সের বিলাইয়া দিতেও পারি না। অতএব তুমি কাঁচা আফিং ছাড়িয়া পাকা আফিং ধর,--আমিও দুধ মারিয়া ক্ষীর করিতে আরম্ভ করি। ক্ষীরই পক্ক অহিফেন সেবীর পরম পথ্য।" গৃহিণীর এই যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব মনোনীত হইল। কেন না এক দিকে দুধগুলার গতি,—অন্য দিকে কমলাকান্তের উপর টেক্কা দেওয়া হইল।

পত্র প্রেরক নিজ পত্রে আমাকে "চিৎকরা চঞ্চু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমার সোপাধিক প্রকৃত নাম-"রাসভ রাজ চীৎকার চুঞ্চু"। এই নাম ও উপাধি কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এবং কি রূপে ঐ উপাদেয় নাম অপভ্রষ্ট হইয়া "চিৎকরা চঞ্চু' রূপে পরিণত হইয়াছে,

১২৮৯ সালের, পৌষ মাসের, ৯ম সংখ্যক প্রবাহে (অধুনা পূর্ব্ব পত্রে) আমার "শুকবীজ" নামক বিক্তৃতার উপরে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। আমি শুনিয়াছিলাম, ঐ শুকবীজ কোন কোন পাঠকের দন্ত ভগ্ন করিয়াছে। অকালে তরুণ পাঠক-বৃন্দের দন্ত ভগ্ন হইয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; কিন্তু শুকবীজ" খাইতে কাহার রুচি হইবে না, চীৎকার চঞ্চু তাহা জানিতেন এই জন্মই তাহার "শুকবীজ" নাম রাখিয়াছেন। যাহা হউক, পত্র-প্রেরক অবশ্যই জানেন, আমি বাঙ্গালা বক্তৃতার ব্যবসায় নানা কারণে বহুদিন হইতে ত্যাগ করিয়াছি। বিশেষতঃ বক্তৃতার পুরাতন কীটাকুলিত কাগজগুলি প্রবাহে ভাসাইয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবাহও ভাতের কাটি বহিতে "পিছ-পা" হইলেন দেখিয়া গৃহিণীর পাদস্পর্শ পূর্ব্বক দিব্য করিয়াছি যে, এজন্মে আর বাঙ্গালা বক্তৃতার "ব" মুখে আনিব না, কেবল পক্ক অহিফেন, ক্ষীর ও নিদ্রা এই ত্রিবর্গই জীবনের সম্বল করিয়া কাল কাটাইব। গৃহিণী বলিলেন, উত্তম, কেন না তাঁহার বিশ্বাস, কেবল লেখা পড়া করিয়াই আমি অধঃপাতে যাইতেছিলাম। কিন্তু সাংঘাতিক রোগ যদি শকৎ করিলেই সারে, তবে ভাবনা কি?

রাত্রির অধিকাংশ যে অনিদ্রায় কাটে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যতক্ষণ অনিদ্রা, ততক্ষণ কোন বালাই নাই; আমার কুকথায় পঞ্চমুখী গৃহিণী আগম নিগম ব্যাখ্যা করেন, আমি সমান "হুঁ" দিয়া যাই। পরের কথা—কি দেশের কথা মনে আসিতে চাহিলে জোর করিয়া তাড়াই;—কেবল

নিদ্রানন্দময় চৈতন্যসুখ অনুভব করি। নিদ্রাকালে রোগে ধরে। অকিংখোরের ভাগ্যে বিধাতা সুষুপ্তি লেখেন নাই ;—কেবল স্বপ্নময়ী তন্দ্রায় মন আচ্ছন্ন হয় মাত্র। কল্য এই তন্দ্রাবেশ মাত্রেই বোধ হইল, প্রলয়কাল উপস্থিত! রাশি রাশি কৃষ্ণ মেঘ গগন ব্যাপিল,—আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা প্রকাশ পাইতে লাগিল,—মৃদু গম্ভীর ঘন ঘন জীমূতনাদের মধ্য হইতে একবার ব্রহ্মাণ্ড-স্তম্ভনকারী বজ্রধ্বনি হইল,—বিশ্বব্যাপক আলোকে নয়ন ঝলসিয়া গেল; পরক্ষণে মনুষ্য-কলরব শুনিতে পাইলাম। সেই কলরব একটী স্পষ্ট বাক্যে পরিণত হইল। বাক্য এই, —"যাহারা ব্রাহ্মণ-ভূমি ভারতের হিন্দুবংশে জন্মিয়াছে, অথচ আর্য্যঋষি বংশ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অবমাননা করে,—তাহাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল।" আমি সেই তন্দ্রালু অবস্থাতেই চমকিয়া উঠিলাম,—ভাবিলাম, ঐ বজ্র ঘুরিয়া আসিয়া আমার মাথাতেও পড়িবে; কেন না যে বাটীতে বশুর স্ত্রী. গঙ্গোধ্যাপায় ঠাকুরাণী হইয়াছিলেন, আমি সেই বাটীতে 'ফলাহার প্রহার' করিয়াছিলাম। তবে ভরসা এই. ভগবান্ ভক্তের মন দেখেন, বাহ্য ক্রিয়া দেখেন না। আমি যে কেবল মিষ্টান্ন ও আম্রের লোভে ফলাহার করিয়াছিলাম, তিনিত তাহা দেখিতেছেন। স্বপ্নের গতি বিচিত্র! এমন ফলাহারের কথা ছাড়িয়া চকিতবৎ মহারাষ্ট্রে গমন করিলাম। ভাবিলাম, বাইজী বিধবা হইয়া বিলোম সঙ্করের স্পর্শরূপ পাপ হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়াছেন। উত্তমই হইয়াছে। আবার ভাবিলাম,—"মরিল মেয়ে উঠিল ছাই,

তবে মেয়ের গুণ গাই।” বাই ঠাকুরাণী বিলাত গিয়াছেন, হয়ত আবার সাহেব বিবাহ করিয়া বসিবেন। এইরূপ চিন্তা করিতেছি, ইতিমধ্যে চটিজুতা পায়, মোটা চাদর গায়, চসমা নাকে, শ্মশ্রুধারী একটী মনুষ্য আমার নিকট আসিয়া কহিলেন,—“গুলিখোর, নেশার ঝোঁকে আবোল তাবোল বকিতেছ,—জান না কি যে, ভারতীয় আশ্রমধর্ম্ম ও জাতিবৈষম্য স্বাভাবিক নয়? তাই তাহার পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর ন্যায় বোকামি ও পাগলামি করিতে হইবে?” আমি কহিলাম, মহাত্মন্, আমি গুলিখোর এবং হিন্দুরা বোকা ও পাগল সত্য; কিন্তু ভারতীয় জাতি-বৈষম্য ও আশ্রমধর্ম্ম স্বাভাবিক না হইলেও যে স্বাভাবিকবৎ কার্য্যকারী, শ্রীপাদ তাহা বুঝেন না কেন? এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যদেবের ঠেলাঠেলি ও তাহার শেষ দশাতেই বা শ্রীপাদের বুদ্ধিকণিকা প্রবেশ করে না কেন? ভীষ্ম দ্রোণ সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া যে পাণ্ডব রণপয়োধির পার পান নাই, কর্ণাশ্বত্থামা কি সেই সাগর পার হইবেন? প্রভু, গুলিখোরের কথা আপনি না বুঝুন, আপনার পুত্র পৌত্র বুঝিবেন যে, ভারতে ভারতীয় জাতিবৈষম্য ও আশ্রম-ধর্ম্ম-বিরোধী মতের স্থান হইবে না। শ্মশ্রু ও চসমাধারী পুরুষ “দূর বাতুল!” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

চিরকাল পল্লীগ্রামে বাস করি; কিন্তু স্বপ্নে দেখিতেছি, কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবাটীর নিকট এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা খরিদ করিয়া তাহার ত্রিতল গৃহে শয়ন করিয়া আছি। গৃহিণী গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, “কত ঘুমাইবে? উঠ,—একবার বাতায়নে মুখ দিয়া দেখ,—কলিকাতা সহর

রসাতলে গেল।” যেন উঠিয়া দেখিতেছি, শত শত লোহিত পতাকা রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রবল পবনে আন্দোলিত হইতেছে,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্বেত ও লোহিত অশ্বযোজিত ব্রাউহেম, ফিটন্, চেরিয়ট্ প্রভৃতি শত শত শকট এক শ্রেণীতে ধীরে ধীরে চলিতেছে,—শকটরাজীর পশ্চাতে নানাবিধ মনোহর দেশী ও বিদেশী বাদ্যোদ্যম হইতেছে, চলিষ্ণু দারুগৃহে অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে,—তৎপশ্চাৎ রত্নখচিত, কৌমমণ্ডিত, নরবাহিত সুখাসনে উপবিষ্ট এক অদ্ভুত-মূর্ত্তি পুরুষ গমন করিতেছেন। পুরুষটীর সবই মানুষের মত, কেবল মস্তকে ও স্কন্ধদ্বয়ে শতাধিক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া বহ্নি শিখার ন্যায় চঞ্চল, দ্বিভক্ত, লোল জিহ্বা পুনঃ পুনঃ বাহির করিতেছে। আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,— একি শিবের বিয়ে? গৃহিণী একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,— “বক্তৃতা করা ত্যাগ করিয়াছ বলিয়া কি খবরের কাগজ পড়াও ত্যাগ করিয়াছ? ও যে সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে।” আমি কহিলাম,—তুমিই আমার খবরের কাগজ, আমিত তোমার মুখেই দেশের খবর পাই। বাস্তবিকও, স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়া এবং দিন ক্ষণ দেখিয়া দিয়া আমার গৃহিণীই আমার পিতার নাম রাখিয়াছিলেন। ভাল আমি যে শুনিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবু কটকে? আর যদি সুখাসনোপবিষ্ট পুরুষ শিব নহেন, তবে উঁহার মাথায় অত সাপের চক্র কেন? এবং এত জাঁক জমকই বা কেন? গৃহিণী কহিলেন, “লালমোহন বিলাতে গিয়া দুই মাসের সাত দিন থাকিতে সুরেন্দ্রকে খালাস করিয়াছে, তাই দেশের লোকে এইরূপে আনন্দ প্রকাশ করি-

তেছে। থিয়েটারবাড়ীতে গিয়া বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিবে। অনন্তদেবের বরে, উহাঁর স্কন্ধে ও শিরে অহিফণা দেখিতেছি।” আমি কহিলাম, প্রিয়ে, কিরূপে এবং কিজন্য সুরেন্দ্র বাবু এতগুলা সাপের চক্র পাইলেন, আমি সে কথা পরে শুনিব। আজ কাল দুই টাকা দরে বোম্বাই আমের ‘শ’ বিক্রয় হইতেছে এবং আমসত্ত্বের ধুতিচাদর বড়বাজারে আমদানী হইয়াছে। এদের যখন এত আনন্দ, তখন থিয়েটারে গিয়া একটা গোছাল গোছের ফলাহারও দিতে পারে। আমি সুব্রাহ্মণ, আমাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া আমসত্ত্বের পোসাক পরাইয়া ছাড়িয়া দিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। অতএব আমাকে ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে হইল। গৃহিণীকে এই কথা বলিয়া সেই লোক যাত্রার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

থিয়েটার বাটিতে গিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে উচ্চাসনে বসাইয়া অনেকে সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট হইল,—অনেকে দণ্ডায়মান রহিল। গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বাহিরে বোম্ ছুটিতে লাগিল। অশ্বের হ্রেষা ও লোকের গোলযোগে সহর তোলপাড় হইতে লাগিল। এমন সময়ে বৃহৎ বৃহৎ বহুসংখ্যক কাষ্ঠের সিন্দুক সুরেন্দ্র বাবুর পুরোভাগে স্থাপিত হইতে লাগিল। আমি মনে করিলাম, ঐ সকল মঞ্জুষার মধ্যে নিশ্চয়ই দধি ও ক্ষীরের হাঁড়ি এবং বহুতর মিষ্টান্ন আছে। সুরেন্দ্র বাবু একবার দেখিয়া পরিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন। আম ও আমসত্ত্বের কাপড়গুলা, হয় ঐ সকল সিন্দুকের মধ্যেই আছে, নয় পশ্চাৎ আসিতেছে। ইতিমধ্যে একজন

এক তাড়া কাগজ ও কতকগুলি চাবি সুরেন্দ্র বাবুর হস্তে প্রদান করিল। সুরেন্দ্র বাবু কাগজগুলি বারকতক নাড়িয়া চাড়িয়া [illegible]—একজন [illegible]কে পাঠ করিতে দিলেন। আমি ভাবিলাম, [illegible] দেখিয়াছি,—তবেইত [illegible] উঠিল। [illegible] পাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ দুইখানি পত্র শেষ করিলেন। পত্রদ্বয়ের প্রথম খানির মর্ম এই,—

"আপনার (সুরেন্দ্র বাবুর) কারাবাসে শোকার্ত্ত হইয়া ভারতের দুই লক্ষ লোক শোক-চিহ্ন (Black Ribbon) ধারণ করিয়াছিল; আমরা সেই সকল কৃষ্ণ ফিতা যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া এই সকল সিন্দুকে বোঝাই করিয়াছি। একবার চাবি খুলিয়া অবলোকন করুন।"

দ্বিতীয় পত্র খানির মর্ম্ম এই ;—

"আপনার কারাবাসে আমরা পঁচিশ সহস্র ভারতবাসী সর্ব্বপ্রকার বিলাস দ্রব্য, বিশেষতঃ সকল প্রকার মাদক সেবন ত্যাগ করিয়াছিলাম। অদ্য আমাদের সেই কঠোর ব্রতের উদ্যাপন হইল। এই অভিনন্দন পত্রের সহিত সেই পঁচিশ সহস্র লোকের স্বাক্ষর দেখিবেন।"

এই পত্র দুই খানি শুনিয়া সুরেন্দ্র বাবু অবশ্যই যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন,—"আমাকে যে আপনারা এত ভাল বাসেন, আমি তাহা জানি না। কিন্তু আমি যে এত ভাল বাসিবার উপযুক্ত নহি, তাহা বিলক্ষণ জানি। আমি দেশের জন্য যদি কিছু করিতে পারিয়া থাকি, তাহা কর্ত্তব্য বোধে করিয়াছি, তজ্জন্য এরূপ মানবদুর্ল্লভ পুরস্কারের

প্রত্যাশা স্বপ্নেও করি নাই। আমি ও আমার কারাবাস অতি সামান্য ঘটনা; কিন্তু এই উপলক্ষে আপনারা যে ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহা ভারতগগনের দ্বিতীয় ধ্রুবতারা। আপনারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকৃত শত শত, এবং দ্বিতীয় পত্রের স্বাক্ষরকারী মহাত্মগণ সহস্র সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।" দুইখানি পত্র এবং সুরেন্দ্র বাবুর শীলতা, ইহার কিছুতেই ফলারের একটি কথাও নাই দেখিয়া সত্বর সেস্থান ত্যাগ করিলাম। গৃহে আসিবামাত্র গৃহিণী কোঁচার কাপড় ধরিয়া "আমার জন্য ফলারের কি আনিয়াছ, দাও" বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, ফলার মাথায় থাকুক, অতগুলা সাপের চক্রে যে আমায় কলাহার করে নাই, ইহাই তোমার পিতৃপুরুষের ভাগ্য! ভাল, সুরেন্দ্রের মাতায় ও ঘাড়ে অত সাপের চক্র কিরূপে হইল, বল না।

গৃহিণী কহিলেন,—"সুরেন্দ্র কাটকে গিয়া অনন্ত চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনন্তদেব মনে করিলেন, সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, 'বরং বৃণু'। সুরেন্দ্র কহিলেন, 'আমি কাহার নিকট কিছু প্রার্থনা করি না, আপনি যদি আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করুন।' অনন্তদেব 'তথাস্তু' বলিয়া কহিলেন, 'যে দিন খালাস হইবে, সেই দিন শ্বেত-শত্রু দংশন করিবার জন্য তোমার শিরে ও অংস দেশে অষ্টোত্তর শত অহিফণা বহির্গত হইবে।' সুরেন্দ্র বাবু আজ খালাস হইয়াছেন, তাই অদ্য তাঁহাকে চক্রধারী দেখিতেছ।" আমি কহিলাম, ঐ চক্রের দুই একটা ফিরিয়া সুরেন্দ্র বাবুকে ফের কামড়াইবে না ত;

গৃহিণী কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। স্বপ্নের বিচিত্র-গতি! গৃহিণী যেন আমাকে ত্যাগ করিয়া নরিস্ সাহেবকে বিবাহ করিয়াছেন। সাহেবের মস্তক ও গণ্ডদেশ শোণিতসিক্ত দেখিয়া তিনি হাপুস্ নয়নে রোদন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই, মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাই। একদিন গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, মেম সাহেবের মাথা ও গাল দিয়াই বা রক্ত পড়ে কেন? কি রোগ হইয়াছে? মেম কহিলেন,—"রোগ ত কিছুই দেখিতে পাই না,—যেদিন বিলাত হইতে সুরেন্দ্র বাবুর খালাসের হুকুম আসিল—সেই দিন হইতেই সাহেব নিয়ত মস্তকের কেশ ও শ্মশ্রু দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিতেছেন,—আর রক্ত ধারা বহিতেছে।"

মেম সাহেবের কথা শুনিতেছি,—এ দিকে আবার বোধ হইল, বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথে শত শত ঢাক এক কালে বাজিয়া উঠিল এবং পাঁঠার "ভ্যা—ভ্যা" শব্দে কর্ণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ব্যাপারটা কি? কারেই বা জিজ্ঞাসা করি,—আমার ডেলি নিউস্ ও দিন-পঞ্জিকা রূপিণী গৃহিণী গৃহে নাই,—তিনি নরিস্ সাহেবেব বিবি হইয়াছেন। দৌড়িয়া দরজায় গিয়া যাহারে সম্মুখে পাইলাম, তাহারেই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইল্‌বার্টের বিল পাস্ হইয়াছে বলিয়া কলিকাতার যাবতীয় হিন্দু অধিবাসী কালীঘাটে পূজা দিতে যাইতেছে এবং ঐ বিলের বিপক্ষে যত লোক শক্রতা করিয়াছিল, প্রত্যেকের অনুকল্পে এক একটী পাঁঠা বলি দিবে। ইংলিস্‌ম্যান্, জ্যাক্সন, ষ্টিভিন্সন্, টমসন্ প্রভৃতির অনুকল্পে এক একটি কালান্তরের মহিষ আনিয়াছে। পাঁঠার পাল দেখিয়া আমার চাকভেঙ্কি

লাগিল, চ্যা—ভ্যা রবে কানে তালা ধরিল। ভাবিলাম, এত পাঁঠার দুই একটা মুড়ি বা দুই এক খানা ঠ্যাং না পাইবার কথা নয়; অতএব সেই জনতার অনুগামী হইলাম। চৌরঙ্গীর নিকটবর্ত্তী হইয়া উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষে কতকগুলি সাহেব বিবির মৃতদেহ লম্বিত ও তাহাদের প্রত্যেকের গাত্রে এক একখানি কাগজ লাগান রহিয়াছে, দেখিলাম। ঐ সকল কাগজে "বাঙ্গালী হাকিমের বিচারাধীন হওয়া অপেক্ষা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ" লেখা রহিয়াছে। এই ঘটনাটী দেখিয়া ভাবিলাম, এইগুলি খাঁটি জিনিস,—আমাদের মত ডাল্-মারা সাহেবের "সং" নহে।

এই সময়ে একবার চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। ভাবিলাম, আজ কি ছটুরা গণিতে ভুলিয়াছি? একটুও ঘুম হইল না—কেবলই এলো মেলো স্বপ্ন দেখিতেছি, বড়ই বায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে,—"বায়ুনাং বিচিত্রা গতিঃ।" গৃহিনীকে ডাকিয়া কহিলাম, নরিস্ সাহেবের সঙ্গে কেমন ঘর কন্না করিলে? তিনি ত আর "মুক্তি মণ্ডপে" যান নাই; ২। ১ বার "য়ঁ্যা—ওঁঃ" করিয়া কদলীকাণ্ড সদৃশ বামহস্ত খানি আমার বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতেই আমার পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে ম্লেচ্ছের ঘরে প্রেরণ করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল। আমি পুনঃ-প্রায়শ্চিত্তের শঙ্কায় বাহিরে গিয়া শয়ন করিলাম। আবার তন্দ্রা,—আবার স্বপ্ন। যেন গৃহিনী বলিতেছেন,—"বসিয়া খাইলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়, অনেক দিন হইল কর্ম্মের জন্য বেঙ্গল আফিসে আবেদন করিয়াছিলে, আর একবার কেন চেষ্টা কর না।" আমি তাঁহার কথায় কখন ঔদাস্য

করি না। পরদিনই ধড়াচুড়া বাঁধিয়া বেঙ্গল আফিসে গেলেম। কেমন যে যাত্রার ফল, যাইবা মাত্র সেকরেটারি সাহেব কহিলেন,—"তোমাকে ডেঃ মাজিষ্টরি দিবার জন্য পূর্ব্বতালিকা হইতে তোমার নাম বাহির করা হইয়াছে, ঐ পদ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ কি না ?" আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, মহাশয়—আপনার অনুগ্রহে কিছুতেই অপ্রস্তুত নহি। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, বর্ত্তমান সময় কালা আইন * পাসের পরবর্ত্তী,—বড় ভয়ানক—যেন মর্দ্দিত-লাঙ্গুল সর্পের আবাস ভূমি! যদি কোন সাহেব-সম্পর্ক-শূন্য স্থানে পাঠাইয়া দেয়, তবেই রক্ষা ;—নচেৎ কোন ক্যান্টন্‌মেন্টের কাছে দিলে হয়ত, চন্দ্রহাস-পরিশোভিত-পরি-কর গোরাচাঁদ আসামীর হাতেই প্রাণটা যাইবে। সাহেব আবার কহিলেন,—"নূতন আইনে তোমাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে ;—কিন্তু সাবধান—যেন ইউরোপীয় আসামীর আপিলের স্রোতে ভাসিয়া যাইও না। তোমাকে দুই সপ্তাহের মধ্যে কোন মহকুমায় যাইতে হইবে।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, তাহারা শুধু আপিল করিয়া ক্ষান্ত হইলে বাঁচি। প্রকাশ্যে কহিলাম, সত্য ও ন্যায়ের উপাসনার ত্রুটি হইবে না, তবে অদৃষ্টের ফল অপরিহার্য্য।

এক সপ্তাহের মধ্যেই চুয়াডাঙ্গা যাইবার আদেশ এবং সমস্ত নদীয়ার আব্‌গারি পর্য্যবেক্ষণের ভার পাইলাম। কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াই, শুঁড়িদের এক এক দরখাস্ত পাইলাম। তাহার মর্ম্ম এই, "সুরেন্দ্র বাবু যে দুই মাস কারাগারে

---

(১) ইল্‌বার্ট বিল্‌।

ছিলেন, ঐ দুই মাসে আমাদের কারবার একরূপ বন্ধ ছিল,—বিক্রয় অতি অল্পই হইয়াছে। বেচা কেনা না করিয়া পূরা খাজনা দিতে হইলে আমরা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইব। অতএব দয়া করিয়া আমাদের ইজারার টাকা কমাইয়া দিতে আজ্ঞা হয়,—হুজুর মালিক।” ভাবিলাম,—খাজনাত কমাইবই এবং সুরেন্দ্র বাবুর কারাবাসে এদেশীয়গণ যে দুঃখী হইয়াছিলেন, তাহা সাহেবদিগকে জানাইবার জন্য সাহেবি ধরণের কাল ফিতা পরা হইয়াছিল; কিন্তু এই দরখাস্ত খানি যখন সাহেবদিগের গোচর হইবে, তখন যে কেবল কাল ফিতার কাজ করিবে এমন, নহে,—কালসাপ হইয়া তাঁহাদিকে কামড়াইবে। কেন না ইহা দ্বারা রাজ-কোষে হাত পড়িবে।

তারপর একদিন রেলের গাড়ীতে যেন কোথা যাইতেছি। পাশের কামরায় দুইটী সাহেব কথোপকথন করিতেছেন। আমি তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছি। অন্যতর কহিতেছেন,- “এত কাঁদাকাটি, এত গালিগালাজ এত ভয় মৈত্র্য প্রদর্শন,—এত বাঙ্গালীর চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করা গেল,—কিছুতেই কিছু হইল না; ইলবার্ট বিল পাস্ হইয়া গেল। শুনিতেছি, আমাদের মধ্যে অনেকে এদেশের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া কারবারাদি ছাড়িয়া দিয়া স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন; আমিও ২। ১ দিনির মধ্যে জাহাজারোরোহণ কবিব।” অন্য ব্যক্তি কহিলেন,—“আমি শুনিতেছি, আমাদের মধ্যে কতিপয় নর নারী নেটিব্ বিচারপতির বিচারাধীন হইবার আশঙ্কায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তোমারও জাহাজারোহণ না করিয়া

তাঁহাদের অনুগমন করা উচিত। স্বদেশে আবাস ও আজীব না পাইয়া ভারতে আসিয়াছ,—ভারতের ঘাস জলে শরীর পোষণ করিতেছ এবং চিরকাল পুরুষানুক্রমে বসিয়া থাইবে, তাহার সংস্থান করিতেছ। অথচ এদেশের ভাল দেখিয়া চক্ষু টাটাইয়া মরিতেছ। বরং তোমরা চিরকালে স্বজাতি-পক্ষপাতে সর্ব্বদাই বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়া থাক। আমি পঞ্চাশ বৎসর এদেশে আসিয়াছি,—কখন কোন নেটিব্ বিচারপতিকে অন্যায় বিচার করিতে শুনি নাই। কেবল গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসান না দিয়া ন্যায়ান্যায় চিন্তা কর, —কালের গতি পরিদর্শন কর,—এবং তোমার স্বদেশীয় ইংরাজকুলতিলকগণ এবিষয়ে কিরূপ অভিমতি ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা সন্ধান কর। জুন মাসের* কন্টেম্পোরারি রিভিউঠা ভাল করিয়া পড়িও। আমার মতে তোমাদের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, ধর্ম্মপানে একটু তাকাইয়া ভালমানুষ হও,—যাহাতে অপরাধী হইয়া নেটিভ্ বিচারকের হাতে পড়িতে না হয়, সকলে সেইরূপ চরিত্রগঠনের কেন চেষ্টা কর না। তোমরা মনে করিলে কি না পার?—যখন জিদ্ বজায় করিবার জন্য প্রাণ দিতে পার, তখন তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। তোমরা বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া দেশে না গিয়া—গলায় দড়ি না দিয়া এই প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা অপরাধী হইবে না।—ইত্যাদি।" শুনিতে শুনিতে গৃহে গমন করিলাম।

আজ বাড়ীতে আমার আদরের সীমা নাই। কোন

* ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুন্,—লণ্ডন্।

পুরুষে যে চাকরী করে নাই,—আমি আজ বাঙ্গালীর বহুসা-ধনের ফল স্বরূপ সেই হাকিমী পদে অভিষিক্ত! পূর্ব্বে যারা ভাল করিয়া কথা কহিত না, আজ তাহারা আমার দ্বারে উপস্থিত। বাহিরে গিয়া দেখি! দশ বারটী ভদ্রলোক আমার দর্শনাভিলাষী, তন্মধ্যে তিন জন জমিদার এবং অব-শিষ্ট গুলি স্কুল মাষ্টার। একজন জমিদারদিগের মুখ পাত্র হইয়া কহিলেন—"মহাশয়, কামারের কুমার-বৃত্তি দেখিলে গা জ্বালা করে, শুনিতেছি, নাকি সে-কেলে স্কুল্ ইনিস্পেক্-টার রেণ্টবিল্ সম্বন্ধে কি রিপোর্ট লিখিয়াছেন এবং আমাদের এককালে মাথা খাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন? যদি সত্য হয়, তবে আমরা তদ্বিষয়ে কি করিব পরামর্শ চাই।" আমি কহিলাম, কেন আপনারা চিরকালের জন্য জমিদারী পত্তনি দিয়া বৈধব্য স্বীকার করিতে পারেন,—ক্লার্কের রিপোর্ট অসহ্য হয় কেন? তিনি কহিলেন,—"মহাশয়, আমাদের মধ্যে কয়জন জমিদারী পত্তনি দেয়? যাহারা দেয়, তাহারা বাস্তবিকই বিধবা স্ত্রী। কিন্তু যাহারা প্রজার ও নিজের মঙ্গলের জন্য প্রজার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে চায় এবং শ্রম করিতে কাতর নহে, ক্লার্ক সাহেব কি তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিবার প্রস্তাব করেন নাই?" আমি বলিলাম,—তিনি রিপোর্টে অনেক এলোমেলো বলিতে পারেন, কিন্তু এড্গার * এলোমেলো শুনিবার লোক নহেন। একজন মাষ্টার বলিলেন,—"আমরা সমস্ত কলি-কাতা ও উপকণ্ঠস্থ স্কুলের মাষ্টার সকল এক সভা করিতেছি;

* প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিসনার, ১৮৮৩।

ভারতবর্ষের যাবতীয় স্কুলের মধ্যে যেখানে যেখানে লেথব্রিজ সাহেবের পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়াই সভার উদ্দেশ্য—আপনাকে প্রিজাইড্ করিতে হইবে।”

“চোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া”—স্বীকার করিলাম। ব্রিজ্ বাহাদুরেরও কিন্তু মেজার স্পর্দ্ধা! ছোটলাট্ মহারথীও কম পাত্র নন,—ভূতাবিষ্ট সর্ষপ!! * ইত্যাদি প্রকার,

“ছেঁড়া চটে শুইয়া—লাখ টাকার স্বপন” দেখিতেছিলাম,—এমন সময়ে আপনার (পত্র প্রেরকের) পত্রবাহক গিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল। যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে,—তবে এমন কর্ম্ম যেন আর না হয়।

ইতি এক লাঠিতে সাত সাপ নাম ষষ্ঠাধ্যায়।

সপ্তম পত্র।

মাতালের নিদ্রাভঙ্গ।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, আজ যেন তাহা চক্ষের উপর দেখিতেছি। কাল যাহা করিয়াছি, আজ যাহা করিতেছি, ঠিক যেন তাহারই মত দেখিতেছি। আমার জীবনের শেষ কুড়ি বৎসরের মধ্যে যে দিন যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আমার স্মৃতিপটে চিত্রিত রহিয়াছে।

---

* লেথ্‌ব্রিজ সাহেব বিলাতে একটী সভা করিয়া ভারতবাসিগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে ছোটলাট টমসন বাহাদুরের আচরণ সকলেরই মনে আছে।

কেবল আমার স্মৃতিপটে নহে, সমাজগাত্রেও তাহার বর্ণ-বিন্দু সকল বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমি অন্তরে বাহিরে আমার চরিতচিত্র দেখিতেছি ;—চিত্রগুলি সাংঘাতিক; দুর্দ্ধর্ষ!

১২৭০ সালে রাজা পবননন্দন বাহাদুরের দেওয়ান হই। আমার অসাধারণ সঙ্গীত-শক্তির কথা ক্রমশঃ রাজা বাহাদুরের শ্রুতিগোচর হয়। বাহাদুরের সকের প্রাণ, আমার সহিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলেন। একদা জনৈক সহচর দ্বারা আমাকে আহ্বান করিলেন। অসময়ে আহ্বান করিলেন কেন, সহজেই বুঝিতে পারিলাম। কেন না আমার সঙ্গীত শ্রবণে তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে, আমি পূর্ব্বেই তাহার সম্বাদ পাইয়াছিলাম। রাজ-প্রেরিত দূতের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া রাজদর্শন করিলাম। যে স্থানে রাজার দর্শন পাইলাম, তাহা রাজবাটী নহে। রাজাদিগের কত প্রকারের কত বাটী, কত প্রকারের কত দাসী, কত প্রকারের কত মহিষী থাকে, কে তাহার গণনা করে? দেবলীলার ন্যায় রাজ-লীলাও বিচিত্র। শুনা যায়, নবাব সরকরাজের সহস্র বেগম ছিল,—দশরথের মহিষীরও সহস্রাধিক সপত্নী ছিল। ইহা সকলেরই জানা আছে বা জানা উচিত যে; রাজগণের সকল মহিষীই সবর্ণা নহেন। আমি যে বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি, সে বাটীও আমার রাজার তাদৃশী কোন অসবর্ণা মহিষীর। এই মহিষীকে শতকরা পাঁচ জনে উপপত্নী বা বেশ্যা বলিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কেননা আমার প্রভু রাজা। যাহা হউক, রাজা আমাকে আশাধিক অভ্যর্থনা করিয়া

নিকটে বসাইলেন। আমার রাজা রাজাবাহাদুর যে কামরূপ, আমি সেই দিন তাহার প্রথম পরিচয় পাইলাম। শান্তিপুরে কালা-পেড়ে ধুতি-পরা,-কাচার একটী কোণ পশ্চাতে বদ্ধ,—কোঁচার কাপড় বিশৃঙ্খল ভাবে কটি বেষ্টন করিয়া আছে। চক্ষুর্দ্বয় রক্তজবাবৎ রঞ্জিত,—কখন হাস্য, কখন গান, কখন প্রলাপ, কখন বেল মল্লিকার মালা-জড়িত আলবোলায় ধূমপান। আতর গোলাপ ল্যাবেণ্ডারের ছড়াছড়ি, মোসাহেববর্গের হুড়াহুড়ি। দুইটী নর্ত্তকী সম্মুখে বসিয়া শটকায় তামাক খাইতেছে। এই স্থানে আমি রাজদূত কর্ত্তৃক নীত হইলাম। মনে বড় ভয় হইল—কিসের ভয়? একটু পরে বলিতেছি। সপ্রতিভের ন্যায় কহিলাম—মহারাজ, আমাকে আহ্বান করিয়াছেন কেন? মহারাজ কহিলেন,— "দেওয়ানজি, রাণী তোমার গান শুনিবার জন্য পাগল; তাঁহাকে দুই একটী শোরি ও নিধুর টপ্পা শুনাইয়া দাও।" আমি কহিলাম,—মহারাজ, আমি পল্লিগ্রাম-বাসী শিষ্টাচারশূন্য ব্যক্তি—আপনার সভায় বিশেষতঃ আপনার প্রমোদগৃহে বসিবার অযোগ্য; অধিকন্তু আমার সঙ্গীত দ্বারা আপনাদের প্রীতির কোন সম্ভাবনা নাই। মহারাজ কৃপা করিয়া আমাকে এরূপ আদেশ পালনের অনুমতি না দিলে ভাল হয়। আমার এই কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্যে কহিলেন, "বাহবা! রায় বাহাদুর তুমি নাকি শিষ্টাচার জান না? তোমার শিষ্টাচার যখন লুক্ লিখিত সুসমাচার—দুরাচারের সদাচার—মাতালের চাটের আচার অপেক্ষাও মিষ্ট, তখন তোমার গান না জানি কি? বাবা,

আর বেশি বাড়াবাড়ি করিও না একটা গান ধর।" দেখিলাম, বড় বে-গতিক! কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, মহারাজ, আপনার সম্মুখে গান করিতে আমার লজ্জা হয়। "তোমার লজ্জা ভাঙ্গিয়া দিতেছি" বলিয়া একটী সুরাপূর্ণ গ্লাস্ আমার হস্তে দিতে উদ্যত হইলেন। আমি গ্লাসটী গ্রহণ পূর্ব্বক এক পার্শ্বে রাখিয়াই গান ধরিলাম। সে দিন এইরূপে গেল। পনের দিন পরেই পুনরাহ্বান। সে দিন গমন মাত্র সুরাপাত্র হস্তে দিলেন। আমি পান করিতে অস্বীকার করিলে কহিলেন,—"কেন, সে দিন ত তোমার জাতি মারিয়াছি। আমি কহিলাম,—না। "মাতালকে ফাঁকি দিয়াছ" বলিয়া মদ খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ হইল। কিন্তু অনেক কাকুতি মিনতি, গীত বাদ্য করিয়া সে দিনও নিস্কৃতি পাইলাম। একদিকে মহারাজের মাধ্যাকর্ষণ, অন্যদিকে আমার বিপ্রকর্ষণ, এইরূপে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু যত অধিকবার মহারাজের সঙ্গ করিলাম, ততই আমার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ শক্তি প্রবল হইতে লাগিল। ষষ্ঠ মাসের এক দিন রজনীতে উক্ত ব্যাপারের পুনরভিনয় উপস্থিত হইল। সে দিন আমার উপর রাজা বাহাদুরের অনুগ্রহের সীমা ছিল না। নরক-সহচরগণের প্রতি আদেশ হইল,—"তোমরা রায় বাহাদুরের হাত পা চাপিয়া ধর,—আমি উহার পিতৃগণের উদ্ধার-চেষ্টা করি।" আদেশ প্রতিপালিত হইল, রাজা স্বয়ং আমার শিরোভাগের পশ্চাদ্দেশ বাম হস্তে এরূপে ধরিলেন যে, আমি "হা" না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মুখের মধ্যে সুরা

ঢালিয়া দিলেন। যতক্ষণ না গলাধঃকরণ করিলাম, ততক্ষণ সেইরূপে—পবন-নন্দন গরুড়কে যেরূপে ধরিয়াছিলেন, সেই-রূপে ধরিয়া রহিলেন। সে মত্ত হস্তীর বল অতিক্রম করা মানুষের সাধ্য নহে। আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অধঃপাতের বীজ, রাজাবাহাদুর, এইরূপে রোপণ করিলেন। আমি একপার্শ্বে অনেক ক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিলাম। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, রাজা বাহাদুর কহিলেন,—"কর্ম্মটা ভাল করি নাই।"

এই ঘটনা কুড়িবৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। আজ যেন তাহা চক্ষের উপর বর্ত্তমানবৎ দেখিতেছি। বিংশতি বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা, আজি প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে,—ইহার কি কোন কারণ নাই? বোধ হয় আছে। যে আমার মদ খাওয়ার প্রারম্ভ পূর্ব্ব-বর্ণিতরূপ,—যে আমার বর্ষে বর্ষে বিনা অধর্ম্মে ও অনায়াসে পঞ্চাশৎসহস্র মুদ্রা উপার্জ্জন হইত,—সেই আমার, স্ত্রীকে, দশ আনা মূল্যের একখানি বিলাতি শাটী ক্রয় করিয়া দিবারও সঙ্গতি নাই। প্রিয়া আমার বহু দিনে বহু কষ্টে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া কল্য এক খানি দ্বিতীয় বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতে আমি তাঁহার সেই দ্বিতীয় বস্ত্র খানি অপহরণ পূর্ব্বক শুঁড়ির দোকানে দিয়া মদ খাইয়াছি। গৃহিণী চোরের হস্ত খসিয়া পড়িবার—নরকে যাইবার—নির্ব্বংশ হইবার অভিসম্পাত প্রদান করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। আর আমি নিশাচর-সেবিত গৃহারণ্য-মধ্যবর্ত্তী জীর্ণ ও ভগ্ন প্রায় অন্ধকারাবৃত প্রকোষ্ঠ-মধ্যে একাকী

উপবেশন পূর্ব্বক তাহাই শুনিতেছি। বোধ হয় অদ্যকার এই ঘটনাই জ্বলিত দীপবর্ত্তিকাবৎ অতীতের অন্ধকার মধ্যস্থ বিভীষিকা সকল দেখাইতেছে!

একদিকে রাজা পবননন্দনের যথাসবব্যাপিনী চেষ্টা,—অবশেষে বলপূর্ব্বক মুখে সুরা প্রদান; অন্য দিকে দুঃখিনীর দ্বিতীয় বস্ত্রের বিনিময়ে সুরাপান। এই উভয় সীমান্তবর্ত্তী ঘটনাপুঞ্জে, আজ কে যেন আমার স্মৃতিপথ আচ্ছন্ন করিতেছে। বলপূর্ব্বক আমার মুখে মদ ঢালিয়া দিয়া যখন দেখিলেন আমি রোদন করিতেছি, রাজা বাহাদুর তখন বলিলেন,—"কর্ম্মটা ভাল করি নাই।" তাঁহার এই অনুতাপ,—মেঘমালে তাড়িতবিকাশবৎ ক্ষণিক। আমার নাম কেদারেশ্বর রায়। রাজা আমাকে নিজ বাটীতে দেওয়ানজি এবং মুক্তিমণ্ডপে রায় বাহাদুর বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ২।৪ দিন পরে আবার বলিলেন,—"রায় বাহাদুর, যা হবার হইয়াছে; আমার কাছে তোমার 'সতীত্ব' গিয়াছে। 'সতীত্বের' সঙ্গে সঙ্গে পশুত্বকেও বিসর্জ্জন দিলে ভাল হয় না?" আমি কহিলাম, মহারাজ, আমি এ পশুত্বের অর্থ বুঝি না। রাজা কহিলেন,—"শুদ্ধ স্বভাবের উপর চলা পশুত্ব—আর স্বভাবের উপর সুখের লতা বুটি কাটিয়া মনুষ্য জীবন উজ্জ্বল করা বীরত্ব। অতএব কাচের গ্লাসে স্বভাবরঞ্জিনী সুরা ঢালিয়া তাহাতে বরফ ও লেমনেড্ দিয়া রঙ্ ফলাও; সেই রঙ্গে মস্তিষ্কময়ী কৈশিকারূপিণী অসংখ্য তুলিকা অভিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বভাবের শুভ্রপটে চিত্র আঁকিতে আরম্ভ কর।" রাজা

বাহাদুর আমার হৃদয়ে সে দিন যে অধঃপাতের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন অঙ্কুর বাহির করিবার জন্য বিদীর্ণ হইয়াছিল। আমি রাজার উপদেশে কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলাম। রাজা "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" বলিয়া সদলে আনন্দে করতালি প্রদান পূর্ব্বক উচ্চ হাস্য করিলেন। আজ সুরাপান করিয়া কাঁদি নাই—বরং হাসিয়া হাসিয়া কত গান করিলাম। রাজার কর-স্পর্শ পূর্ব্বক "স্বভাবের উপর সুখের লতাবুটির" জন্য 'থ্যাংস' দিলাম। সুরাবেশ দূর হইলে ভাবিলাম—নিজের একটী পয়সা মদের জন্য খরচ করা হইবে না—রাজার ঘাড়ে কাঁটাল রাখিয়া কোষ ভক্ষণ করিতে হইবে; এবং রাজার দল ভিন্ন অন্য দলে কি অন্য লোকের সঙ্গে সুরাপান করিব না, ইহা আমার স্থির প্রতিজ্ঞা। এইরূপে দুই তিন বর্ষ গত হইল।

রাজা বাহাদুরের কল্যাণে তাঁহার মিত্রভাবাপন্ন যাবতীয় প্রধান ব্যক্তি ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন যে, রাজ-দেওয়ানও এক জন 'মহাশয়' ব্যক্তি। প্রত্যেক উপলক্ষে রাজার সহিত আমার স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। প্রথম প্রথম দুই এক স্থলে রাজার পার্টিতে মিশিতে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু ক্রমশঃ অস্বীকার করা কঠিন হইয়া উঠিল। যখন মদ খাইতাম না, তখন যে তেজ ছিল, এখন আর সে তেজ নাই, এইটী প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ,—রাজা বাহাদুর। তাঁহার সঙ্গে নিমন্ত্রণে গিয়া মদের পার্টিতে না মিশিলে তিনি রাগ করেন। সুতরাং আমার প্রতিজ্ঞার দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে হইল। ঐ সংস্করণ এইরূপ হইয়াছিল,

যেখানে নিমন্ত্রণে যাই না কেন, রাজা বাহাদুরের পার্টি ছাড়িয়া কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে মদ খাইব না। এরূপেও দুই তিন বৎসর গেল।

রাজা বাহাদুর, নামে পবননন্দন ছিলেন, কিন্তু সুরাসক্ত সহচরগণকে কার্য্যতঃ পবন-নন্দন করিয়া তুলিলেন। এক এক দিন মদের কারবার উঠাইয়া দিতেন, সেদিন সহচরগণের মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইত। কখন বা নিমন্ত্রণে গিয়াও সুরা ব্যবহারে বিমুখ হইতেন। সহচরগণের ত্যাগ ও ভোগ রাজার অনুগামী ছিল। রাজাবাহাদুর কিন্তু বাস্তবিকই বাহাদুর ছিলেন। না খাইয়া যাহা, খাইয়াও প্রায় তাহাই। অষ্ট প্রহর ক্রমাগত সুরা-সেবনও দেখিয়াছি; আবার অষ্টাহ সুরাগন্ধশূন্য হইয়াও থাকিতে পারিতেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেবতার ন্যায় রাজলীলাও বিচিত্র! যে দিন তিনি সুরাপান করিতেন না, সে দিন কাহারও পান করিবার সাধ্য হইত না। কখন বা আপনি না খাইয়াও পার্শ্বচরগণকে খাইবার অনুমতি দিতেন। তাঁহার সহচরগণরে মধ্যে আমিই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলাম। আমার মান, স্বাধীনতা, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি অপর সকল অপেক্ষা অধিক ছিল। সুতরাং বাহাদুরের এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা আমার ভাল লাগিত না। বিশেষ তখন আমার হৃদয়োপ্ত বীজ শাখা-পল্লব-বিশিষ্ট হইয়াছে। আমি আমার প্রতিজ্ঞার তৃতীয় সংস্কার আরম্ভ করিলাম। সংস্কার ক্রিয়া এইরূপ হইল,—নিজের পয়সায় মদ খাইব না—প্রতিজ্ঞার এ অংশ ঠিক থাকিল;—রাজার সঙ্গ ব্যতিরেকেও সুবিধামতে অন্য পার্টিতে

মিশিব,—প্রতিজ্ঞার অপরাংশ সংস্কৃত হইয়া ঐরূপ হইল। কিছুকাল এইরূপে অতীত হইল। কোন নিমন্ত্রণ ত্যাগ বা কোন ভদ্রলোকের অনুরোধ উপেক্ষা করি না।

এই ভাবে যত দিন চলিবার চলিল; কিন্তু আর চলে না। আমার এই ব্যবহার রাজাবাহাদুরের কর্ণগোচর হইল—আমার স্বেচ্ছাচারে তিনি রুষ্ট হইলেন। এক দিন খাস্ মজলিসে রং তামাসার চূড়ান্ত হইতেছে, মদের মহা প্লাবন উপস্থিত। কত ইয়ার চিৎ হইয়া—কত বা উপুড় হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। কেহ বা ডুব-সাঁতার দিয়া এক ডুবে ক্রোশান্তে স্থিত কোন প্রণয়িনী ভবনে গা ভাসান দিলেন। ইতিমধ্যে রাজা আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেওয়ানজি মহাশয়, আপনি বিজ্ঞ, বিদ্বান, বহুভাষাজ্ঞ, বিশেষতঃ মহারাজ পবননন্দনের সর্ব্বময় কর্ত্তা—আপনার কি এই মাতালের দলে মিশিয়া ইয়ারকি দেওয়া ভাল দেখায়? আমি না বুঝিয়া আপনাকে ডাকিয়াছিলাম, আপনি আর এখানে আসিবেন না—এই দণ্ডে প্রস্থান করুন; আমি যেন আর এক কোয়াটার পরে আপনাকে এখানে দেখিতে না পাই।" এই কথা বলিয়া বেগে আমার সম্মুখ হইতে উঠিয়া গেলেন। রাজার কথায় মনে ক্লেশ হইল। মদ খাইতে আরম্ভ করার পর এই জাতীয় কষ্ট আমার এই প্রথম ঘটিল। ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে গৃহে গমন করিয়া বহির্বাটীতে শয়ন করিলাম। পর দিন মধ্যাহ্ন কালে শয্যা ত্যাগ করিলাম। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবারও নিদ্রাবেশ হইল না। মনে বিশৃঙ্খলভাবে কত চিন্তার উদয়াস্ত

হইল, তাহা সব স্মরণ হয় না। কেবল মনে হয়, তখন বড় কষ্ট, ঘৃণা ও ভয় হইয়াছিল। রাজার ক্রোধবৃক্ষে হয়ত আরও কত ফল ফলিবে, ভয় এই চিন্তা-মূলক। রাজা আমাকে কুমারের মাটীর ন্যায় মাথায় লইয়া পায়ে ছানিলেন, এই ভাবিয়া ঘৃণা ও দুঃখ হইল। ক্রোধটা এই সময়ে মদের উপর হইলেই ভাল হইত, তাহা না হইয়া প্রতিজ্ঞার উপর হইল। ভাবিলাম, কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত বোকামি; উহা রাজপূত, ক্ষত্রিয়, মাড়োয়ারী প্রভৃতি বলদর্পিত চোয়াড়-গণেরই শোভা পায়; তীক্ষ্ণধী সুশিক্ষিত বাঙ্গালী কি গুটি পোকা, তাই আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইবে? ইচ্ছা পূর্ব্বক সুখে বঞ্চিত থাকা মূর্খের কর্ম্ম।—"অঙ্গনালিঙ্গনাদি-জন্যং সুখমেব পুরুষার্থং" এই বাক্যের মধ্যে একটী 'আদি' আছে, আর ঐ আদির মধ্যে যাহা যাহা আছে সুরা তাহার প্রধান। রাজা আমাকে তাঁহার বেশ্যালয়ে যাইতে দিবেন না বলিয়া, কি আমি চিরকাল ঐ প্রধান পুরুষার্থে বঞ্চিত থাকিব? কেন? আমার কি টাকা নাই? মনে করিলে, আমিই ত একটী ক্ষুদ্র রাজা!

যেমন কাঁচপোকা তেলাপোকা ধরিয়া তাহার উদর মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেয়; তেলা পোকা কিছু দিন সুস্থ ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, আমিও এপর্য্যন্ত সেইরূপে কাটাইলাম। পরে সেই ডিম্ব হইতে যখন কীটের সৃষ্টি হয়, তখন কীট সকল আত্মপোষণের জন্য তেলা পোকার উদরাভ্যন্তর ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে; তখন তেলা পোকার যে অবস্থা হয়, তাহা কল্পনা-সাক্ষেপ। সেই

রূপ রাজা বাহাদুর আমার হৃদয়ে যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে গাছ হইয়াছে—সেই গাছে ফুল ধরিয়াছে—ফুল ফুটিয়াছে—গন্ধ বিস্তার করিয়াছে। সেই গন্ধে প্রতিক্ষণে আমার মোহ জন্মাইতেছে,—সেই গন্ধে অন্ধ হইয়া মাতাল-রূপ মধুমক্ষিকা সকল আসিয়া জুটিতে লাগিল। মধুমক্ষিকাগণ মধুস্বরে গান ধরিলেন। সে গান আমার কাণে মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল। কখন শুনি, পবননন্দন সাক্ষী গোপাল—দেওয়ানজিই রাজা! কখন শুনি, কুবেরতুল্য ধনশালী হইয়া পরের অর্থে আমোদ করা কি দেওয়ানজি সদৃশ ব্যক্তির শোভা পায়? যাহাদের কিছু নাই, অথচ প্রাণটী সকের, তাহারাই পরের পাত চাটিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে, না হইলে উপায় নাই। দেওয়ানজি মনে করিলে পবননন্দনের দল ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। শেষের গানটি অধিকতর মিষ্ট লাগিল।

পঁচিশ হাজার টাকা দিয়া একটী বাগান ক্রয় করিলাম। নুতন জুড়ি গাড়ীও ক্রীত হইল। প্রতি শনিবারে ঐ বাগানে নাচ ও খানা হইতে লাগিল। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে বা অসঙ্গে যত বড় মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলাম, একে একে সব শোধ দিয়া ফেলিলাম। বারাঙ্গনা সুরাঙ্গনার চিরসঙ্গিনী। সহর ও সহরতলিতে যিনি যেখানে ছিলেন, আমার বাগানে সকলেই পদার্পণ করিলেন। ক্রমে আমার পাপদৃষ্টি অগম্য পথেও বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে লোকে বলিত, দেওয়ান কেদারেশ্বর বড় কাজের লোক—পবননন্দনের ঋণার্ণবে মজ্জমান বিষয় কেবল দেওয়ানের গুণেই উদ্ধার হইয়াছে। এখন "যেমন রাজা, তেমনি দেওয়ান"

বলিয়া নাম বাহির হইল। মা ত্যাগ করিলে, লোকে কু-কে সু ও সু-কে কু বলিয়া বোধ করে। এখন আমিও ঐ খ্যাতিতে সুখ বোধ করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে রাজা বাহাদুরের পিতামহীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ হইল। ঐ শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা আমার উদরস্থ হইয়াছিল। পবননন্দন এই চুরি ধরিয়া আমাকে পদচ্যুত করিলেন। এই সূত্রে রাজার সঙ্গে আমার একটী মোকদ্দমা হয়। ঐ মোকদ্দমায় মায় খরচা আমার লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। বাগান ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যয় বাড়িয়া যায় এবং ঐ ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গেই আমার উক্তরূপ কুমতির সৃষ্টি হয়। ২।৪ হাজার প্রায়ই আত্মসাৎ করিতাম। এই ব্যাপারে ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবার আর যো ছিল না। কোন খানে যাইতাম না, কয়েকটী সহচর (যাঁহারা আমার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত না খাইয়া আমাকে ত্যাগ করেন নাই) লইয়া অষ্ট প্রহর সুরাপান করিতাম। মনে মনে ভাবিতাম, পবননন্দনের ক্রোধ বৃক্ষ হইতে বরাবর যে ফল ফলিবার শঙ্কা করিতাম, এতদিনে তাহা ফলিল। এই চিন্তা মনকে যখন নিতান্ত আঘাত করিত, মন হইতে তখন তাহার এইরূপ প্রতিঘাত হইত। পদমর্য্যাদা মানুষের ঘাড়ের পাতর, ঐ পাতরের ভরে তাহারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে না, সর্ব্বদা ঐ ভারে জড়ীভূত ও সঙ্কুচিত থাকে। আমার ঐ বালাই ঘুচিয়া গিয়াছে, উত্তম হইয়াছে। এখন পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সুখের আকাশে উড়িয়া বেড়াইব।

যাঁহারা আমার বাল্যকালের সখা, আমাকে কোন কথা বলিতে যাঁহাদের সঙ্কোচ হইত না, মদে আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, আমি মদ খাই কেন? কাহাকে বলিতাম, মদে আমার শরীর ভাল থাকে, এইজন্যই মদ খাই। কাহাকে বলিতাম, আমার একটী সাংঘাতিক পীড়া সুরা দ্বারা ভাল হইয়াছে, এইজন্যই সুরাপান করি। ইত্যাদি অনেক প্রকারে অনেকের চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু মনে জানিতাম, সুখের জন্য মদ খাইয়া থাকি। পূর্ব্বে রাজাবাহাদুর বুঝাইয়াছিলেন, মদ না খাওয়া পশুত্ব,—এখন আত্মজীবনে বিংশতিবর্ষব্যাপিনী পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতেছি, মদ খাওয়া পশুত্ব। কেননা পশুরা স্বভাবের উপর থাকিয়া যেরূপে যে যে জাতীয় সুখ সকল উপভোগ করে, আমি সুরা দ্বারা স্বভাবকে উত্তেজিত করিয়া কেবল সেই জাতীয় সুখই উত্তমরূপে উপভোগ করিয়াছি। তবে পশুতে আর আমাতে ভিন্নতা রহিল কোথায়? আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়সেবা পশুরও যেমন, আমারও তেমনি। আমি যেমন গীতবাদ্য শুনিয়া সুখবোধ করি; পক্ষীর স্বর, বংশীধ্বনি, জলদনিনাদ প্রভৃতি শুনিয়া পশুরাও সেইরূপ সুখভোগ করে। তবে পশুতে আমাতে ভিন্নতা কই? ভিন্নতা কেবল দেহের গঠনে এবং আত্মরক্ষণোপায়ের প্রকার ভেদে। তাহা লইয়া ত মানুষের গৌরব করা যায় না। অধিকন্তু কখন কখন মলমূত্র মাখিয়া, ভোজনপাত্রে বমি করিয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া, অনুপভোগ্যা রমণীতে উপগত হইয়া পশুর 'অধম' হইয়াছি। কেন না এই

সকল অনুষ্ঠান পশুজীবনে কদাচ দৃষ্ট হয়। তন্ত্রে যে পশুভাব ও বীরভাবের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ অন্য প্রকার। সুরা দ্বারা বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়গণকে উত্তেজিত করিয়াও ভোগাসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক সেই শক্তি ভজন সাধনে নিয়োজিত করা। ইহাই প্রকৃত বীরভাব। মাতাল ভাইগণ, তোমরা হয় ত আমাকে নিমক্-হারাম বলিবে। কেন না যে সুরাদেবীর পূজার্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সেই সুরার নিন্দা করিতেছি। এ নিন্দা নহে—ব্যাজস্তুতি। তিনি যে অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বৈকুণ্ঠবাসীকে নরক দর্শন করান, এ নিন্দায় তাঁহার সেই শক্তির মহিমা প্রকাশ হইতেছে!

রাজবাড়ীর চাকরি গেল। স্বাধীন হইলাম, মনের সাধে ইয়ারকি আরম্ভ করিলাম। কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু বসিয়া খাইলে কুবেরের ভাণ্ডার ফুরাইয়া যায়। আমার কেবল বসিয়া খাওয়া নয়; মদ ও অন্যান্য বাজে খরচে মাসে পাঁচ শত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। নরত্ব পশুত্বের কথাটা এক একবার মনে উঠে; কিন্তু ঝাঁটা মারিয়া বিদায় করি। যাহা হউক, বৎসর দুই তিনের মধ্যেই সঞ্চিত অর্থের অবশেষ নিঃশেষ হইল। ভূমি সম্পত্তি করিলে পাছে প্রভু পক্ষের চক্ষুঃশূল উপস্থিত হয়, এজন্য ভূসম্পত্তি করি নাই। কেবল নগদ টাকা রাখিয়াছিলাম। আর ধর্ম্মপত্নীর নামে বার্ষিক যে বার শত টাকার সম্পত্তি ছিল, এক্ষণে তাহাতেই কোনক্রমে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে ইয়ারকি হয় না। এখন আমার হৃদয়স্থ সংহার বৃক্ষের ফল ধরিয়াছিল। প্রতিদিন দুই চারি জন

ইয়ার লইয়া মদ খাইতেই হইবে। এরূপ আচরণে কি হই-
তেছে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, মনে এ চিন্তার ছায়ামাত্রও
পতিত হইত না। স্ত্রীসম্পত্তিটী কোন গতিকে হস্তান্তর করিতে
পারিলে এককালে অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা হাত লাগিবে
এবং তদ্দ্বারা কিছুকাল উত্তমরূপে চলিতে পারে। এই চিন্তা
সর্ব্বদা, এবং ইহার পরামর্শদাতাও অনেক। সরলা রমণীকে
ভুলাইতে কতক্ষণ? শীঘ্রই কার্য্য শেষ হইয়া গেল।

ইহার পর এরূপ কতকগুলি সাংঘাতিক ঘটনা আমার
জীবনে ঘটিয়াছিল, যাহা কোন ব্যক্তি সমুখে প্রকাশ করিতে
পারে না। তবে আমার নাকি পাপ চতুষ্পাদ পূর্ণ হইয়াছে
এবং প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাই আজ মনের
কবাট উদ্‌ঘাটিত করিয়া মুখের আবরণ দূর
করিয়াছি। যদি বল, প্রায়শ্চিত্ত করিব, তাহাতে মনের
কবাট ও মুখের আবরণ খোলা কেন? "—কার্ষাপণি-
দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং বিদূষাম্পরামর্শঃ" ই ত ভাল। এ
পরামর্শ বৈধী সম্প্রদায়ের পক্ষে; আমার জন্য নহে।
শাস্ত্রের বিধি নিষেধ অনুসারে যাহাদের চরিত্র সংগঠিত
হয়, শাস্ত্র যাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করে—কার্ষাপণি
দানে তাহারাই শাস্ত্রানুসারে ধৌতকল্মষ হইতে পারে।
আমি ভাগ্যহীন, তাই এরূপ প্রায়শ্চিত্ত আমার নহে।
কেন না শাস্ত্রসহ আমার অচ্ছিদ্রাবধারণ। তবে কি আমার
পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই? শাস্ত্রবিশ্বাস পরিশূন্য পাষণ্ডের
জন্য শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না জানি না, কিন্তু
প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্ত আছে। এক একটী পাপের কথা মুখে

প্রকাশ করিতেছি, আর যেন হৃদয়ের কিঞ্চিৎ ভার কমিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে জল আসিতেছে;—বোধ হইতেছে, যেন হৃদয়ের যে স্থানে ঐ সকল পাপ ছিল অশ্রু সেই স্থানে ধৌত করিয়া লোচন পথে বাহির হইতেছে। তাই বলিলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে পাপের কথা প্রকাশ করাই প্রত্যক্ষ প্রায়শ্চিত্ত। পাপ-স্বীকার-জনিত অশ্রু যে কেবল হৃদয়ের মালিন্য দূর করে, তাহা নহে; হৃদয়ের কোন গূঢ়তম প্রদেশ হইতে আনন্দ-কণিকা সকলও ভাসাইয়া আনে। এই জন্য ভাবি, চিত্ত যেন আমার নহে,—পরের জিনিস্। সেই পর—এমন তেমন নহে—নিত্যানন্দ! চিত্ত বা চৈতন্য সেই নিত্যানন্দের বিলাসভূমি। আমি বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অপবিত্র করিয়াছি,—পাপ-রূপ আবর্জ্জনায় পূর্ণ করিয়াছি। দেখিলাম, পরের জিনিস জোরে দখল করিয়া মঙ্গল হইল না। তাই যার জিনিস তারে ফেরত দেওয়া স্থির করিয়াছি। ফেরত দিতে হইলে জিনিস্‌টী যেমন ছিল, তেমনি করিয়া দেওয়াই উচিত। এই জন্য চিত্ত হইতে সমুদয় পাপরূপ আবর্জ্জনা দূর করিব এবং তাহা ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া নিত্যানন্দ-চরণে প্রত্যর্পণ করিব। মাতার ভাইগণ, এখন বুঝিতে পারিলে কি, যে পাপ-স্বীকার-জনিত অশ্রু আমার হৃদয়ের কোন্ গূঢ়তম প্রদেশ হইতে আনন্দ-কণিকা সকল ভাসাইয়া আনিতেছে?

স্ত্রী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইলাম, তাহাতে আমার আসর আবার গরম হইয়া উঠিল। একদিন

বোটে করিয়া জল বেড়াইতে বাহির হইলাম। প্রতি-দিনই জলপথে চলিয়া থাকি, এটা কেবল বাড়াবাড়ি! বোট ক্রমাগত জাহ্নবীর খরস্রোতে চলিতেছে—আমারও তাহার মধ্যে সঙ্গিগণ সহ যাহা চলিবার তাহা চলিতেছে। ইতিমধ্যে দেখিলাম, কয়েকটী লোক একটী শব দাহ করিতেছে—একটী পরমা সুন্দরী যুবতী চিতাভিমুখিনী হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহার কাতর ভাব দেখিয়া এবং অন্য কারণে বুঝিলাম, তাহারই স্বামীর দাহ হইতে-ছিল। এই সময়ের ঘটনা মনে করিতে আমি যেন আত্ম-হারা হইতেছি। যুবতীকে বলপূর্ব্বক বোটে তুলিয়া বেগে প্রস্থান করিলাম। তাহার প্রতি যে আচরণ করিলাম, তাহা পশ্বাচার বলিলে পশুগণেরও অবমাননা করা হয়। কেন না মদোন্মত্ত মনুষ্য ভিন্ন কোন পশুতে সে পাপ জানে না। পতি-বিয়োগ-বিধুরা সাধ্বীশরীরে আমার ন্যায় নরক-কীটের দংশন হইল। অনন্তর সেই বিপদ বিহ্বলা অসহায়া অবলাকে গঙ্গা-সলিলে বিসর্জ্জন করিয়া চলিয়া গেলাম। তবে এতৎসম্বন্ধীয় পরবর্ত্তী ঘটনায় জানিতে পারি যে, ঐ রমণী জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে নাই—বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহাতে আমি বিচারালয়ে নীত হই। এই মোকদ্দমায় আমাকে তিন হাজার টাকা ব্যয় করিতে ও তিন বৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইয়াছিল। তোমরা হয়ত বলিবে, ঐ শ্রীঘর-নিবাসেই আমার ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমি জানি, তাহাতে আমার প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই,—আমার

প্রায়শ্চিত্ত আজ হইতেছে। মেয়াদ খাটায় এই হইয়াছিল যে, আমি জেলে যাইবার পূর্ব্বে এককর্ণ ছিলাম, জেল হইতে বাহির হইয়া বিকর্ণ হইলাম। পূর্ব্বে যাহার বাবা দাদার সঙ্গে মদ খাইতাম, এখন 'তাহার' সঙ্গে খাইতে লাগিলাম। পূর্ব্বে রাত্রি ভিন্ন বেশ্যালয়ে যাইতাম না, এখন দিবাভাগেও যাইতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে যাহারই হউক, একটা গৃহ মধ্যে মদ খাইতাম, এখন প্রকাশ্য পথের ধারে মদের দোকানে বসিয়া সকলের সমক্ষে খাইতে লাগিলাম। রাজদণ্ডে আমার ইত্যাদি প্রকার শিক্ষোন্নতি হইয়াছিল।

ওহাবি, ফেনিয়ান, নিহিলিষ্ট প্রভৃতি যত ফ্রীমেসোনিক্ সম্প্রদায় আছে, তাহারা আবশ্যক মতে অনায়াসে আত্ম-পর নিধন করিয়া থাকে। সমাজ বা ধর্ম্মের অনুরোধে কি আত্মীয় কি পর, যাহাকে যখন প্রয়োজন হয়, বধ করিয়া ফেলে। মাতাল ভাইগণ,—এ কথাটা ভাল শুনা-ইতেছে না। পাগলকে—পাগল, মূর্খকে—মূর্খ বলিলে বড় বাজে। এজন্য আমাদের ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী ব্যাকরণ-দেবীর চরণ স্মরণ করিয়া একটী পদ সাধিয়া লওয়া যাউক। "বিকৃত ভক্ত হিতস্বার্থাদৌ"—এই সূত্রানুসারে সুরা শব্দের উত্তর ভক্তার্থে 'অ' প্রত্যয় করিয়া "সৌর" পদ সিদ্ধ হইল। সৌর অর্থে সুরা-ভক্ত। তোমরা এতক্ষণ 'মাতাল ভাইগণে' যাহা বুঝিয়া আসিলে, অতঃপর 'সৌর ভ্রাতৃ-গণে'ও তাহাই বুঝিও। তবু কথাটা শুনিতে একটু মিষ্ট হইল। যতক্ষণ আবেশ থাকে, ততক্ষণ সুখজনক চিত্তো-

স্বাদে কতই স্ফূর্ত্তি হয়! কত কথা কহিতে ইচ্ছা করে, কহিয়া কত সুখ হয়। আবেশ দূর হইলে কিছুই ভাল লাগে না। প্রকৃতি রুক্ষ হইয়া উঠে। চিত্তের ব্যাসঙ্গ জন্মে, চিন্তামালার সূত্র ছিন্ন হয়, কথায় কথায় কথার খাই হারায়। এখন আমার সেই দশা উপস্থিত। কি বলিতে বলিতে—কি বলিতেছি। সৌরভ্রাতৃগণ, তোমরা বেশ জান যে, ইহা কি? এবং এ রোগের ঔষধ কি? আমিও জানি যে এ 'খোঁয়ারি' রোগের ঔষধ কি? কিন্তু আমার আর ঔষধ সেবনের সময় নাই—আমার কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত। সৌরগণ, বলিতেছিলাম কি, যদি তোমাদের মধ্যে ঐরূপ কোন সম্প্রদায় থাকে, তবে আমার ন্যায় বিশ্বাসহন্তাকে বধ করিয়া ফেল—তোমাদেরও মুখ রক্ষা হউক, আমারও স্মৃতির অগ্নি নির্ব্বাণ হউক।

এক দিন সন্ধার পর বাটী হইতে বাহির হইলাম। কোন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল। আমার নিমন্ত্রণ খাওয়া কিরূপ, তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতেছ, বিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। কি করিতে করিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা স্মরণ হয় না। কিন্তু রাত্রি ৩টার সময় জাগরিত হইয়া দেখিলাম, থানায় এক খানা মরা-ফেলা খাটের উপর শুইয়া আছি। তখন চৈতন্য দেবের একটু আবির্ভাব হইয়াছিল, এই জন্য বড় লজ্জা ও ভয় হইল। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি এখানে কেন? প্রহরী কহিল গণেশ মুখোপাধ্যায় রাত্রি দশটার সময় আপনাকে চোর বলিয়া পুলিশে দিয়া গিয়াছেন। গণেশ মুখুর্য্যের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, সব বৃত্তান্ত

বুঝিতে পারিলাম,—লজ্জায় মাথা খসিয়া পড়িতে লাগিল। গণেশ আমার আত্মীয় প্রতিবেশী। তাহার যুবতী ভার্য্যা মনোমোহিনীর প্রতি আমার বড় ঝোঁক; কিন্তু কখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ বা আলাপ করিতে পারি নাই। একদিন একটী টাকার পুঁটুলি তাহার বাটীতে ফেলিয়াছিলাম,—শুনিয়াছি, সে তাহাতে অনেক কাঁদিয়াছিল এবং টাকা ফেরত পাঠায়। অদ্য সন্ধ্যাকালে তাহার চিন্তা করিয়াছিলাম। বোধ হয়, তাহাই এই পুলিশে আসার কারণ। দারোগাকে ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। দারোগা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, আমি চুরি করিতে যাই নাই; সুতরাং কহিলেন, বুড়ো বয়সে মদ খাইয়া গৃহস্থের বাড়ী অত্যাচার করিতে যাও, একটু লজ্জা হয় না? এই সময় একটী কথা মনে হইল, ভাবিলাম এক সময়ে যে দারোগা আমার ছায়া স্পর্শ করিতে কম্পিত হইত, সে আজ আমাকে আমার গুরুতর দুষ্কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিতেছে; ধন্য মদ খাওয়া! তখন ত আর সে আমি ছিলাম না, অন্ধকারে জোনাকি-দীপ্তির ন্যায় কেবল ক্ষণে ক্ষণে পূর্ব্ব স্মৃতির উদয় হইত। দারোগার পায় ধরিলাম। দারোগা বলিলেন, এই উপলক্ষে আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিতে পারি, কিন্তু——। আমি 'কিন্তু'র অর্থ বুঝিলাম। ৫০টী টাকা প্রণামী দিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইলাম।

ভাবিয়াছিলাম, আজ মনের সকল আলাই বালাই দূর করিয়া চিত্তভূমিকে স্মৃতির অনলে শোধিত করিব, অনন্তর পরিষ্কৃত ও ধৌত করিয়া অবশিষ্ট জীবন সুখ ও শান্তি ভোগ

করিব। কিন্তু তাহা হইল না। কেন না আমি এত পাপী —মদ আমার হৃদয়-ভাণ্ডারে এত পাপের বস্তা বোঝাই করিয়াছে যে তাহা খালাস করা আমার অসাধ্য। মনে আসে ত মুখে আসে না, মুখে আসে ত বাক্যে আসে না। আমার সম্মুখের দন্তগুলি যে কেন অকালে পতিত হইয়াছে, দক্ষিণ পদ খানি যে কেন ভগ্ন হইয়াছে, কেন যে তিন বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়া কাশী বাস করিয়াছিলাম, কেন যে আমার সাধ্বী ধর্ম্মপত্নী পুরাতন বাটীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে অন্নাচ্ছাদন-অভাবে অহর্নিশ রোদন করিয়া থাকেন, এসকল কথা কেমনে প্রকাশ করিব। কে যেন আমার মুখ চাপিয়া ধরি-তেছে, আর বলিতেছে,—"বাতুল, এ সকল কথা প্রকাশ করিয়া দুর্লভ মনুষ্য জীবনে ঘৃণা জন্মাইয়া দিস্ না!" কিন্তু যখন হলপ্ পড়িয়াছি, তখন জবানবন্দি এককালে চাপিলে চলিবে কেন? সঙ্কেতে বলি, তোমরা বুঝিবার চেষ্টা কর। আমার বালবিধবা যুবতী কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, বিমাতা এবং ভাগিনেয়ী ইহারাই যথাক্রমে উপরি উক্ত ঘটনা চতুষ্টয়ের কারণ। কিন্তু কারণই যে ইহার আদি কারণ, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা নাই। আর একটা কথা শুনিলে তোমরা বিস্মিত হইবে। এতক্ষণ যাঁহাকে আমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিলাম, অদ্যাপি যিনি আমার গৃহে অবস্থান করিতে-ছেন, তিনিই শেষোক্ত ব্যক্তি। ধর্ম্মপত্নী বার শত টাকা আয়ের সম্পত্তিশালিনী হইয়াও বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন।

আর না, যথেষ্ট হইয়াছে। সৌর ভ্রাতৃগণ, তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, "আমার ন্যায় নর-পিশাচ মাটীর উপর নাই!

তোমরাও মদ খাইয়া পাপাচার করি বটে ; কিন্তু এত নয়।” অথবা তোমাদের মধ্যেও কেহ আমার জ্যেষ্ঠ, কেহ পিতা, কেহ বা পিতামহও থাকিতে পারেন। তাঁহাদের চরণে কোটী কোটী প্রণাম।

পিতা অনেক যত্নে আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, মানুষ হইব বলিয়া। সকলের পিতাই তাহাই করে। কিন্তু লেখা পড়া শিখিয়া কয়টা মানুষ হয়, দেখিতে পাই না। তবে বাহিরে মানুষ অনেক—ভিতরে আমার মত অনেক। আমি ধরা দিলাম—তোমরা ধরা দেও না—এই মাত্র বিশেষ। ভাই সকল, সংসারের অনেক উপভোগ করিলে—উপভোগের সার সুরাপানের চূড়ান্ত করিলে। তাহার ফলাফলও দর্শন করিতেছ। তোমাদের পায়ে পড়ি, ভোগে বেশি সুখ—কি ত্যাগে বেশি সুখ, এই পরীক্ষাটা কেন একবার কর না। যখন সুখের সওদা করাই তোমার লক্ষ্য—তখন সস্তা কেনাই চতুরতা!

সৌর ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কাহার কিরূপে সুরাপান অভ্যাস হইয়াছে, তাহা তোমরাই জান। কেহ কেহ পৈতৃক রোগে আক্রান্ত হইয়াছ,—কেহ কেহ মনুষ্যজীবনের সুখ খুঁজিতে খুঁজিতে সুরাকে সার ভাবিয়াছ,—কেহ কেহ সংসারের মায়াসাগরে মগ্ন হইয়াছ। এমন মনে করিও না যে, তোমাদের ঐ রোগ অচিকিৎস্য। যেমন এই প্রাকৃত জগতে নানাবিধ দ্রব্যে প্রস্তুত অনেক মদের দোকান আছে—তেমনি অপ্রাকৃত জগতে কোন দ্রব্য হইতে প্রস্তুত নহে এমন অনেক মদের দোকান আছে। আবার ঐ সকল

দোকানে নিত্য নূতন আমদানি। ভাই সকল, সেই মদ কেন ধর না? বঁাধনের কোলে বঁাধন দিলে পূর্ব্ব বঁাধন শিথিল হয়। তবে যদি তোমাদের মধ্যে কেহ বল যে, জড়-সুখ ব্যতিরেকে আর কোন সুখ আছে, একথা যে বলে, সে বানর। আমি তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করি—নিকটে যাইতে ভয় হয়। সহজ ভয় নহে,—"ব্যাঘ্রাৎ বিভেতি।"

লোকে বলে, মরিবার সময় রোগ থাকে না। হরি! হরি! আমারও তাই হইয়াছে। মদের দায়ে অতুল ঐশ্বর্য্য হারাইয়া, অতুল মান মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়া, মানসিক বৃত্তি-নিচয়কে দুষ্কৃতির চরণে বলিদান দিয়া সামাজিক জীবন মুমূর্ষু হইয়াছে, এখন আমার মদে অরুচি হইল। এই সুমতি যদি পূর্ব্বে হইত তাহা হইলে অর্থাদির দ্বারা মনুষ্যত্ব করিতে পারিতাম। তবে কি যাহাদের ঐশ্বর্য্য নাই, তাহারা মনুষ্যত্ব করিতে পারে না? পারে বই কি। দরিদ্র কিছু না করিয়াও মনুষ্যত্ব করিতে পারে এবং ইহাই নিটন মনুষ্যত্ব। ধনিগণ ধন দ্বারা অপরের দুঃখ দূর করিয়া, মনুষ্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া—বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রচারের উপায়—ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া মনুষ্যত্ব করিতে পারে। কিন্তু করে কয় জন? শুঁড়ির উদর পূরণেই সকলেই ব্যস্ত। আর আমি? সুরাপান না করিয়া, চুরি না করিয়া, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ না করিয়া, অগম্য গমন না করিয়া, ঈশ্বর ও পরকালে অবিশ্বাস না করিয়া, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের উৎকর্ষসাধনে ঔদাস্য না করিয়া, আত্মবুদ্ধির উপর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভারার্পণ না করিয়া,

ভোগ-সুখকে পরম পুরুষার্থ মনে না করিয়া, প্রকৃতির পাশব-প্রভাবের নিকট পরাজয় স্বীকার না করিয়া, সামাজিক ও পারিবারিক নীতির মস্তকে কুঠারাঘাত না করিয়া, অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া পরের মনে বেদনা প্রদান না করিয়া, ফলে ঈশ্বর আত্মসাদৃশ্যে যে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জীবের—সেই মনুষ্যের হৃদয়ে পিশাচের রাজ্য আনয়ন না করিয়া, ভগবদ্‌জ্ঞান ও ভগবৎ-প্রেম-জনিত অপার্থিব সুখ, যাহাতে কেবল মনুষ্যেরই একাধিপত্য, সেই সুখে অনাস্থা না করিয়া, ইত্যাদি প্রকার অসংখ্য কার্য্য না করিয়া মনুষ্যত্ব করিব। আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, এ ভোজবাজিতে——এ ফক্কা মনুষ্যত্বে তোমাদের মন ভিজিবে না। এখন আমার ভাবনা হইল। কি ছাই ভস্ম বকিলাম। গঙ্গাযাত্রার গান করিলাম। "ভায়াদের" মনে "চট লাগে" এমন কিছু বলিতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে আমার সৌর জ্ঞাতিগণকে চটাইলাম। হয়ত, আমি মরিলে আমার বাসি মরা দুয়ারে পড়িয়া থাকিবে—বৃষ তোলার দিন লোক যুটিবে না। যা জান, তাই কর ভাই সকল, আমি চম্পট!

মা সুরাসুন্দরি! তোমার চরণে সাষ্টাঙ্গ,—সাষ্টাঙ্গ কি?—চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি সহ প্রণাম করি। তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তোমার প্রসাদেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তুমিই সর্ব্বস্বান্ত করিলে. তাই স্ত্রীর কাপড় চুরি করিয়া মদ খাই এবং তাঁর কাপড় চুরি করিয়াছিলাম বলিয়াই তিনি রোদন করিলেন। সেই রোদন-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিয়াই আমার নিদ্রাভঙ্গ করিল। অতএব,—"আমি মরা তুমি খাট, তুমি

আমার নিমতলা-ঘাট, তুমি আমার সুঁদরি কাট মা, তোমার পোড়ায় পুড়ে মরি ; এজন্মে, পরজন্মে, শত জন্মে, সহস্র জন্মে, দূর হতে তোমায় মাগো, আমি যেন প্রণাম করি।”

ইতি শ্রীমাতালের নিদ্রাভঙ্গ নাম সপ্তমাধ্যায়।

অষ্টম পত্র।

হিন্দুধর্ম্মের দিগ্বিজয়।

আমার নাম “রাসভ রাজ চীৎকার চুঞ্চু।” পাঠকগণ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পত্রে দুইবার আমার দর্শন পাইয়াছ। আবার তোমাদের ভাগ্য প্রসন্ন, কেন না আবার তোমাদিগকে চরিতার্থ করিবার জন্য তৃতীয় বার দর্শন দিলাম। কোন কোন স্থানের কৃষকেরা জলি ধান্যের বীজ মৃত্তিকাবর্ত্তুলের অন্তর্গত করিয়া সুদীর্ঘ নল দ্বারা নদী গর্ভে নিক্ষেপ করে। তাহাতে বীজগুলি সহজেই নদীতলস্থ মৃত্তিকা প্রাপ্ত হয়, স্রোতে ভাসিয়া যায় না। পঞ্চম পত্রের “শুষ্কবীজ” এ প্রণালীতে বপন করা হয় নাই। সুতরাং তাহা প্রবাহের খর স্রোতে কোন চুলায় গিয়াছে। গৃহিণী বলিতেছেন, “আমি বন্ধ্যা—আমার গর্ভে সন্তান হইল না যে তদ্দারা তোমার নাম থাকিবে। দুই একটা বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে

পারিলেও লোকে ফল পাইবে, আর তোমার নাম করিবে।"
তোমাদের বেশ জানা আছে যে, আমি কখন গৃহিণীর কথা অমান্য করি না। এই জন্য অনেক যত্নে, আর একটী জলি ধান্য বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ ও হিন্দুধর্ম্ম রূপ সুদীর্ঘ নলের মধ্যগত করিয়া প্রবাহে নিক্ষেপ করিলাম। যেমন আম্রের নাম 'গোপালে ধোপা', ফুলের নাম 'রাজা নর্সিং' তেমনি ঐ বীজ হইতে যে ধান হইবে, তাহার নাম 'রাসভরাজী'। রাসভরাজী ধানটা যে দেখিতে বা খাইতে বড় ভাল হইবে, এরূপ বোধ হয় না। তোমরা উহার ভাত খাইতে না পার কিছু কিছু ঘরে রাখিও; ভিখারিকে ভিক্ষা দিলেও ত চলিবে। ফলে, ঐ ধান ঘরে রাখিয়া ভিক্ষাই দেও, আর উহার ভাত খাইয়া উদরাময়ে আক্রান্তই হও, রাসভ-রাজের নাম করিতেই হইবে। চাউলগুলি ভাল হইলে বলিবে, রাসভ এমন উত্তম চাউলের সৃষ্টি করিয়া দেশের কি উপকারই করিয়াছে; নয় বলিবে, শালার চাউল খাইয়া পেটের পীড়ায় মারা যাই। এই বই ত নয়? তাহাতে ক্ষতি নাই। পৃথিবীতে নাম থাকার প্রথাই এই। ভাল মন্দ এক গাছের ফল। ভাল কাজ করিয়া যদি নাম থাকে, মন্দ কাজ করিয়া কেন না থাকিবে? যাহারা পৃথিবীকে লুণ্ঠন ও শোণিতাক্ত করিয়া গিয়াছে, প্রতিদিন তাহাদের নাম না করিয়া জল গ্রহণ কর না। তবে আমার ধান খাইয়া আমার নাম করা কি এতই ভার হইবে?

শুষ্কবীজ।

কোন বৃক্ষের মূল হইতে ক্রমান্বয়ে ফল পুষ্পাদির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অন্তঃকরণে একরূপ এবং ফল পুষ্প হইতে ক্রমান্বয়ে মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অন্যরূপ ভাবের উদয় হয়। প্রথমে একটী মাত্র কাণ্ড, পরে স্কন্ধ, পরে একটী বৃহৎ শাখা ইত্যাদি ক্রমে বৃক্ষের সংখ্যাবধারণে আশা হয়; এবং যদিও আপাততঃ দৃষ্টিতে এককালে কোন বৃক্ষের অসংখ্যপ্রায় শাখাপল্লবের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তাহার সংখ্যাবধারণে সমর্থ হইয়া মূল পাইবার আশা থাকে না, কিন্তু সহিষ্ণুতা সহকারে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে অবশ্যই তাহার সংখ্যা জ্ঞাত হইতে ও একমাত্র কাণ্ডে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে। জগৎ কার্য্যেও প্রায় এইরূপ ঘটে। এককালে জগতের সংখ্যাতীত কার্য্য নয়নপথে পতিত হইলে ও বিবেচনা পূর্ব্বক দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারিলে, সেই সমস্ত নিয়ম স্রোতের একমাত্র প্রস্রবণ আবিষ্কৃত করা যায়। জগৎ-কার্য্যের নিয়ম এক, দুই নহে।

জড় ও তাহার গুণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ; তৎসংসৃষ্ট কোন কথায় লোকের অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। অগ্নি ও বিদ্যুতাদি জড় না হইলেও ইহাদিগকে জড়ের অন্তর্গত করা গেল। পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত পদার্থ, পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট, কাল সহকারে তাহার অংশরূপে পরিণত ও তৎসহ মিতি হইয়া যায়। অতএব ইহাতে এই নিয়মের উপলব্ধি হয় যে, জড়গণের মধ্যে বৃহত্তম, পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রগণকে আপনার দিকে

আকর্ষণ করে, এবং স্বসদৃশ করিয়া আপনার সহিত মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাই জড়ের অব্যর্থ প্রকৃতি। জড়গণের এইরূপ মিলনে এক বিচিত্র ঘটনা দৃষ্ট হয়; আকর্ষক ও আকৃষ্ট এই উভয়ের সম্বন্ধানুসারেই ঐ ঘটনার তারতম্য হইয়া থাকে।

প্রথমটী অত্যধিক প্রবল হইলে মিলনকালে দ্বিতীয়টী কিয়ৎ পরিমাণে প্রথমের রূপ ধারণ করিয়া মিলিত হয়। অগ্নি ও তৃণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে, তৃণ প্রথমে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত, পরে অগ্নির ন্যায় দীপ্ত ও অবশেষে তৎসহ মিলিত হইয়া যায়। পদার্থ দুইটীর প্রাধান্যে অধিক বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, দুইটী, কিয়ৎপরিমাণে, দুইটীর রূপ ধারণ করে; পরে অপেক্ষাকৃত প্রবলের সহিত ক্ষুদ্রটী মিলিয়া যায়। জল ও মৃত্তিকার মিলন কালে স্পষ্ট দেখা যায়, জল কিয়ৎ পরিমাণে স্বকীয় তারল্য ভাব পরিহার পূর্ব্বক মৃত্তিকার কাঠিন্য ভাবের কিয়দংশ গ্রহণ করে এবং মৃত্তিকা, কিয়ৎপরিমাণে, নিজ কাঠিন্য ভাব ত্যাগ করিয়া জলের তারল্য ভাব গ্রহণ করে। উভয়ের পরিমাণ অধিক বিষম না হইলে, উভয়ে মিলিত হইয়া আর্দ্র মৃৎপিণ্ডরূপে পরিণত হয়। জল অধিক হইলে মৃত্তিকাকে জলবৎ তরল করে এবং মৃত্তিকা অধিক হইলে জল তাহাতে অলক্ষিত ভাবে শোষিত হইয়া যায়। এইরূপ জড়গণের মিলন কালে পরস্পরের প্রকৃতি অনুসারে পরস্পরের অবস্থান্তরের তারতম্য হইয়া থাকে।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়কে চিৎ জড় কিম্বা অধ্যাত্ম পদার্থ কহে। জড় প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় শক্তি প্রভাবে ঐ চিৎ

জড়েও পরস্পরের আকর্ষণ শক্তির কার্য্য লক্ষিত হয়; সুতরাং তাহাতেও অবিকল ঐ সকল নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ স্থলে অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া কেবল সর্ব্বজন-পরিচিত "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" এই শ্লোকাংশের উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। অর্থাৎ আমরা নিজে মন্দ হইয়া যদি অধিকতর ভাল সংসর্গে মিলিত হইবার চেষ্টা করি, আমাদিগকে নিশ্চয়ই কিয়ৎপরিমাণে ভাল হইতে হইবে, এবং ইহার বৈপরীত্যে নিশ্চয়ই বিপরীত ফল সংঘটিত হইবে। এ দেশের যে সকল ব্যক্তি বিলাত গিয়া তথাকার প্রবলতর ইংরাজ-সমাজে কিছুকাল অবস্থিতি করেন, এই কারণেই তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে সাহেব হইয়া ফিরিয়া আইসেন। কিঞ্চিৎকাল মন স্থির করিয়া চিন্তা করিলে সকলেই চক্ষের উপর ইহার ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাইবেন।

রাজব্যবস্থা, সামাজিক নিয়ম প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মও একটী অধ্যাত্ম পদার্থ। পৃথিবীতে বিবিধ ধর্ম্ম প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া আছে। সকল ধর্ম্ম-প্রণালী সমান নহে। কেহ প্রবল কেহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। দেশাধিকার, সভ্যতা ও বাণিজ্যের বিস্তার সহকারে সকলের পরস্পর সংযোগ সংঘটিত হয়। যখন ধর্ম্ম অধ্যাত্ম পদার্থ, তখন ঐ সংযোগও যে পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

ভারতবর্ষবাসী আর্য্য জাতির অবলম্বিত সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত উক্ত কারণে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের সংযোগ

উপস্থিত হইয়াছে। এই সংযোগ ১২০ সাল হইতে আরম্ভ হয়। যখন দেখা যাইতেছে হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মের সহিত সহস্র বর্ষের অধিক কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও অদ্যাপি জীবিত আছে, এবং কিয়ৎপরিমাণে শোষোক্ত ধর্ম্মদ্বয়কে উদরসাৎ করিয়াছে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উপরি উক্ত ধর্ম্মত্রয়ের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম অধিকতর জীবনী শক্তি সম্পন্ন। হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান ও খৃষ্টধর্ম্মকে কিয়ৎ-পরিমাণে উদরসাৎ করিয়াছে, এ বিষয়ে কাহারও সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই; যেহেতু কিঞ্চিৎ পরেই আমি তাহার স্পষ্টই প্রমাণ প্রদর্শন করিব।

কলিকাতা, বোয়ালিয়া, রাণাঘাট, শান্তিপুর, পাবনা, ঢাকা, নবদ্বীপ, বেহালা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ধর্ম্ম-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বা হইতেছে, তাহাও ঐ জড়প্রকৃতির কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা প্রদর্শন করা এবং ঐ সকল সভার সভ্য মহোদয়গণকে ঐ প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করাই আমার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। আমি পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, যে দুইটি পদার্থ পরস্প-রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তাহাদিগের শক্তির তারতম্য থাকিলে, অপেক্ষাকৃত প্রবলটী দুর্ব্বলটীকে আত্মসাৎ করি-বার জন্য কিয়ৎপরিমাণে দ্বিতীয়টীর ভাব ধারণ করে। যেমন মৃত্তিকা-রাশি কিঞ্চিৎ জলকে শোষণ করিবার সময় কিঞ্চিৎ জলীয় ভাব ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ যখন প্রবলতর হিন্দুধর্ম্মের সহিত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল মুসলমান-ধর্ম্মের সংযোগ উপস্থিত হইল, তখন হিন্দুধর্ম্ম মুসলমান-

ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে মহম্মদীয় রূপ গ্রহণ করিল। হিন্দু ধর্ম্মের ঐ সকল মহম্মদীয় রূপের নাম যথা,—নানকসাহী, বাবালালী, কবীরপন্থী, গৌরাঙ্গী প্রভৃতি। * * "ঐ সকল মত মুসলমানদিগেরও নিতান্ত অগ্রাহ্য হয় নাই। ফলতঃ অনেকানেক মুসলমানও ঐ সকল মত-বাদ গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া গিয়াছিল, এবং যদি কারণান্তর প্রতিবন্ধক না হইত, তবে যে তাহারা সকলেই কাল-ক্রমে হিন্দু হইয়া যাইত, তাহা নিতান্ত অসম্ভবপর বোধ হয় না।" যাঁহাদিগের প্রাগুপ্ত মত সকলের বিষয় অল্পই জানা আছে, তাঁহারা সত্যপীর, মাণিকপীর প্রভৃতিকে অবশ্যই চিনেন। যাহা হউক, ঐ রূপে রূপান্তরিত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অনেকাংশে মুসলমানধর্ম্মকে উদরসাৎ করিয়াছে, তাহার সংশয় নাই।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে এ দেশে ইংরাজ-গণের আগমন সহকারে হিন্দু ধর্ম্মের সহিত খৃষ্ট-ধর্ম্মের সংযোগ উপস্থিত হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্ট-ধর্ম্মকে আত্মসাৎ করিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে খৃষ্টীয় রূপ গ্রহণ করিল; খৃষ্টীয় রূপের নাম আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম। আধুনিক শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য, বৈদিক ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত উহার অনেকাংশে ভিন্নতা আছে। যেমন মৃত্তিকারাশির নিকট জল-বিন্দু অতি সামান্য, হিন্দু ধর্ম্মের নিকট খৃষ্ট-ধর্ম্ম তদ্রূপ নহে। এই জন্য হিন্দু ধর্ম্মের স্বকীয় খৃষ্টীয় রূপকে বিশেষ বলবান্ করিতে হই-য়াছে। সেনাপতি কিম্বা অধীন রাজগণ অধিকতর প্রবল হইলে প্রায়ই প্রধান রাজার অবাধ্য হইয়া উঠে। সেনা-

পতি মহবৎ খাঁর হস্তে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অবরোধের ন্যায় সুস্পষ্ট উদাহরণ ইতিহাসে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্মকে স্বায়ত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ সেনানীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ সেনানী কাল সহকারে বলবান্ হইয়া স্বীয় প্রভুকে অতিক্রম করিবার উপক্রম করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম নিশ্চেষ্ট নহেন, তিনি ঐ সেনানীর বল ক্ষয়ার্থ নিরন্তর চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ঐ প্রাকৃতিক চেষ্টা কিম্বা জড় শক্তিই অধুনাতন ধর্ম্ম-সভা সকলের উৎপাদক। অতএব আমার প্রথম উদ্দেশ্যের বক্তব্য হইতেছে যে, হিন্দুধর্ম্ম স্বয়ং সম্পূর্ণ রূপে অবিকৃত থাকিয়া স্বকীয় খৃষ্টরূপ কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্মকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না; তিনি অবশ্যই "যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে" এই হিরণ্ময়ী মহা বাক্যের অনুসরণ করিবেন। যেমন ভগবান্ স্বকীয় বরাহ মূর্ত্তির সংহার বাসনায় শরভ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বলক্ষয়ার্থ হিন্দু-ধর্ম্মকে অবশ্যই অনুরূপ রূপান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সেই রূপকে ব্রাহ্মবেশ ও ব্রাহ্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে হইবে। সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। বোধ হয় অনেকে এ গল্পটী জানেন যে, ইন্দুরের উপদ্রব নিবারণের জন্য সিংহকে বিড়াল পুষিতে হইয়াছিল। সিংহ মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও, স্বয়ং ইন্দুর মারিতে পারেন নাই। অধিক কি স্বয়ং ভগবানকেও পৃথিবীর শত্রুবিনাশোপযোগী অবতার সকল গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং হইবে। স্বরূপে বিনাশ করিতে পারেন না।

আমার বোধ হয়, আমি যাহা কিছু বলিলাম, তদ্দারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মগণের নিন্দাবাদ কি তাঁহাদিগের প্রতি প্রচুর গালিবর্ষণদ্বারা ধর্ম্মসভার সভ্যগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাঁহাদিগকে বক্তৃতা ও সভাকার্য্য সাধন জন্য অবশ্যই একটী স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রচারের নূতন পথাবলম্বন ব্যতিরেকে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ যেমন ঝটিকা, বৃষ্টিপাত প্রভৃতিতে উৎপীড়িত হইয়া বিহঙ্গমগণ উপবেশ-শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধিকতর দৃঢ় ও ঘনপল্লবাবৃত শাখান্তরাবলম্বনে চঞ্চল হয়, সেইরূপ অধুনাতন সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই নানা কারণে বহুতর লোক ধর্ম্মের একটী নূতন পথ প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র চিত্তে আশা করিতেছেন। যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের অবস্থা অনেকাংশে নিরাপদ; তাঁহাদের আশ্রয়-তরু অশনিপাতেও দগ্ধ হয় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, যদি এই সকল অবসরে ধর্ম্মসভার সভ্যগণ ধর্ম্মপ্রচারের একটী নূতন পথ বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলেই দেখিবেন যে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মবক্তৃতায় মোহিত হইয়া শত শত ব্রাহ্ম কি অন্যাবিধ ধর্ম্মজিজ্ঞাসু তাঁহাদিগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিবেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম-সভা সকলের হীনাবস্থা না হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে। মূল সত্য সকল সনাতন, তাহাদিগের নবতা ও প্রিয়তা চিরকাল অবিকৃত। তদ্ব্যতিরিক্ত সকল স্থলেই বিশেষ বিশেষ নব ভাবের প্রয়োজন, তদভাবে সকলই বিরস, সকলই অতুষ্টিকর।

ধর্ম্মসভা, হরিসভা বা বৈষ্ণবসভার অনেক সভ্যের হিন্দু-ধর্ম্মের ঐ দিগ্‌বিজয়িনী শক্তিতে আস্থা ও বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন যে, সকল স্থানের সকল ধর্ম্ম-সভাকেই পরিণামে একটী নূতন মত অবলম্বন করিতে হইবে। একটী নূতন মত উৎপাদনের জন্যই সভা সকলের সৃষ্টি। যেহেতু কাল সহকারে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ পরিবর্ত্তন স্বভাবসিদ্ধ; স্বাভাবিকী শক্তির পরিহার মানুষের দুঃসাধ্য। কালসহকারে ধর্ম্ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন, ইহা নূতন নহে, যুগে যুগে হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। যাহা হউক, ধর্ম্ম-সভা সকল যে নূতন মত উৎপাদনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অধুনাতন সভ্যগণকে হয় সেই নূতন মতের অনুমোদন, নয় সভ্যত্যাগ, এই উভয়ের অন্যতর করিতে হইবে।

খৃষ্ট ধর্ম্মকে আয়ত্ত করিবার জন্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সৃষ্টি এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আয়ত্ত করিবার জন্য ধর্ম্ম-সভার সৃষ্টি, তাহাতে সংশয় নাই। যখন ভারতবর্ষে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রথম প্রবেশ করিল, তখন এদেশের অনেকে উহাকে নূতন পাইয়া উহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনেকে খৃষ্টানগণের প্রতি গালিবর্ষণ কি খৃষ্টান পাদরিগণকে প্রহারাদির নানা আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু যখন হিন্দু ধর্ম্ম, উক্ত গালি ও প্রহারাদির পরিবর্ত্তে আপনার উপর খৃষ্টীয় ছায়া পাতিত করিলেন, অর্থাৎ খৃষ্টান বেশে সজ্জিত হইয়া ব্রাহ্ম নামে পরিচয় দিলেন, তখন খৃষ্ট-ধর্ম্মেচ্ছু জনগণ

উহার আশ্রয় লইল; এদেশীয়গণের খৃষ্টান হওয়ার বেগ মন্দ হইল। এমন কি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়া অনেক মুসলমান ও অনেক খৃষ্টান ব্রাহ্ম হইয়া গেল। এখন সেই খৃষ্টীয় ছায়া গাঢ়তর হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এই জন্যই লোকে মধ্যে মধ্যে কেশব বাবুকে খৃষ্টান বলিত। এখনও দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম-সভা সকলের অধিকাংশ বক্তৃতার একাংশ ব্রাহ্মগণের গালি ও অপবাদ-সূচক; ধর্ম্মসভার সভ্যগণকে ঐ গালি ও অপবাদের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মগণকে স্নেহ করিতে হইবে; তাহা হইলে ধর্ম্মসভার অভীষ্ট অসিদ্ধ রহিবে না। ব্রাহ্মগণ শান্ত, সুশীল, পরের দ্রব্য চুরি করেন না, মিথ্যা কথা কন না, কেবল মাত্র এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিলেই হইবে না—যাহাতে তাঁহাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়, এমন কথা বলিতে হইবে।

পৃথিবী যেমন সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে, সকল পদার্থও সেইরূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে। পৃথিবী নিকটস্থ সকল পদার্থ অপেক্ষা গুরুতর, এজন্য তৎপ্রতি অন্যান্য বস্তুর আকর্ষণ কার্যকারী বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যত দিন হীনাবস্থ ছিল, তত দিন তাহার আকর্ষণ হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি কার্য্যকারী হয় নাই, অর্থাৎ তাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই। এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক বলে হিন্দু-ধর্ম্মকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং আকর্ষণ-সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্মকে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইল, তাহার নাম আকর্ষণ রূপ মহাশক্তি। কি জড়জগৎ, কি আধ্যাত্মিক জগৎ, ঐ মহা শক্তিই উভয়ের স্থিতি ও উন্নতির একমাত্র কার্য্যসংযোগ; ঐ সংযোগই যাবতীয় জগদ্ব্যাপারের নিয়ামক। চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভাগবতের যে মহামায়ার প্রভাবে জগৎ সংসার চলিতেছে, ঐ মহাশক্তিই, সেই মহামায়া।

উপসংহারে ধর্ম্ম-সভার সভ্যগণকে বক্তব্য এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন "তাঁহাদের জাতীয় মানস-ক্ষেত্র অদ্যাপি কেমন উর্ব্বর হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাদের জাতীয় যৌবন অদ্যাপি বিগত হয় নাই; তাঁহারা অদ্যাপি অপর জাতীয় লোকদিকে আত্মসাৎ করিতে সমর্থ রহিয়াছেন। হে কৃতিবিদ্য নব যুবকগণ, তোমরা দেখ যে, তোমাদের পৈত্রিক ধর্ম্ম কেমন অমর-প্রকৃতি; স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া অদ্যাপি নব নব প্রণালী উদ্ভাবনে সমর্থ রহিয়াছে। জরাজীর্ণ ব্যক্তি কখন নূতন শরীর উৎপাদনে সমর্থ হয় না। ফলতঃ যে সকল হিন্দু কি হিন্দুবালকগণের আপনাদের ধর্ম্মকে নিতান্ত অনুবাদ বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাঁহারা চেষ্টা করিলে অদ্যাপি ধর্ম্মের নূতন শাখা বহির্গত করিয়া অপর ধর্ম্মাক্রান্ত লোকদিগকেও আপনাদিগের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে পারেন। যাঁহাদের বোধ আছে, হিন্দুধর্ম্ম গিয়াছে তাঁহারা জানিবেন, হিন্দু ধর্ম্ম যায় নাই, এখন সুষুপ্ত হইয়াছে মাত্র, যত্ন করিলেই পুনর্ব্বার জাগরিত হইবে,—এবং সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা

ইহাকে এত দিন যে জন্য জীবিত রাখিয়াছেন, নিঃসন্দেহ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ক্ষয় করিবার জন্য হিন্দু ধর্ম্ম যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার ফলে যে সকল সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, পূর্ব্বে তাহার নাম 'ধর্ম্ম সভা' হইত। এখন দেখা যাইতেছে, নবপ্রতিষ্ঠিত সভা সকলের নাম ধর্ম্ম সভা না হইয়া 'হরি-সভা' 'বৈষ্ণব-সভা' 'চৈতন্য-সভা' 'প্রেমপ্রচারিণী' 'চৈতন্য-মতবোধিনী' ইত্যাদি হইয়াছে। হিন্দুগণ যাহার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সেই চেষ্টা সফল হইতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বোধ হয়, হিন্দু ধর্ম্মের একটি অবিসম্বাদিনী নূতন প্রণালী উৎপন্ন হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।

ইতি শুক্রবীজে হিন্দু ধর্ম্মের দিগ্বিজয় নাম
অষ্টম অধ্যায়।

সমাপ্ত।